পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 250 Sunday, 10 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা ✱ ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ রবিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কৌস্তভের ‘গুন্ডাগিরি’র তীব্র নিন্দা কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ অভয়া-মৃত্যুর একবছরে শহরজুড়ে প্রতিবাদী জমায়েত। আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় যথাযথ বিচার মেলেনি বলে অভিযোগ তুলে সিবিআই-এর উপর চাপ তৈরির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি। শনিবার একদিকে পার্ক স্ট্রিট, অন্যদিকে সাঁতরাগাছিতে বিজেপির নেতৃত্বে বিক্ষোভ চলছে। পার্ক স্ট্রিটে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অবস্থান বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। সেখানে ছিলেন অভয়ার মা-বাবাও। ধস্তাধস্তিতে অভয়ার মা জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বলে অভিযোগ বিজেপির। তবে তৃণমূল গোটা ঘটনাকে রাজনৈতিক নাটক বলে দাবি করেছে। বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীকে নিশানা করে দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের অভিযোগ, তিনি নিজে সংবাদমাধ্যমে মুখ দেখাবে বলে অভয়ার মাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। পুলিশ কেন অভয়ার মা-বাবাকে মারবে? পূর্বপরিকল্পনামতো শনিবার দুপুর থেকে পার্ক স্ট্রিটে জমায়েত শুরু করেন বিজেপি নেতা, কর্মীরা। সেখানে পরে যোগ দেন অভয়ার মা-বাবাও। এদিকে জমায়েতে অশান্তি রুখতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ। একসময়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগতে চাইলে সংঘর্ষ শুরু হয়। তাতেই অভয়ার মা জখম হন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানান বিজেপি নেতারা। অভয়ার বাবা অভিযোগ জানান, তাঁকেও পুলিশের মার খেতে হয়েছে। বিজেপির এই অভিযোগকে ‘ডাহা মিথ্যে’ বলে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, অভয়ার মা-বাবাকে যেভাবে রাজনীতি ব্যবহার করল বিজেপি, তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বিজেপি নেতা ‘ন্যাড়া নাড়ু’ নিজের মুখ ক্যামেরায় দেখাবে বলে অভয়ার মাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তাঁদের মবের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নোংরামো করেছে বিজেপি। মা-বাবার উদ্দেশে কুণালের প্রশ্ন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু যে বিজেপি সিবিআইয়ের মালিক, তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন নবান্ন অভিযানে! এটা দ্বিচারিতা নয়? রাখির দিন এমন অশান্তি তৈরির নেপথ্যে বিজেপিকেই দায়ী করে কুণাল ঘোষের মন্তব্য, যাঁরা নিজেদের হিন্দু, সনাতনী বলে দাবি করছে আর রাখির মতো পবিত্র দিনে অশান্তি করছে, তাঁরা হিন্দু? তাঁরা হিন্দুর নামে কলঙ্ক।

জয়েন্টে আইনি জট, হাই কোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে রাজ্য জয়েন্ট এন্টট্রান্সের ফলপ্রকাশে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। কলেজে ভর্তিতেও সেই জট বহাল। সমস্যার সুরাহায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে শুক্রবার জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অন্য রকম কিছু বিবেচনা হতে পারে, এটা আমাদের ধারণায় ছিল না। আমরা দ্রুত আইনি পথে যাব। দেশের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে আবেদন করব। হয়তো শুক্রবারই মেনশন করা হবে। শুক্রবার রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানাতে যান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

নবান্ন অভিযান ঘিরে পুলিশ-জনতা খন্ডযুদ্ধ, পার্ক স্ট্রিটে অবস্থানে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ নবান্ন অভিযান ঘিরে তুমুল অশান্তি। পার্ক স্ট্রিটে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি। পার্ক স্ট্রিটে অবস্থান বিক্ষোভে মধ্যে অবশ্য এক পুলিশকর্মীও রয়েছেন বলেই দাবি। তাঁর বুকে ইটের আঘাত লেগেছে।

এদিকে, সাঁতরাগাছিতেও ব্যাপক উত্তেজনা। সেখানে পুলিশের মায়ের এই আহত হওয়ার নেপথ্যে অবশ্য শুধুমাত্র পুলিশকে নয়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দায়ী করলেন অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। তাঁদের যুক্তি

শামিল শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল-সহ বিজেপি নেতানেত্রীরা। এদিকে, সাঁতরাগাছিতেও ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগনোর চেষ্টা ঘিরে জোর উত্তেজনা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, জলের বোতল ছোড়া হয়। বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে এদিন রাজ্য সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন শুভেন্দু। এরপর শঙ্কর ঘোষ-সহ ১৫ জন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে মিছিল করেন তিনি। পার্ক স্ট্রিটের কাছে মিছিলে বাধা পান। তারপরই মিছিলের রুট বদল করেন শুভেন্দু। পার্ক স্ট্রিট মোড়ে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন তিনি। এরপর পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়েন মিছিলকারীরা। বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর দাবি, অভয়ার বাবা, মা-ও পুলিশের হামলার শিকার হন। অভয়ার মায়ের হাতে থাকা শাঁখা ভেঙে গিয়েছি বলেই অভিযোগ। শুভেন্দুর দাবি, কমপক্ষে ১০০ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগনোর চেষ্টা করে। পুলিশকে লক্ষ্য করে জলের বোতল, চুড়ি ছোড়া হয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে জুতো দেখান। বলে রাখা ভালো, কলকাতা হাই কোর্টের তরফে শর্তসাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ মিছিলের কথা বলা হয়। তাতে সায় দিয়েছিল রাজ্য পুলিশও। যেহেতু নবান্ন চত্বরে জমায়েত করা সম্ভব নয়। তাই সাঁতরাগাছিকে বিকল্প জায়গা হিসাবে বেছে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের নামে এহেন উত্তেজনায় স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে যাতায়াতকারীরা। মেয়ের মৃত্যুর একবছর পর সুবিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল আর জি করে নির্যাতিতার পরিবার। শনিবার, সেই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অভয়ার মা। অভিযোগ, পার্ক স্ট্রিটে প্রতিবাদীদের আন্দোলন দমনের নামে পুলিশের লাঠির আঘাত লেগেছে তাঁর মাথায়। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে তাঁকে। অভয়ার একটাই, দায়িত্ব নিয়ে অভয়ার মা-বাবাকে আন্দোলনে নিয়ে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। তাই তাঁদের সুরক্ষার ভার ছিল তাঁরও।

আজ অর্থাৎ ৯ আগস্ট অভয়া পরিবারের ডাকা নবান্ন অভিযান যে বকলমে বিজেপির দখলে যেতে বসেছে, তা স্পষ্ট হয়েছিল আগেই। যদিও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাজনৈতিক পতাকা সরিয়ে রেখে এই অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবার অভয়ার বিচারের দাবিতে শহরজুড়ে বিভিন্ন জমায়েতের কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষদেরও। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পার্ক স্ট্রিটের জমায়েতে রীতিমতো নেতৃত্ব দিয়েছেন। জড়িয়েছে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায়। এ থেকেই স্পষ্ট, অন্তত অভয়ার বিচারের দাবি নিয়ে দলের মধ্যে একাই শুভেন্দু।

রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর যাবতীয় প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে রাজ্যকে জানানো হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে আজ পাঠানো এক চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারীক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, সংশোধনী পর্বের প্রস্তুতির যাবতীয় প্রক্রিয়া চলেছে এবং কমিশন নিয়মিত ওই প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখছে।

বায়ুসেনা প্রধানের দাবী

অপারেশন সিঁদুরে ভারতের আকাশসীমা রক্ষার কাজে মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এস-৪০০ সুদর্শন চক্র। সেই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেই সময় পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বায়ুসেনা প্রধান এপি সিং এমনই দাবি করলেন।এদিন তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমাদের এয়ার ডিফেন্স দুরন্ত কাজ করেছে। এস-৪০০ সিস্টেম, যেটা আমরা সম্প্রতি মোতায়েন করেছিলাম সেটা খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ওই সিস্টেমের শক্তি ওদের বিমানগুলিকে সত্যিই দূরে রেখেছিল। যেমন ওদের কাছে থাকা দূরপাল্লার গ্লাইড বোমাগুলির মতো অস্ত্রকে ওরা ব্যবহারই করতে পারেনি। কারণ এই সিস্টেমটাকে ওরা ভেদই করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর দাবি, পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি একটি বড় পাক বিমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগেই সেনা সূত্রের খবর ছিল, পাকিস্তানের হামলা সর্বতোভাবে ব্যর্থ করেছে ভারতের ঙ্গকক্ষ গ্রিড এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম।

একাধিক লক্ষ্যে উপরাষ্ট্রপতি পদে লড়তে চলেছে ইন্ডিয়া জোট!

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ কোনও ভাবেই বিজেপিকে ফাঁকা মাঠে গোল করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। পরাজয় কার্যত নিশ্চিত জেনেও জগদীপ ধনকড়ের ছেড়ে যাওয়া উপরাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারে বিরোধী শিবির। সম্প্রতি রাহুল গান্ধীর বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সেখানে নৈশভোজের পর আলাদা করে বৈঠক হয় জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের। সেই বৈঠকেই উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। সূত্রের দাবি, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা ঠিক করেছেন বিজেপি বা এনডিএ জোটের তরফে যাঁকেই দাঁড় করানো হোক পালটা প্রার্থী দেওয়া হবে। সেই প্রার্থীর নাম নিয়েও প্রাথমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না হলেও মোটামুটিভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় নজর রাখা হবে, সেটা ঠিক করে ফেলা হয়েছে। সচরাচর উপরাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শাসক বিরোধী ঐক্যমত্যে পৌছনোর চেষ্টা করা হয়। সরকারের তরফেই সেটার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সরকার পক্ষ এখনও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলেই খবর। সূত্রের খবর, এনডিএ জোটের তরফে সিদ্ধান্ত হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী কে হবেন, সেটা ঠিক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিকভাবে শোনা যাচ্ছিল, এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ শরিক দলগুলির কোনও বর্ষীয়ান নেতাকে বসানো হতে পারে। কিন্তু বিজেপি সূত্র সে সম্ভাবনা খারিজ করে দিচ্ছে। সূত্রের দাবি, উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে এমন কাউকে বাছা হবে যিনি বিজেপির মূল ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ইন্ডিয়া জোট সূত্রের খবর, কোনওভাবে প্রার্থীর নামে সরকারের সঙ্গে ঐক্যমতে পৌঁছনো না গেলে শেষ পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি ভোটে প্রতিদ্বঃদ্বিতা করতে পারে ইন্ডিয়া জোট। সেক্ষেত্রে দুটি বিষয় হতে পারে। এক, নিজেদের মধ্যেকার ঐক্য জনসমক্ষে তুলে ধরা। দুই, রাজনৈতিকভাবে বিজেপিকে এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়ার বার্তা দেওয়া যাবে। তাছাড়া উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলিত, ওবিসি বা সংখ্যালঘু কাউকে প্রার্থী করা হলে সেই জনগোষ্ঠীকেও বার্তা দেওয়া যাবে। তাছাড়া রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে এই মুহূর্তে শাসক শিবিরের সংসদ সংখ্যা বিরোধীদের থেকে বিরাট কিছু বেশিও নয়। ফলে লড়াইটাও আগের মতো একপেশে হবে না।

ভোটার তালিকা নিয়ে একটি অভিযোগও জানাতে পারেনি রাজনৈতিক দলগুলি, দাবি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ বিহারে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন ও বিয়োজন নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। সংসদ ও সংসদের বাইরে তালিকা সংশোধন বাতিলের দাবিতে একজোট হয়ে লড়াই করছে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। কিন্তু খসড়া তালিকায় সংযোজন বিয়োজন নিয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকার পরেও সাতদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে একটিও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে দাবি করল নির্বাচন কমিশন। অর্থা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে কমিশনের চাহিদা মতো কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম ওঠেনি অথবা বাদ গিয়েছে এমন কোনও অভিযোগ রাজনৈতিক দলগুলি করতে পারেনি। যদিও অভিযোগ জানানোর জন্য এখনও তেইশ দিন সময় রয়েছে। কতগুলি অভিযোগ জমা পড়ছে প্রতিদিন সেই তালিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কারণ ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় বিএলওদের পাশাপাশি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে তাদের এজেন্ট দেওয়ার কথা বলেছিল কমিশন। কোন দল কতো এজেন্ট দিতে পেরেছিল সেই তালিকাও প্রকাশ করা হচ্ছে।গত ১ আগস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। কমিশন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, ওই খসড়া তালিকা নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ থাকলে, তা কমিশনকে জানানো যাবে। তবে শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল থেকেই অভিযোগ আসেনি বলে জানিয়েছে তারা। কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) রয়েছেন। কোন রাজনৈতিক দলের কত জন বিএলএ আছেন, সেই তথ্যও প্রকাশ করেছে কমিশন। বিহারে কমিশনের এই কাজের জন্য কংগ্রেসের ১৭,৫৪৯ জন বিএলএ রয়েছেন। আরজেডি-র রয়েছেন ৪৭,৫০৬ জন বিএলও। একই রকম ভাবে বিজেপির ৫৩ হাজারের বেশি এবং জেডিইউয়ের প্রায় সাড়ে ৩৬ হাজার বিএলএ রয়েছেন। আঞ্চলিক এবং জাতীয় দলগুলি মিলিয়ে বিহারে মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৮১৩ জন বিএলও আছেন। তবে শাসক বা বিরোধী কোনও পক্ষ থেকেই কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। যদিও ব্যক্তিগত স্তরে ভোটারদের তরফে ৬,২৫৭টি অভিযোগ গিয়েছে কমিশনের কাছে। গত এক সপ্তাহে সেগুলির কোনওটিরই নিষ্পত্তি হয়নি।

বস্তুত, বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৬৫ লক্ষের বেশি নাম। কমিশন ইতিমধ্যে জানিয়েছে, মৃত, স্থায়ী ভাবে অন্যত্র চলে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং একাধিক ঠিকানার ভোটার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিহারে ভোটার তালিকায় প্রায় ৭ কোটি ৯০ লক্ষ নাম ছিল। এসআইআর পর্বের পরে খসড়া তালিকায় তা কমে ৭ কোটি ২৪ লক্ষে নেমে এসেছে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।

মমতার আন্দোলনের জেরে কয়েক হাজার কোটির মাসুল দেবে জনতা- বিকাশরঞ্জন

সিঙ্গুর আন্দোলনের ঘটনাকে ঘিরে আবারও রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়ল রাজ্যে। সিপিআইএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ফেসবুকে এক দীর্ঘ পোস্টে অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হওয়া সিঙ্গুর আন্দোলন শুধু শিল্পহীনতার কারণ নয়, বরং এর ফলে রাজ্যের জনগণকে কয়েক হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতির বোঝা বইতে হচ্ছে।বিকাশরঞ্জনের অভিযোগ, সিঙ্গুরের মোটরগাড়ি প্রকল্প গুজরাটে সরিয়ে নেওয়ার পেছনে ছিল এক জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র, যেখানে অংশ নিয়েছিল বিজেপি, মাওবাদী গোষ্ঠী ও একাংশ তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। তাঁর দাবি, এই পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন- সিঙ্গুরের মোটর গাড়ির কারখানা গুজরাটের হাতে তুলে দিতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছিল বিজেপি-মাওবাদী-তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, নেতৃত্বে মমতা। আজ সিঙ্গুরে সর্ষে চাষও হয় না অথচ অখ্যাত সানন্দ ঝলমলে শহর। সাংসদের মতে, সিঙ্গুরে শিল্প হারানোর ক্ষতি শুধু কয়েক বছরের নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে অপ্রতিরোধ্য। কৃষি উপাদনও আগের মতো নেই। জমি ফিরিয়ে দেওয়ার পরও বহু ক্ষেত্র চাষযোগ্য অবস্থায় ফিরে আসেনি। তাঁর কথায়, এটা গেল দীর্ঘকালীন ক্ষতি। এবার আসা যাক তাৎক্ষণিক ক্ষতির হিসেবের দিকে। হিসেব অনুযায়ী- কৃষকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা,টাটা গোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭৬৬ কোটি টাকা,মামলাজনিত খরচ কয়েকশো কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এই অর্থের বোঝা শেষ পর্যন্ত চাপবে রাজ্যের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। তিনি তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন-এইসব ক্ষতিপূরণ করা হবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে। ভাবুন। ভাবতে শিখুন। ২০০৮ সালে টাটা মোটরসের ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে গুজরাটের সানন্দে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের শিল্প ইতিহাসে এক বড় মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তৎকালীন সানন্দ ছিল প্রায় অপরিচিত একটি শহর, কিন্তু টাটার বিনিয়োগের পর তা দ্রুত শিল্পনগরীতে পরিণত হয়। সেখানে নতুন নতুন শিল্প সংস্থার আগমন ঘটে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিপুল অগ্রগতি হয়। অন্যদিকে, সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের পর আদালতের নির্দেশে কৃষকদের হাতে ফিরলেও, অনেক ক্ষেত্রেই জমি তার আগের উর্বরতা হারায়। বিকাশরঞ্জনের মতে, এই পরিস্থিতি সিঙ্গুরকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দিয়েছে, আর সানন্দকে এগিয়ে দিয়েছে। বিকাশরঞ্জনের মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্যও গভীর। তাঁর বক্তব্য, সিঙ্গুর আঃেদালন ছিল এক রাজনৈতিক অস্ত্র, যার উদ্দেশ্য ছিল তকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূলের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে মাওবাদী শক্তি ও বিজেপির মতো বিপরীত মতাদর্শের দল একত্রিত হয়েছিল। এই বিরল জোটের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার পালাবদল ঘটানো, যার মূল্য আজও দিচ্ছে রাজ্যের মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও বিকাশরঞ্জনের অভিযোগের সরাসরি জবাব না এলেও, দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে যে তাঁরা এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছে। তৃণমূল নেতাদের দাবি, সিঙ্গুর আন্দোলন ছিল কৃষকের জমি বাঁচানোর জন্য ন্যায়সঙ্গত লড়াই, যা পরবর্তীতে আদালতও স্বীকৃতি দিয়েছে। বিজেপির তরফ থেকেও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিকাশরঞ্জনের এই বক্তব্য সিঙ্গুর আন্দোলনের রাজনৈতিক মূল্যায়নে নতুন বিতর্ক উস্কে দিতে পারে। বিকাশরঞ্জনের পোস্টে মূল যে প্রশ্ন উঠে এসেছে, তা হলো-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল? যদি তাই হয়, তবে তার অর্থনৈতিক ক্ষতির ভার কেন সাধারণ মানুষ বহন করবে? তাঁর আহ্বান- রাজ্যের নাগরিকদের রাজনৈতিক ঘটনাবলির পিছনের অর্থনৈতিক সত্য উপলব্ধি করা উচিত। সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আজও থামেনি। একদিকে রয়েছে তৃণমূলের দাবি-এটি ছিল কৃষকের অধিকার রক্ষার ঐতিহাসিক অধ্যায়। অন্যদিকে বিকাশরঞ্জনের মতো বিরোধী নেতাদের বক্তব্য-এটি ছিল পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যার মাসুল আজও দিচ্ছে রাজ্যের জনতা।

রাখি ভাইবোনের বন্ধন ও পরম্পরার প্রতীক, শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, রাখি ভাইবোনের বন্ধন ও পরম্পরার প্রতীক। শনিবার সমগ্র দেশজুড়ে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে রাখি বন্ধন উৎসব।এই উপলক্ষ্যে এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে আমি ভারত ও বিদেশে বসবাসরত সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাখি বন্ধনের এই পবিত্র উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে অটুট ভালোবাসা ও বিশ্বাসের প্রতীক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার ভিসা ফি বাড়ছে

ওয়াশিংটন, ৯ আগস্ট, ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ভিসা ফি বাড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া নীতির জেরে এই মাসুল বা।ছে প্রায় ২৫০ মার্কিন ডলার। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ভিসা ইনটিগ্রিটি ফি'।কেবল ভারত নয়, মেক্সিকো, চিন, ব্রাজিলের আবেদনকারীদেরও এই বাড়তি অর্থ দিতে হবে। এর আওতায় প।বেন পড়ুয়া, ব্যবসায়ী, ' ইমিগ্রেন্ট ভিসা'-র আবেদনকারীরা। তবে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্টের ভিসা মুকুবের সুবিধাপ্রাপ্ত দেশগুলোর আবেদনকারীদের সুপোগ অব্যাহত থাকবে। এই দেশগুলোর মধ্যে আছে ইওরোপের সিংহভাগ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার গুটিকয় দেশ।মার্কিন পর্যটন মন্ত্রকের একাংশের আশঙ্কা নয়া ভিসা ফি-র জন্য ওদেশে আসা বিদেশিদের সংখ্যা কমতে পারে। যদিও সরকারের এক আধিকারিক সেই আশঙ্কা অমূলক বলে মনে করেন। তাঁর দাবি, ওই বা।তি ফি-র কিছুটা মার্কিন সফর শেষে সংশ্লিষ্ট পর্যটক পেয়ে যাবেন। এছাড়া, ২০২৬-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। এই সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান।

কাকোরি ট্রেন অভিযানের বীরদের শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ কাকোরিট্রেন অভিযান' ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহস, ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের প্রতীক। শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট রামপ্রসাদ বিসমিল জি, চন্দ্রশেখর আজাদ জি, আশফাকুল্লা খান জি-র মতো বীরেরা ব্রিটিশদের লুটপাটের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।এই সাহসী যোদ্ধারা 'কাকোরি ট্রেন অভিযান' পরিচালনা করেছিলেন এই লক্ষ্যে যে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের কাছ থেকে যে লুট করাছে, সেই অর্থ দেশের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। এই যোদ্ধাদের সাহসিকতা এবং সাহসের কাছে দেশ সর্বদা ঋণী থাকবে।

অমৃতসর ও কাটরার মধ্যে মসৃণ হবে যোগাযোগ, ১০ আগস্ট বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট পঞ্জাবের অমৃতসর ও জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরার মধ্যে আরও মসৃণ হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১০ আগস্ট, রবিবার অমৃতসর ও শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরার মধ্যে বঃেদ ভারত ট্রেনের যাত্রার শুভ সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি এই বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।বন্দে ভারত ট্রেন নম্বর ২৬৪০৬ শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত চলবে এবং ট্রেন নম্বর ২৬৪০৫ মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহে ৬-দিন অমৃতসর থেকে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা পর্যন্ত চলবে। ট্রেন নম্বর ২৬৪০৬ কাটরা থেকে সকাল ৬ঃ৪০ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১২ঃ২০ মিনিটে অমৃতসর পৌঁছবে। জম্মু, পাঠানকোট ক্যান্টনমেন্ট, জলন্ধর সিটি, ব্যাসে থামবে। একই ট্রেন অমৃতসর থেকে বিকেল ৪ঃ২৫ মিনিটে ছেড়ে রাত ১০ টায় কাটরা পৌঁছবে।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০ আগস্ট বেঙ্গালুরু সফরে যাচ্ছেন। এই সফরেই তিনি একসঙ্গে তিনটি ' বন্দে ভারত' ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু মেট্রোর হলুদ লাইন ও নতুন বেঙ্গালুরু-বেলগাভি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।নতুন এই ট্রেন চলবে বেঙ্গালুরু-বেলগাভি, নাগপুর-আজনি-পুণে এবং অমৃতসর-শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা রুটে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর ঘিরে বেঙ্গালুরু শহরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেএসআর রেলস্টেশনে মূল অনুষ্ঠান হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অসুস্থ, তাঁর মস্তিষ্কে সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ৯ আগস্ট ঃত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন শুক্রবার ধর্মনগর যাওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা রেল স্টেশনে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সংবাদ পেয়ে খোঁজ নিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা দ্রুত হাসপাতালে ছুটে যান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিসকরা মস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ রক্তঃক্ষরণের ফলে দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অধ্যক্ষকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা মিলিতভাবে অধ্যক্ষের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা জানান, অধ্যক্ষের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। আগামী ৭২ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরুদ্বেগ থাকা যায় না

নতুন দিল্লি(পিআইবি),ঃউপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, কৃষকদের বিষয়গুলির সময়মতো সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, দেশ কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ধারওয়াড়ে কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে প্রাক্তনী পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং অমৃত মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষকদের দুর্দশা দেশের দ্রুত নজর দাবি করে, কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই দেশে, যে দেশের উত্থান হচ্ছে এবং যে উত্থান অদম্য, যে উত্থান আগে কখনও হয়নি, সেখানে আমরা কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরদ্বেগ থাকতে পারি না। সব বিষয়ের সমাধানে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি বলব, কৃষকদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে সময় আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কাজ করছে। আমরা চাই সকলে একযোগে সমন্বয় রেখে ইতিবাচক মন নিয়ে সমাধান খুঁজুক।ন্ডদেশের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের অনেক বড় গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প, বস্ত্র, খাদ্য, ভোজ্য তেল এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং লাভজনক হয়ে উঠছে। সেই লাভের সমান ভাগ পাওয়া উচিত আমাদের কৃষকদের। এইসব সংস্থাগুলির উচিত তাদের সিএসআর তহবিলগুলিকে কৃষকদের কল্যাণে, কৃষি ক্ষেত্রের গবেষণায় ব্যবহার করা। এই বিষয়ে তাদের খোলা মনে ভাবা উচিত। কারণ কৃষিপণ্য তাদের জীবনরেখা এবং সেই হৃদস্প ঃদন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকরা। আমাদের ৩টি জিনিস করতে হবেঃ এক, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে। দুই, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতেই হবে। এবং তিন, যেকোনও মূল্যে আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যখন কৃষকরা আর্থিকভাবে ভালো থাকেন, অর্থনীতি প্রাণবন্ত থাকে কারণ কৃষকদের ব্যয় ক্ষমতা বাড়ে। যখন কৃষক ব্যয় করেন, তখন অর্থনীতি নিজে নিজেই চালিত হয়। এবং সেই জন্য আমাদের আরও একটি ইতিবাচক প্রভাব ঘটে। যদি কৃষিক্ষেত্র প্রাণবন্ত হয়, সুষ্ঠুভাবে চলে, তার যত্ন নেওয়া হয়, নজর দেওয়া হয়, তবে কৃষি ক্ষেত্রে অনুপাদক সম্পদ বলে কিছু থাকতে পারে না। আইসিইউ -তে থাকা রোগীর দিকে আমরা যেভাবে নজর দিই, কৃষকদের প্রতিও আমাদের সেভাবে নজর দিতে হবে।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বাজারের অনিশ্চয়তার মতো মৌলিক চাপ থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, সময় এসে গেছে বিশ্লেষণ করার এবং কৃষিক্ষেত্রকে মৌলিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার। সরকার অনেক কিছু করছে কিন্তু কৃষক এখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। ঘাটতি থাকলেও তাকে ভুগতে হয়, প্রাচুর্য থাকলেও তাকে ভুগতে হয় এবং সেইজন্য আমাদের এমন পদ্ধতি বের করতে হবে, যাতে আমাদের কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।কৃষি ক্ষেত্রের সকল রকম ভর্তুকির সরাসরি হস্তান্তরের পক্ষে সওয়াল করে শ্রী ধনখড় বলেন, আমি চাই এবং আমি জোর দিয়ে সুপারিশ করছি, কৃষিক্ষেত্রে সার অথবা অন্য কিছু বাবদ দেওয়া যেকোনও ভর্তুকি যেন সরাসরি পৌঁছয় কৃষকের কাছে। কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন, এমন কী সার যাতে ভর্তুকির পরিমাণ বিপুল..... কৃষিক্ষেত্রের অর্থনীতিবিদদের ভাবতে হবে যদি এই সহায়তা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছয় তাহলে সে রাসায়নিক সারের বিকল্প খুঁজতে পারে। কৃষকরা এই টাকা ব্যবহার করতে পারে জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষের জন্য।টারমেরিক বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি এত খুশি হয়েছিলাম, যখন বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ঘোষণাটি কানে আসে। টারমেরিক বোর্ড, ন্যাশনাল টারমেরিক বোর্ড, হলুদের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ। ৫ বছরে উপাদন দ্বিগুণ হবে। রপ্তানির জন্য বাজার তৈরি করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কৃষকরা উপকৃত হবেন। তাতেও মূল্য যুক্ত করতে পারবেন কৃষকরা...... ভারত সরকার টারমেরিক বোর্ড গঠনের মাধ্যমে হলুদে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কি দারুণ সাফল্য। আমি জোরালো ভাবে প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যের জন্য এমন ধরনের বোর্ড গঠনের আর্জি জানাচ্ছি সরকারের কাছে, যাতে সেগুলিতে মূল্য যুক্ত হয় এবং বিশেষ নজর পায়। ন্ডকৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ধনখড় বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন। নিরন্তর রূপান্তর হোক। যুক্ত হোক প্রযুক্তি। প্রযুক্তির দ্রুত বদল ঘটছে। কিন্তু কৃষকরা এখনও পুরনো ট্রাক্টরকে আঁকড়ে ধরে আছে। ট্রাক্টর এমন একটি বিষয় যাতে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ সর্বোচ্চ। কৃষকদের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতেই হবে। তাদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর বোঝাতে হবে। এবং সেই জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির বড় ভূমিকা আছে। সাধারণত, ৫০ হাজার কৃষক প্রতি একটি করে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। একবার ভেবে দেখুন যদি প্রকৃতপক্ষেই সেই ৫০ হাজার কৃষক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যুক্ত হয়, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে।ন্ডতিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার অবশ্যম্ভাবী কারণ আমরা প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছি। ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের মতো সংস্থাগুলি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চকে কৃষককেন্দ্রিক হতে হবে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাস্তবের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যাতে হাতে কলমে প্রমাণ পাওয়া যায়...... ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ অনেক দূর পৌঁছে গেছে। এর বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। প্রত্যেক কৃষকের কানে যেন সেই রেশ পৌঁছে যায়।সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দেশের বেড়ে চলা প্রত্যাশার বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত হারে। এত দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি মধ্যে আমরাই বৃহত্তম। এক মাইল ফলক থেকে আমরা আরেক মাইল ফলকে পৌঁচচ্ছি। আমরা পঞ্চম বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ২ বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছি। পরিকাঠামোয় আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমাদের দেশের ভাবমূর্তি, প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধিশীল অর্থনীতি দেশকে পরিবর্তিত করেছে প্রত্যাশী দেশে। বর্তমানে বিশ্বে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশী দেশ। কারণ রাস্তার পরে, রেলের পরে, বিমানের পরে, ডিজিটাল সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। শৌচাগারের পরে, নলবাহিত জলের পরে, গ্যাস সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। সুলভে বাড়ির পরে আপনারা আরও চাইছেন। বিপুল ব্যাঙ্কিং অন্তর্ভুক্তির পরে আপনারা আরো চাইছেন কারণ এগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত।আমরা কখনও ভাবিনি সাধারণ মানুষ গ্রামে গ্রামে এই সুবিধা পাবে। শৌচাগার, নলবাহিত জল, গ্যাস সংযোগ, সুলভে আবাসন, সড়কসংযোগ, ইন্টারনেটসংযোগ। আমরা কখনও এটা ভাবতে পারিনি। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীজি দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, ' দিল মাঙ্গে মোর'।

তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

বিশেষপ্রতিবেদনঃপৃথিবীতে জলবায়ু. পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টাচ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া. শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হযেছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুয়া. শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দু ঃস্বপ্ন।শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দু ঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময. শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুযারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ' সংকট'-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রযোজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয.জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ' হিট আইল্যান্ড' প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দাযিত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া. প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ' সোনার বাংলা', তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি বেঁধে কচ্ছে রাখি বন্ধন উদযাপন

কচ্ছ, ৯ আগস্ট ঃগুজরাটের কচ্ছে উদযাপিত রাখি বন্ধন উৎসব। রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে শনিবার বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি বাঁধেন স্থানীয় মহিলারা। কচ্ছের সাংসদ বিনোদভাই চাভদাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ-গানে মেতে ওঠেন বিএসএফ জওয়ানরা।বিএসএফ-এর ৮৪ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট অনিল কুমার যাদব বলেন, আজ বিএসএফের ৮৪-তম ব্যাটালিয়ন রাখি বন্ধন উদযাপন করছে এবং কচ্ছের মানুষ তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে এখানে এসেছেন। আমাদের জওয়ানরা রাখি উৎসবে শামিল হয়ে খুবই খুশি। সাংসদ বিনোদও সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করতে এখানে এসেছেন। এটি প্রশংসনীয় এবং আমি আমার ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এর প্রশংসা করি।

এই প্রথমবার আমি 'লাপাতা' উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে শুনলাম, কটাক্ষ সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।কে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বল। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিব্বল বলেছেন, তার পদত্যাগের পর, আমরা তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি আগে 'লাপাতা লেডিস' সম্পর্কে শুনেছিলাম, কিন্তু এই প্রথমবার আমি 'লাপাতা' উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে শুনলাম। এখন মনে হচ্ছে বিরোধীদের তাকে রক্ষা করতে হবে। আমি আগে তাকে ফোন করেছিলাম তার পিএ ফোন ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। এর পরে, কেউ ফোন ধরছেন না। অনেক নেতাও বলছেন, তিনি ফোন ধরছেন না। তাহলে, আমরা কী করব? আমাদের কি হেবিয়াস কর্পাস দায়ের করতে হবে নাকি অন্য কিছু? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অবশ্যই এই সম্পর্কিত তথ্য পেয়েছে, তাই অমিত শাহের উচিত এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করা।আমি তাকে নিয়ে চিন্তিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট, ঃ আগস্ট বিপ্লব হলো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বিন্দু যা স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, ১৯৪২ সালে, মহাত্মা গান্ধী মুম্বাইযের আগস্ট ক্রান্তি ময়দান থেকে 'কর অথবা মর' স্লোগান দিয়ে 'ভারত ছাড়ো'-এর ডাক দিয়েছিলেন।এই বিপ্লব ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এতটাই গণআন্দোলনের জন্ম দেয় যে ব্রিটিশ সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের বার্ষিকীতে, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল অমর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

রাহুল গান্ধীর বুদ্ধাঙ্কের পরীক্ষা নিতে ফের আর্জি তথাগতের

কলকাতা, ৯ আগস্ট, ঃ বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভা ভোট এবং কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন কারচুপি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী। কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার মতো কয়েকটি রাজ্যের উদাহরণও দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তদাগতবাবু শনিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, আর জি (রাহুল গান্ধী) বলেছেন যে তিনি এমপি হওয়ার সময় সংবিধানের উপর শপথ নিযেছেন, তাই তাকে আর কোনও শপথ নিতে হবে না। এর মানে হল যে এই দেশের যেকোনো এমপি বা এমএলএ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যা বলার লাইসেন্স পেয়ে যায়, এমনকি সাক্ষীর পক্ষেও? আমি সবসময় বলে আসছি, তাঁকে অবশ্যই আইকিউ পরীক্ষা দিতে হবে।প্রসঙ্গত, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকেরা রাহুলকে অভিযোগের হলফনামা জমা দিতে বলেছেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনও রাহুলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বলে প্রকাশিত খবরে দাবি।

রাজস্থানের রাজ্যপালের সঙ্গে ড. অরুণ চতুর্বেদীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

জযপুর, ৯ আগস্ট ঃ শনিবার রাজস্থানের রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করেন রাজ্য অর্থ কমিশনের নবনিযুক্ত চেযারম্যান ড. অরুণ চতুর্বেদী। সাক্ষাকালে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। কমিশনের চেয়ারম্যান পদে

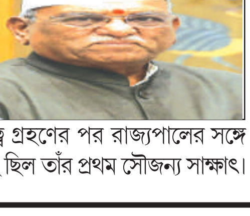

দাযিত্ব গ্রহণের পর রাজ্যপালের সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ।

রাশিফল

মেষঃআপনি অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন। কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। প্রেম জীবনে যেসকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়তো সেগুলির উত্তর পাবেন না।
বৃষঃআজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে প।ার সম্ভাবনা আছে। যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ
মিথুনঃসাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছা করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে। আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন।
কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহাযতা করবে।
সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।
কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল
তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে
বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।
মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।
কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।
মীনঃস্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয়। আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে। ভাগ্য আজ আপনার

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১১আগষ্ট, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মৎস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ম- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৪.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

নতুন সাজে পুরুলিয়ার কাশীপুর বোর্ড বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়াঃ স্কুলের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সামনে তুলে আনতে প্রথমেই দরকার সেই স্কুলের বাইরের সজ্জার দিকে নজর দেওয়া। সেই সজ্জা থেকেই মানুষ খুঁজে পাবে সেই স্কুলের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। স্কুল চত্বর নাকি সহজ পাঠের মলাট, দেখে বোঝার উপায় নেই! রং-তুলির আঁচড়ে বদলে গেছে পুরো প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের দেওয়াল জুড়ে আঁকা রংবেরঙের বিভিন্ন ছবি। দেওয়ালে দেওয়ালে বাংলা-ইংরেজি বর্ণ। ওয়াল পেইন্টিংয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন দিবসের তারিখ। স্কুলের চারিদিকে বিভিন্ন মনীষীর ছবি ও বাণী। এছাড়াও প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে রং-তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে ভারতের মানচিত্র ও গুণীজনের প্রতিকৃতি। স্কুলের চারিদিকের দেওয়ালে লেখা শিক্ষামূলক নানা নীতিবাক্য। এক প্রাণবন্ত পরিবেশ ফুটে উঠেছে গোটা স্কুল জুড়ে। এমনই অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর বোর্ড বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়। পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতেই মূলত এমন অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষাঙ্গনকে নিজেদের উদ্যোগে সাজিয়ে তুলেছেন কাশীপুর বোর্ড বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। স্কুলের দেওয়ালে সভা পাচ্ছে পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ নৃত্যের ছবিও। রং-তুলির আঁচড়ে বদলে যাওয়া এই প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন পুরুলিয়া জেলার এক অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে পুরুলিয়ার ওই স্কুলের আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, স্কুল চত্বরে থাকা গাছে তৃষ্ণার্ত পাখিদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থার আরও একটি অভিনব উদ্যোগ। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে জানার জন্য ক্লাসরুমের নাম দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র ভবন ও নজরুল ভবন। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন মনীষী ও বীর সেনানীদের ছবি ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে রঙিন চিত্রে। স্কুলের দেওয়ালের বিভিন্ন প্রান্তে বার্তা দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতারও।

উত্তরে বজ্রসঙ্গে ধাক্কাবৃষ্টির হুঙ্কার, দক্ষিণে ফের দমকা ম্রদুতা ঠবাংলা বৃষ্টিপাতের তীব্র বিন্যাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বাংলার আকাশে ফের রুদ্রপত; উত্তর বঙ্গের পাহাড়ি এলাকা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কুচিয়া অঞ্চলে অতি ভারী বর্ষণ শুরুর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এইসব এলাকায় আগামী ৮ আগস্ট এক বা দুটি স্থানে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়দিকে, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ৭-১১ সেন্টিমিটার বর্ষণের সম্ভাবনাই বেশি। ১২ আগস্টও স্বস্তি নেই; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে আবারও ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার ভারী থেকে দুর্দণ্ড ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কুচিয়াতেও ৭-১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ১৩ ও ১৪ আগস্টেও পূর্বাভাস থেকে মনে হচ্ছে, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ৭-১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত নির্ধারিত, যা পাহাড়ি অঞ্চলে বিপদসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থাটি তুলনামূলক শান্ত হলেও, দক্ষিণবঙ্গেও নবায়ে বাতাসের নমনীয়তা ফিরছে; মৃদু থেকে মাঝারি বর্ষণ আর বজ্রসহ আকাশগর্ভে ঘন মেঘের উপস্থিতি বিরাজ করছে। কলকাতাসহ দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোর জন্য রিজিওনাল মেট্রোলজিক্যাল সেন্টারের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৫-৬ দিন 'হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি' অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি, ওই অঞ্চলের আকাশে বজ্রপাত ও হালকা ঝড়ের আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। এই দুই বাংলার বৃষ্টিপাতের বিপরীতাবস্থা; পশ্চিমের চেনা বঙ্গনদীর সমতল এলাকায় শান্তির আহ্বান, এবং উত্তরের পাহাড়ের ঢেউখেলানো আবহাওয়ায় সম্ভাব্য বিপদ; মনে করিয়ে দেয় পৃথিবীর জলবায়ু যুদ্ধ এবং বিজ্ঞানের দূরদৃষ্টিও। একদিকে দক্ষিণে জনজীবন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে, অন্যদিকে নর্দান হিল স্টেশনের ঝুঁকি নিরীক্ষা করে প্রশাসন ও দুর্যোগ পর্যবেক্ষকদের সতর্ক থাকতে হবে। পাহাড়ি নদীপথে স্রোত বৃদ্ধি, ভূমিধসের ঝুঁকি, কৃষিজমিতে ক্ষয়; সবই এখন কাঠগড়ায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল ও স্থানীয় প্রশাসনের অবশ্য প্রয়োজন থাকার সম্ভাব্য বিপদজনক এলাকাগুলোতে সতর্কতা প্রচার, নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা এবং নদীপথে চলাচলের ব্যাপারে নিয়মিত তথ্য দেওয়া।

রাখি বন্ধনে নারী মনের শাড়ী কুঞ্জে শ্রাবন্তী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ঃ পুজো আর বেশি দিন বাকি নেই, ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পুজোর কেনাকাটা। এরই মধ্যে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে একটিই নাম 'পলাশ শাড়ি কুঞ্জ'। মূলত দমদমে প্রতিষ্ঠানটি ৮ বছরেই ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাখি বন্ধনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট শাখা উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রিয়া ঘোষ। রিয়া জানালেন, 'নারী মনের শাড়ি কুঞ্জ মানেই পলাশ শাড়ি কুঞ্জ'। ফুলিয়া তাঁত, ধনেখালি তাঁত, জামদানি, কাঞ্জিভরম, বিয়ের বেনারসি, কটন শাড়ি, স্বর্ণ কাতান, বালুচরী, এবং পিওর সিল্ক সহ আধুনিক ডিজাইনের সমস্ত শাড়ি সম্ভার নিয়ে পুজোর কেনাকাটা গড়িয়া হাটের অন্যতম সংযোজন পলাশ শাড়ি কুঞ্জ। এখানে ১৯৫ টাকা থেকে শুরু করে লক্ষাধিক টাকার শাড়ি। থাকছে পুজোয় বিশেষ ছারের সুবিধা। এদিন উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শ্রীতমা ভট্টাচার্য এবং প্রেরণা, অনন্যা সুকান্ত সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার।

টাকার বিনিময়ে চাকরি কেনার ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব খোওয়ালো ঈশ্বর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া গত কয়েক বছর ধরে টাকা দিয়ে সরকারি চাকরি কেনা - একটা রুটিনে পরিনত হয়েছে। স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু হয়ে পরিবহন দপ্তর - সর্বত্র একই দৃশ্য। এবার সেই ধাক্কা পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার কোটশিলার বাসিন্দা পেশায় সামান্য একজন গ্যারেজ মিস্ত্রী নাম 'ঈশ্বর কুমার'। বয়স আনুমানিক ২৪ বছর। টুকটাক মোটর সাইকেল সারানোর কাজ করেন তিনি। তাতেই সংসার চলে তার। বেশ কিছুদিন আগে ঈশ্বর কুমারকে পরিবহন দফতরে চাকরি আশ্বাস দিয়েছিলেন উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। নিজেকে পরিবহন দফতরের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই ব্যক্তি। তাঁর কথা বিশ্বাসও করেছিলেন ঈশ্বর কুমার। তবে চাকরির বিনিময়ে দু'লক্ষ টাকার দাবি ছিল উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চড়া সুদে লোন নিয়েই ভরসা করে ওই ব্যক্তির হাতে দু'লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন ঈশ্বর বাবু। ব্যাস তাতেই হয়ে গেল গণ্ডগোল। ভুল বুঝতে পেরে তিনি এখন দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশের। ইতিমধ্যেই কোটশিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঈশ্বর কুমারের অভিযোগ, মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দা উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। সে তার দোকানে প্রায়শই আসত। সেই সূত্রেই তার পরিচয় হয় উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ছোটখাটো বিভিন্ন গাড়ির কাজ ঈশ্বরের দোকানে করাতেন উজ্জ্বল বাবু। কিন্তু হঠাৎ গত এপ্রিল মাসে উজ্জ্বল বাবু ঈশ্বর কুমারকে বলেন, ঝালদা পরিবহন দফতরের একটি নতুন অফিস হবে। কাজের জন্য সেখানে লোক লাগবে। দুই লক্ষ টাকা দিলে সেখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। প্রথমে খানিকটা খটকা লেগেছিল ঈশ্বর কুমারের। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি সামান্য এক গ্যারেজ মিস্ত্রি। আরটিও অফিসে কীভাবে চাকরি পাবেন তিনি? সেই সময় উজ্জ্বল বাবু তাকে জানিয়েছিলেন, আরটিও অফিসে অনেকেই লাইসেন্স পাওয়ার জন্য বাইক নিয়ে টেস্ট ড্রাইভ দিতে আসে। সেইসব বাইকের ব্রেক, ইঞ্জিন, ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্যই লোক নিয়োগ হবে। তাই গ্যারেজ মিস্ত্রি হলেও এ কাজ তার হওয়া সম্ভব। উজ্জ্বল বাবুর সেই কথাতে বিশ্বাস করেই লোন নিয়ে উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় কে টাকা দিয়েছিলেন তিনি।

বর্ষায় ডুয়ার্সে যাওয়ার আহ্বান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বর্ষায় ডুয়ার্সে আসুন। ডুয়ার্স দেখুন ডুয়ার্সকে চিনুন — এই বার্তা নিয়েই ফালাকাটা শুরু হলো তিন দিনব্যাপী দ্বিতীয় বর্ষ ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভ্যাল। ফালাকাটা টাউন ক্লাব ময়দানে এই উৎসবের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা। উপস্থিত ছিলেন ভুটান এবং নেপালের প্রতিনিধিরা। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে রয়েছে ২৫ কিলোমিটার ম্যারাথন, ১০ কিলোমিটার এবং পাঁচ কিলোমিটার দৌড়, পাঁচ কিলোমিটার হাঁটা, অঙ্কন ও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। বর্ষার মৌসুমে ডুয়ার্সে পর্যটন আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই উদ্যোগ বলে জানান উদ্যোক্তারা।

জলে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁঃ বাবার একমাত্র শেষ স্মৃতি ছিল নৌকা। ইছামতির নদীতে সেটি বাঁধা থাকত। বৃদ্ধ সন্তান সেই নৌকাটিতে মাঝেমধ্যেই সসময় কাটাতেন। বাবার স্মৃতি আগলে রাখতেন। ইছামতি থেকে সেই নৌকাই পাড়ে তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেলেন বৃদ্ধ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণচন্দ্র সরকার। জানা গিয়েছে, বনগাঁ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে নিমাই ঘাটে ওই নৌকাটি বাঁধা থাকত। ওই এলাকাতেই বাড়ি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বৃদ্ধ নারায়ণচন্দ্র সরকারের। ওই বৃদ্ধের বাবার একটি নৌকা স্মৃতি হিসেবে নদীর পাড়েই বাঁধা থাকত। এই বৃদ্ধ মাঝেমধ্যেই নদীর পাড়ে গিয়ে সেই নৌকায় বসে থাকতেন। কখনও বা বিস্তার করতেন। দিন কয়েক ধরে দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি চলছে। বনগাঁ পুরসভার একাধিক জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যেই নদীতেও জল বেড়েছে। প্রশাসনের তরফে ইছামতি নদীতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কোনা এক্সপ্রেস ওয়েতে সন্ধ্যার পর ট্রাক বন্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়াঃ পুজোর আগে যানজট আর অতিষ্ঠ যাত্রীদের স্বস্তির জন্য নেওয়া হয়েছে বড় একটি উদ্যোগ; কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে পণ্যবাহী যান চলাচল সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য; তীব্র জমে থাকা যানবাহন কিছুটা হলেও স্বাভাবিক করতে পারা এবং সাঁতরাগাছি ব্রিজের কাছে সঙ্কীর্ণ পথে দীর্ঘ যন্ত্রণা সইতে না পারা মানুষদের বাঁচানো। পুলিশ সূত্র জানায়, আগে যেখানে ট্রাকগুলো দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে এবং দিল্লি রোড ধরে মাইটিপাড়া হয়ে দ্বিতীয় হুগলী সেতু দিয়ে কলকাতা এসতো, এবার সেই পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিকল্প রুট হিসেবে এখন ট্রাকগুলোকে নিবেদিতা বা নিউ সেতু, টালা ব্রিজ দিয়ে কলকাতা বন্দর এলাকা অথবা দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনার দিকে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে, ট্রাকগুলোকে মুম্বই হাইওয়ে, আন্দুল রোড অথবা হাওড়া আমতা রোড ধরে ঘুরপথে যেতে হবে। তদন্তে দেখা গেছে, চলমান ছয় লেনের এলিভেটেড করিডর নির্মাণের কারণে সাঁতরাগাছি অংশে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে গেছে, ফলে প্রতিদিনের মতো ভোর-সন্ধ্যা যানজটের সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। আগামী দুই বছর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো এলিভেটেড করিডরের নির্মাণ কাজ শেষ না হয়। ৪ আগস্ট থেকে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশ জানিয়েছে, 'সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কোনাক্রমে পণ্যবাহী যান প্রবেশ বা বাহির করা যাবে না। তবে রাত ১১টার পর থেকে পুনরায় স্বাভাবিক চলাচল শুরু হতে পারে'। বিশেষভাবে উল্লেখ আছে, পোর্ট থেকে আধা-ভারী, ট্রাকসমূহ দুপুর ১২-৪টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। ফলে বিরাট অংশ ট্রাফিকই রেলপথ দিয়ে হাল করে স্থানান্তর করা হচ্ছে; যেমন কলকাতা-হালদিয়া রেল লিংক এবং ডানকুনি ফ্রেইটে করিডোর ব্যবহারের পরিকল্পনা কার্যকর পর্যায়ে আছে ।

তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৩

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বিরুধুনগর ঃ তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। জানা গেছে, শনিবার শিভকাশির কাছে বিজয়করিসাল এলাকার এক অবৈধ বাজি তৈরির কারখানায় আচমকা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। আহত কমপক্ষে পাঁচ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এলাকার একটি বাড়িতে অবৈধভাবে বাজি তৈরি চলছিল। হঠাৎই স্তুপ করে রাখা বাজি ফেটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের দুই মহিলা রয়েছেন। হাসপাতালে সূত্রে জানা গেছে, আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিগত মাসেই বিরুধুনগরের একাধিক বাজি তৈরির ইউনিটে চারটি বিস্ফোরণে প্রাণ গিয়েছিল ১৬ জনের। তবুও অবৈধ বাজি তৈরির কাজ এলাকায় দেদার চলছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডায়মন্ড হারবার পোষ্টঅফিসে কাজ বন্ধ ১০ দিন - বিপাকে গ্রহকরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি দঃ ২৪ পরগনা ঃ ডায়মন্ড হারবার পোষ্ট অফিসের সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্যা বেশ কিছুদিনের ধরেই শুরু হয়েছে। তবুও কোনোভাবে কাজ চলছিল। কিন্তু গত ১০ দিন সমস্ত কাজ বন্ধ আছে। সূত্রের খবর পোস্ট অফিসে তাদের নতুন সফটওয়্যার চালু করতে গিয়ে এই সমস্যা হচ্ছে। সমস্যার সমাধান দ্রুত করার দাবি তুলেছেন গ্রাহকরা। এর আগে পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ আগেই নোটিশ দিয়ে জানিয়েছিল জুলাইয়ের ৩০ তারিখ থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত নতুন সফটওয়্যার আপডেটের কাজ হবে। সেই জন্য পরিষেবা বন্ধ থাকবে। কিন্তু তারপরও কাজ হচ্ছে না। পর পর কয়েকদিন কাজ না হওয়ার পর এ দিনও গ্রাহকরা গিয়ে একই জিনিস দেখতে পান। এ দিকে গ্রাহকরা তাদের বিভিন্ন দরকারে পোস্ট অফিসের সামনে ভিড় জমাতে থাকে। কেউ আসেন তাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টের টাকা আনতে কেউ এসেছিলেন পোস্ট অফিসের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিতে। অনেকে আবার এসেছিলেন ১৫ আগস্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাতীয় পতাকা নেওয়ার উদ্দেশে অথবা কুরিয়ার করার জন্য। এর ফলে গ্রাহকরা যেমন চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন তেমন সমস্যায় পড়েছেন এজেন্টরাও। এ নিয়ে দ্বীপেন মন্ডল নামের এক এজেন্ট জানিয়েছেন, সমস্যা হচ্ছে। জানা গিয়েছে সফটওয়্যার আপডেটের জন্য এই ঘটনা ঘটছে।

ফের হয়ে গেলো সফল 'রাত দখল' - 'আন্দোলন জারি থাকবে' - বললেন দেবলীনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ঠিক এক বছর পড়ে ৮ আগস্ট শুক্রবার আবার হয়ে গেলো অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে রাত দখল কর্মসূচি। শুক্রবার আরও একবার রাতদখলে নামলেন ঢক্ষজ্ঞঙ্গু চ। কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল হাতে মিছিল করলেন তাঁরা। শহরতলি জেলাতেও প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। গত বছরের মতো এবারও মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেল অভিনেত্রী দেবলীনা। কেন গত বছরের মতো এবছর বিনোদন জগতের সেভাবে কাউকে রাতজাগাতে দেখা গেল না, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবলীনা বলেন, 'আমাদের বহু সতীর্থ কেন আজ মিছিলে পা মেলালেন না, সেটা একেবারেই তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।' এবারও মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেল অভিনেত্রী দেবলীনাকে। কেন গত বছরের মতো এবছর বিনোদন জগতের সেভাবে কাউকে রাত জাগাতে দেখা গেল না, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবলীনা বলেন, 'আমাদের বহু সতীর্থ কেন আজ মিছিলে পা মেলালেন না, সেটা একেবারেই তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বহু সতীর্থের সঙ্গে আমারও ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন, সেটাই মূলত কারণ।' আন্দোলনকারী চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইঞা বলেন, 'কোনও আন্দোলনই একইভাবে একই আঁচে জ্বলতে পারে না। কিন্তু এখনও মানুষের মনে আন্দোলনের আঁচ রয়েছে। প্রতিবাদ জারি থাকবে।' আন্দোলনকারী অনিকেত মাহাতো বলেন, 'নবান্ন অভিযানে সাংগঠনিকভাবে আমরা থাকছি না। তবে কেউ যদি যেতে চান, তাহলে নিশ্চয়ই ন্যায়বিচারের দাবিতে যেতে পারেন।' উল্লেখ্য, রাত পোহালেই শনিবার নবান্ন অভিযানে যাবেন তিলোত্তমার বাবা-মা। দলীয় পতাকা ছেড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের সেই অভিযানে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজকের এই নবান্ন অভিযান নিয়ে আছে টান টান উত্তেজনা।

"কোচবিহারে রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে গেল জন্মভূমির মুখ্যমন্ত্রীর ছবি; রাজনৈতিক উত্তেজনায় উত্তাল গ্রাম"

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার ঃ প্রহর গোপনেই রাতের অন্ধকারে ঘটে গেল একটি সংবেদনশীল ঘটনা; 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে রাখা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হলো। ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙা ব্লক এলাকায়, যেখানে নিয়মিত বসছে তৃণমূল সরকারের জনমুখী বিভিন্ন প্রচারণা ক্যাম্প। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির জন্য 'রাজনৈতিক দুষ্কৃতীরা' এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিয়েছে; যেখানে বিজেপি ও সিপিএম মূল অভিযুক্ত। স্থানীয় একটি তৃণমূল নেতা জানিয়েছেন, 'গতকাল রাতেই কেউ ব্লেড দিয়ে ছবি কেটে ফেলেছে। রাজনৈতিকভাবে লড়তে না পেরে এ সমাজবিরোধীরা এধরনের কাজ করছে।' তৃণমূল পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের দ্রুত শনাক্ত এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, এই ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে; তৃণমূল সরব থাকবে মাঠে, এবং জনগণের পক্ষেই থাকবে। এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য সাম্প্রতিক সময়ে কোচবিহারসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা রাজনৈতিক উত্তেজনায় রয়েছে;বিশেষ করে এন.আর.সি. সংক্রান্ত বিতর্ক ও ভাষিক হেনস্থার অভিযোগের জেরে। তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন;নাগরিকত্ব রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষী, রাজবংশী, মাটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে; আবেদনপত্রে বাবা-মায়ের জন্ম-সনদ চাওয়া, ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে ফেলা;এগুলো রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র, দাবি করেছেন তিনি। কোচবিহারে ছবি চুরির ঘটনাকে শুধু এক বস্তুনিষ্ঠ হামলা বলেই দেখার নয়, বরং এটি স্থানীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক অভিঘাতের একটি প্রতিফলন বলেও মনে করা হচ্ছে। এক দিকে, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে লক্ষ্য করে ত্রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহারদ করছে অভিযোগকারীরা; অন্য দিকে, তৃণমূল দাবি করছে, এ তথাকথিত হামলা মূলত ক্ষমতার প্রহসনের অংশ; যেখানে রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত বা চিত্রের বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ কোনো কাজ করা হচ্ছে। স্থঞ্জ ানীয় প্রশাসন এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি বা সিসি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে কিনা, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তৃণমূ ল জানাচ্ছে, প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এই ঘটনা তদন্ত করতে হবে; নয়তো ভবিষ্যতেও প্রতীকগত হামলা বৃদ্ধি পাবে। নিজস্ব সোর্স থেকে খবর, 'আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামব'; এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করছে। এই প্রেক্ষাপটে কোচবিহারীয় সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন; কারা অপরাধ করল, কেন করল, এবং নিরাপদ নেই এমন মনে করছেন। রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই এমন ধরনের ঘটনা জন দুর্ভোগের পাশাপাশি সাম্প্রতিক উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নবান্ন অভিযানে মা আহত! কপাল ফাটল, শাঁখা ভাঙল — পুলিশের লাঠিপেটায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ঃ আর জি কর মেডিকেল কলেজে ঘটে যাওয়া এক বর্বর নির্যাতন ও হত্যা ঘটনায় বিচার দাবিতে 'নবান্ন অভিযানে' যোগ দিতে বেরিয়ে পড়েন ভুক্তভোগীর মা,বাবা। সেই ক্রমেই ঘটনার মধ্যেই মায়ের ওপর পুলিশি লাঠিপেটার অভিযোগ ওঠে — কপাল ফেটে যায়, শাঁখা ভেঙে যায়, আঘাত পেয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর কথায়, ত্সৈন্যদের আচরণ যেন মহোর্দ্ধে দেশেরই নয়; বিজয়ের ডাক নয়, লাঠির আওয়াজেই প্রতিক্রিয়া। আমাদের কান্না, আমাদের কষ্টকে কেউ শুনছে না বারেবারে।দ দাবি করেন, এই প্রতিবাদের মাধ্যমে শুধু নিজের মেয়ের নয়, প্রতিটি নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রচার করতেই পথে নামেছেন তিনি। নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন নিজেই — বিচার না ঘরে গেলে বিচার পাওয়া যাবে মাঠে; এই মনোভাব নিয়ে মায়ের এই পদক্ষেপ। কিন্তু সেই নিয়েও প্রশ্ন ওঠে; রাজনীতি হয়েছে কি নয়? মায়ের ক্ষোভ, ত্রাজনীতির অংশ হতে চাই না আমরা। এই স্রোতের স্রোত যদি অন্য দিকে যায়, নিয়ে রাখব না। তবে আমাদের লক্ষ্য একটাই;সত্য ও ন্যায়ের মুখে উজ্জ্বলতা।দ এদিকে পুলিশি কর্তাদের বক্তব্য অন্যরকম। নিরাপত্তাকর্মীরা বলেছেন, ত্জায়গায় রেখেছিলাম ব্যারিকেড। শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশ নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যদি পরিস্থিতি হাতছাড়া হয়; সেক্ষেত্রে দায়িত্ব আমরা নিতে বাধ্য হই।দ যদিও এই লাঠিপেটার ফলসে কারুর ঘাড়ে আঘাত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর শহরজুড়ে আলোচনায়; একদিকে আছে মায়ের সহমর্মিতা ও যন্ত্রণার কথন, অন্যদিকে পুলিশি নায়বিধানের অধীনে শাসিত শৃঙ্খলার প্রশ্ন। র্যাগ কর ঘটনার বিচার এখনও দেখা মেলেনি, আর মা,বাবা সেই বিচারের পিছে ধূসর দিনের স্বপ্ন দেখে চলেছেন, লাঠি আর ব্যারিকেডের মধ্য পথ ধরেই।

আর জি কর আন্দোলনকে দমাতে সিবিআই?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ কলকাতা আরজি কর মেডিকেল কলেজে সংঘটিত এক যৌন নৃশংসতার ঘটনায় ফেসবুকে এবং রাস্তায় বিচার চেয়ে প্রতিবাদ তীব্র হচ্ছে; এই সময়েই কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থা সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুললেন বিজেপির প্রভাবশালী নেতা দিলীপ ঘোষ। নভেল বিতর্কের আবির্ভাবে এই অভিযোগ যেন আর একবার মাথাচাড়া দিল; 'নবান্ন অভিযানে সশস্ত্র নিরাপত্তা কী বলছে?', 'এই আন্দোলন কি শুধু চিকিৎসাবিদদের নয়, সমগ্র সমাজের?' এসব প্রশ্নেরই অনুগত তাঁর ভাষ্য। শনিবার কলকাতা শহরজুড়ে মিছিলে মুখোমুখি সাংবাদিকদের সামনে ঘোষ বলেন, 'যেখানে এমন জঘন্য অপরাধের সুবিচার নেই, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তদন্ত সংস্থাকে ঘিরে সংশয়বোধ স্বাভাবিক। তাই আদালতের মাধ্যমে নতুন করে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া উপায় নেই।' তাঁর এই বক্তব্য স্পষ্ট; 'অনেক তথ্য উপেক্ষিত হয়ে গেছে, যারা তদন্ত করেছে তাদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন সংস্থা দায়িত্ব নিয়েছে কি কারণে?' সংবাদটি আরো জানায় যে, 'আরজি করের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা; এবার তাঁদের সুরেই সুর মেলালেন দিলীপ ঘোষ।' মিছিলে গণআন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে, 'শাসক দল এই আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছে'; দীপ ঘোষের এমন মন্তব্য পার্ক থেকে প্রশাসন এবং তৃণমূল সরকারের উপর সরাসরি আক্রমণ বলে মনে করছেন অনেকেই। তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হলেই মামলা দিয়ে দমন করার চেষ্টা করছে সরকার। ডাক্তারদের সাসপেন্ড বা ট্রান্সফার করে বশে আনার চেষ্টা হয়েছে; এটি সরকারের স্বৈরাচারিতার প্রমাণ।' এই ভাষ্য সেই শক্ত তারকার কথায়; যেখানে অভিযোগ না মানলে আনুগত্যে বাঁধা দেওয়ার একটি সুদ রাজনৈতিক নির্দেশনাকে আঁচ করা যায়। তার পাশাপাশি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ঘিরেও তাঁর মন্তব্য ছিল সমালোচনামূলক ত্বাংলায় বাংলাদেশি নাগরিকদের ভোটার তালিকায় রেখে ক্ষমতায় থাকতে চায় শাসক দল। তবে নির্বাচন কমিশন এখন সক্রিয়; মানুষ আশা করছে ফ্রি ও ফেয়ার নির্বাচন হবে। না হয় বীরভূমের মতো মোবাইল কোর্টেও অংশ নেবে কেউ! এমনটিও যোগ করেন তিনি। সুপ্ত বা প্রকাশ্য নির্দেশনার স্বরূপ; 'কোনো কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানতে চায় না রাজ্য সরকার, তবুও ইসি হয়ে যদি ভোটের ন্যায়হার নিশ্চিত করে, তাহলে রাজ্যকেও মেনে নিতে হবে; এই আক্রমণাত্মক কথা দিয়ে বার্তা দেন দিলীপ ঘোষ।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা ঃ এই বয়সে এমন কাণ্ড যে মানুষটা করবেন তা ভাবতেই পারছেন না প্রতিবেশীরা। রোজকার মতো সকালে জল আনতে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির অনেক কাজও করেছিলেন। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভয়ংকর কাণ্ড। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল শ্যামল নন্দীর দেহ। শ্যামলবাবু মহেশতলা পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তপুর খালপাড় এলাকার বাসিন্দা। শ্যামলবাবুর বয়স প্রায় ৬০ বছর। বেশ কয়েক রকমের শারীরিক অসুস্থতা তাঁর ছিল। খালপাড়ের ঘরে স্ত্রী দীপার সঙ্গে থাকতেন। অসুস্থ থাকার কারণে কাজে যেতে পারতেন না। বেশকিছুদিন ধরে ঘরেই থাকতেন। স্বামী অসুস্থ হওয়ার কারণে বাইরে কাজ করতেন দীপা নন্দী। শনিবার তিনি কাজে বেরিয়ে যান। এদিকে, কাজ থেকে ফিরে দীপা নন্দী দেখেন ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে দেখেন, শ্যামলবাবু সিলিংয়ের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারাই থানায় খবর দেন। পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই শ্যামলবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। স্ত্রী দীপা নন্দী বলেন, উনি ডিউটিতে যাননি। বাড়িতেই রয়েছেন। শরীর খারাপ। সকালে উঠে আমি চা করে দিলাম, খেল। জল তুলল। এবার আমি কাজে গেলাম। কাজ থেকে এসে দেখি দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি ভয়ংকর কাণ্ড।

পূর্ব ভারতের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ভারতের অন্যতম বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান HNS GOLD গত ৯ বছর ধরে সুনামে কারবার করে চলেছে। তাদের ৯ম মার্সিকী প্রতিষ্টা বার্ষিকীতে কম্পানির সিইও সুনীল কুমার একে, পরিচলক সাজিশ সাথ্যনন্দন ও কম্পানির প্রধান উপদেষ্ঠা অভিজিৎ মজুমদার সহ সকলেই কম্পানির কর্মসূচি তুলে ধরেন। গত ৯ বছরে, HNS Gold সারা ভারতে ৭ লক্ষেরও বেশি গ্রাহককে সেবা দিয়েছে, যা আস্থা, স্বচ্ছতা এবং আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে। পুরনো, অব্যবহৃত, বন্ধক রাখা সোনা রূপা কেনার জন্য সর্বোচ্চ বাজারমূল্যে তাৎক্ষণিক পেমেন্ট ও বিনামূল্যে খাঁটি পরীক্ষার জন্য আধুনিক জার্মান তৈরি ক্যারেট রিডিং প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সুপরিচিত। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা সুনীল কুমার একে বলেন, 'আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি সহজ লক্ষ্য নিয়ে, মানুষের সোনার প্রকৃত মূল্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, যাতে প্রয়োজনে তারা প্রতারণা বা লুকানো খরচের শিকার না হয়। ভারতে আমরা বহু গ্রাহককে তাদের সোনার অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হতে দেখেছি। HNS Gold-এ আমরা ১০০% মূল্য, শূন্য গলন এবং মাত্র ৫ মিনিটে তাৎক্ষণিক পেমেন্ট নিশ্চিত করি, যাতে আর্থিক জরুরী পরিস্থিতিতে গ্রাহকরা ক্ষমতায়িত হতে পারেন।' তথাকথিত ভারতবর্ষে প্রচুর এই ধরনের কোম্পানি সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেবার নাম করে প্রতারণা করছে সেই কারণে HNS Gold সঠিক পরিষেবার দেবার বদ্ধপরিকর। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে ৫০টি নতুন শাখা চালু হবে। যার ফলে পূর্ব ভারতের হাজার হাজার যুবক-যুবতী সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠাতা, সিইও সুনীল কুমার একে বলেন HNS Gold সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ম মেনে চলে, স্বচ্ছ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় কাজ করে এবং গত ৯ বছরে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের আর্থিক সংকট সমাধানে ভূমিকা রেখেছে। Gold Private Limited পুরনো ও নতুন সোনা এবং রূপার গয়না ও কয়েন কেনা, গ্রাহকের গোল্ড লোন পরিশোধে সহায়তা করা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিনা মূল্যে খাঁটি পরীক্ষার মতো সেবা প্রদান করে থাকে। কোম্পানি তাৎক্ষণিক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে, গলন বা লুকানো কাটছাঁট ছাড়াই এবং সর্বদা গ্রাহককে অগ্রাধিকার দেয়।

বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে গাছেদের রাখী পরিয়ে উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মানুষের প্রয়োজনে বিশ্বজুড়ে দিন দিন কমছে গাছের সংখ্যা। অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ছে বন্যপ্রাণ। গলছে বরফ, বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। আর তার ফলেই মাঝেমধ্যেই প্রকৃতি তার রুদ্র রূপ দেখাচ্ছে। তাই গাছ ও বন্যপ্রাণকে ভালো রাখার বার্তা দিয়ে এবার অভিনব রাখী উৎসব উদযাপন করল জয়পুর রেঞ্জের বন কর্মী ও আধিকারিকেরা। জঙ্গলের গাছে গাছে রাখী পরিয়ে তাদের দীর্ঘ জীবন কামনার পাশাপাশি বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দিয়ে জঙ্গলের বুক চিরে চলে যাওয়া বিষ্ণুপুর কোতুলপুর রাজ্য সড়কে যাতায়াতকারী দ্রুতগামী যানবাহনের চালকদের হাতে রাখী পরিয়ে দেন বন দফতরের কর্মী ও আঞ্জ ধিকারিকেরা। দুর্ঘটনায় বন্যপ্রাণের লাগাতার মৃত্যু রুখতে জঙ্গলের রাস্তায় ধীরে যানবাহন চালানোর বার্তা দিয়ে চালকদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। গাছ ও গাড়ি চালকদের পরানো রাখী পছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব দেখিয়েছে বন দফতর। এদিন গাছে গাছে যে রাখী পরানো হয় তা তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতিবান্ধব টেরাকোটা দিয়ে। রাখীতে স্থান পেয়েছে মল্ল রাজাদের হাতে তৈরী সুপ্রাচীন ও সুদৃশ্য স্থানীয় গোকুলচাঁদ মন্দির।

বাঁকুড়ার বিদ্যালয়ে পালিত হল-শুভ রাখি বন্ধন উৎসব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ রাখি বন্ধন উৎসব। সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হল। বাঁকুড়া জেলার বিদ্যালয়গুলিও এই উৎসবে সামিল হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুভ রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়েছে। শুক্রবার বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্রীরা ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে রাখি বন্ধন উৎসবের শুভ সূচনা ঘোষণা করে। এই উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যেকার ভালোবাসা ও সুরক্ষার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা দেশে আন্দোলন শুরু হয়। আর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রদর্শনের জন্য রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। এই দিন মুসলমান বহিন হিন্দু ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া জানান যে, আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে তাদের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৌভাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মোক্ষম সুযোগ এই রাখি বন্ধন উৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে মনে করেন ভবিষ্যতের সুষ্ঠু নাগরিক তৈরি করতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। আজ বিদ্যালয়ের চাইল্ড ক্যাবিনেট এর মন্ত্রীদের কণ্ঠে শোনা গেল-

রাখি শুধুমাত্র নয়তো সুতোর বন্ধন,
এর মধ্যে নিহিত থাকে হৃদয়ের
স্পন্দন।।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভে রাখি পড়ালেন বোনেরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গাছ বাচলে সুন্দরবন বাঁচবে বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে রাখি বন্ধনের শপথ নিলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জের ঘোষপাড়াতে স্বপ্ন সমিতির পক্ষ থেকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে যেমন কেওড়া গরান গেয় রাখি পড়ালেন তারা বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনার্থে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে রাখি পড়ালেন তারা তাদের ভাই বাইরে বিদেশে কাজকর্ম সঙ্গে যুক্ত ভাইদের মঙ্গল কামনার্থে বোনেরা ম্যানগ্রোভকে রাখি পড়ালেন তারা ইছামতির নদীর তীরে সুন্দরবনের বাদাবন অর্থাৎ এই ম্যানগ্রোভ ভরা এই অভিনব উদ্যোগ নিলেন তারা। এ বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জের প্রধান রূপা গুপ্তা তিনি বলেন খুব ভালো উদ্যোগ ও ধন্যবাদ জানালেন পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনকে বারবার তছনছ করে দিয়েছে বেশি করে গাছ লাগান বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখে দিন যেভাবে বাংলাভাষীদের নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে বাঙ্গালীদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করছে শ্রমিক খুন হচ্ছে তা আজকের দিনটা অত্যন্ত বাঙ্গালীদের কাছে আবেগ রয়েছে যেখানে ব্রিটিশরা বাংলা ভাগ করার জন্য সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উসকে দিয়ে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার মানসিক নির্যাতন চালিয়েছিল শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখি বন্ধনের উৎসবের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দিয়েছিল বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাই আজকের দিনেও যেভাবে বাংলা ভাষার উপর যেভাবে দমন পিড়ানো হচ্ছে তা রুখে দিতে হবে এটা সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫০, রবিবার, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২

দাতা বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বোস

অহরহ ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা করতেন। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে উপস্থিত হতেন। সবার জন্য তাঁর বাড়ি উন্মুক্ত দ্বার। যারা যেতেন তিনি কাউকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শুনতেন,নিজের মতামত দিতেন। ১৯৫৯ সালের এক ঘটনা জাতীয় অধ্যাপকের বিরল সম্মান পেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এক মাসের মাইনে নিয়ে সবে এসেছেন। এক গরিব বাবা তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইতে এলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিনা দ্বিধায় আলমারী খুলে মাইনের পুরো টাকাটা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার হাতে তুলে দিয়ে হেসে বললেন 'নিশ্চিন্তমনে মেয়ের বিয়ে দাও। আমাকে লুচি দিতে ভুলো না'। সাহিত্যিক প্রতিভা বসু লিখেছেন যখন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকায় ছিলেন তখন এক মণ সরু চালের দাম চার টাকা,চার আনার বাজার করলে একটি পরিবারের মাছ-তরকারি ভাল ভাবে হত। তখন কেউ পাঁচশো টাকা বেতন পেলে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতে পারতেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বেতন তখন বারোশো টাকা। বিরাট অঙ্কের বেতন ওই সময়ের প্রেক্ষিতে। হলে কি হবে সেই টাকায় বিজ্ঞানী নিজের পরিবার প্রতিপালন করে সঞ্চয় করতে পারতেন না। বহু ছাত্র,অনেক দরিদ্র অভাজন অংশীদার হতেন তাঁর উপার্জনে। যার প্রয়োজন হত সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সাহায্য করতেন। কেউ সেই সাহায্যে কোনও সন্দেহের ঘটনাও ছিল না। যেন সেটা স্বতঃসিদ্ধ,সেটাই নিয়ম। কখনও মনে রাখতেন না কাকে কী দিলেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর পরে বিশ্বভারতীর' উপাচার্য হয়েছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। যখন তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন তখন বহু বিজ্ঞানীর অধ্যাপক কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন নতুন কিছুর সন্ধানে। অর্থাৎ একটা পর্যায়ে গবেষকরা তাদের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যেতে না পেরে বিজ্ঞানাচার্যের শরণাপন্ন হতেন নতুন পথের সন্ধানে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে বলা যায় পাণ্ডিত্য অনেকের আছে তবে খাঁটি পাণ্ডিত্য সোরগোল করে ঘোষণা করতে হয় না আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে। অগাধ পাণ্ডিত্য যে কত সহজে ধারণ করা যায় আমরা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুর জীবন সম্পর্কে কিছু বই পত্র পড়লে বুঝতে পারি,তেমন তাঁর ঘনিষ্ঠদের স্মৃতিচারণায় জানতে পারি। গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যে কখনও নিজেকে আবদ্ধ করেন নি। মানুষের সঙ্গে থাকা সবসময় পছন্দ করতেন। সবার জন্য তাঁর হৃদয়ের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। গণিতে যাঁর ব্যুৎপত্তি খ্যাতি সব মহলে প্রতিষ্ঠিত, অঙ্কে যিনি ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিলেন ১১০, এন্ট্রান্সে পঞ্চম স্থান,বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম,এম এসসি পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৯২শতাংশ নম্বর পেয়ে যিনি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়েই একদিন সন্ধ্যাবেলা অধ্যাপক সুধাকর সত্যেন বসুর বাড়িতে গিয়েছেন তিনি অঙ্ক কষছেন,আপন ধ্যানে বিভোর। সুধাকর কে প্রথমে দেখতে পাননি,তারপর বললেন হ্যাঁরে তুই এখন কি নিয়ে লিখছিস। সুধাকর বললেন তিনি হূণদের নিয়ে লিখেছেন। একটু হেসে রসিকতা করে সুধাকরকে বললেন হূণ এখানেই অনেক রয়েছে যারা তোর হাড় ঘুণ ধরিয়ে দিতে পারে। তারপর দুজনেই মধ্য এশিয়ায় হূণদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেক সময় আলোচনা হত।

অভিনেতা সুনীল মুখোপাধ্যায়

সুনীল মুখোপাধ্যায় এক অসমাপ্ত অধ্যায়ের কাহিনি। বাংলা সিনেমার পার্শ্ব অভিনেতা সুনীল মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক প্রতিভা, যার জীবন ছিল তার অভিনীত চরিত্রগুলোর মতোই সংগ্রামী। তিনি মূলত সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ, যেমন চোর, ডাকাত, চাকর, মাতাল বা দুস্থ মানুষের চরিত্রে প্রাণ দিতেন। অথচ বাস্তব জীবনেও তাঁকে প্রায় একই ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কর্মজীবনের শুরু ঃ সুনীল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের শুরুটা হয়েছিল বিখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্তের নাট্যদলে। সেখানে অভিনয় করার পর তিনি বড় পর্দায় সুযোগ পান। মৃণাল সেনের কলকাতা ৭১ ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেলেও এডিটিংয়ের কারণে তার অভিনীত দৃশ্য বাদ পড়ে যায়। এরপর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নিম অন্নপূর্ণা ছবিতে অভিনয় করে তিনি পরিচিতি পান এবং এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সফলতার শিখর এবং উল্লেখযোগ্য কাজ ঃ সুনীল মুখোপাধ্যায় অনেক বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রথম ছবি হীরের আংটিতে তিনি একজন চোরের চরিত্রে অভিনয় করে নজর কাড়েন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্র হলো ঃ খারিজ, পদ্মা নদীর মাঝি, ৫ পার্ক এভিনিউ, পাতালঘর। ১৯৮৮ সালে ফেরা ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তিনি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড - সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন। নব্বইয়ের দশকে তিনি জনপ্রিয় টেলি-সিরিজ মনোজদের অদ্ভুত বাড়িতে গোয়েন্দা বরদাচরণের চরিত্রে অভিনয় করেও বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন। এক দুঃখজনক শেষ জীবন ঃ সুনীল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এবং মৃত্যু ২০১২ সালের মে মাসে। তার শেষ জীবনটা ছিল খুবই করুণ। শোনা যায়, তিনি আর্থিক অনটনে ভুগেছেন এবং টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার মতো একজন প্রতিভাবান অভিনেতার শেষ জীবন এমন দারিদ্র্য ও অসুস্থতার মধ্যে কেটেছে, তা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক দুঃখজনক অধ্যায়। তার অভিনয় প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি তিনি পাননি বলে অনেকে মনে করেন। লোকাল বাসে চড়ে তার যাতায়াত করার গল্পও প্রায়শই শোনা যায়, যা তার সাধারণ জীবনযাত্রারই প্রতিফলন। তাঁর প্রয়াণ বাংলা সিনেমা জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

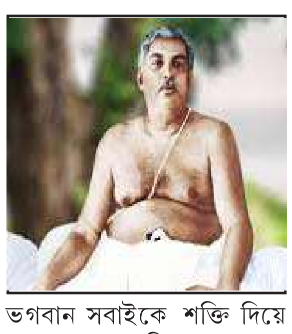

ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

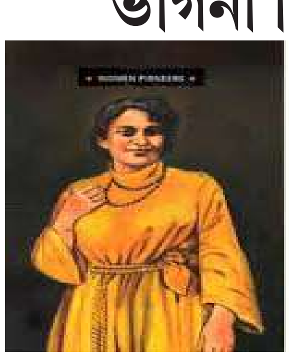

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। র্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা।

'ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হচ্ছে আরজি কর মেডিকেল কলেজ

বিশেষ প্রতিবেদক

রাধা গোবিন্দ কর ।

ঘটনাটি ১৮৭৯ সালের। কালীপুজোর দিন। তখনও পুলিশ কিন্তু শব্দ বাজি পোড়ানোর দায়ে ছেলেদের গ্রেফতার করতো। বাজি পোড়ানো কালে কারোর বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দিলে পুলিশ এসে যারা বাজি পোড়াচ্ছে তাদেরকে প্রথমে ভালোভাবে আগে বারণ

করে যেত। তারপরে বারণ না শুনলে পুলিশ এসে গ্রেফতার করতে শুরু করতো। সেই রকম একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলেন বিখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর। পাঁচিলে তুবড়ি রেখে বাজি পোড়ানো শুরু হয়েছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস করে বাড়ির ছেলেরা আর কিছু প্রতিবেশীরা মিলে তুবড়ি পোড়াতে শুরু করে। পুলিশের এলে বাজি পোড়ানো নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হল। তার ফলে পুলিশ একটি জ্বলন্ত তুবড়ি ফেলে দিয়েছিল লাঠি দিয়ে। আর তাতেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল। রাধাগোবিন্দ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি তখন বাড়ি ফিরছিলেন। এদিকে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। গ্রেফতার করা হল রাধাগোবিন্দ করকে। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। আসল দোষীরা পালিয়ে গেল সেখান থেকে। পুলিশ তখন এত ক্ষিপ্ত ছিল যে রাধগোবিন্দের কোনও কথায় কান দিতে রাজি ছিল না। তাঁকে আদালতে তোলা হলে ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ দিনের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দিলেন। তার ফলে রাধাগোবিন্দকে জেল খাটতে হয়েছিল। রাধাগোবিন্দ কর প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস করের প্রথম পুত্র। তাঁর জীবনটা শুরু হল পুলিশের হাতে সাজা পেয়ে।

রাধাগোবিন্দের জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৫২ কিংবা ৫৩ সালে সাঁতরাগাছিতে। প্রপিতামহ রামমোহন নীলকুঠির মালিক। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কর ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। আর তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস কর। পিতার লেখা বিখ্যাত বই-এর নাম 'ভৈষজ রত্নাবলী'। এই বই পড়ে বহু আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করতো। এমন ধনী এবং প্রথিতযশা পরিবারের প্রথম পুত্র রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুলের পাঠ শেষ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ডাক্তারি পড়াতে তাঁর মন ছিল না। মেজভাই নাটক করে বেড়াতেন। সেই নাটক দলে তিনি যোগ দিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'লীলাবতী' নাটকে সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করলেন। এর ফলে তাঁর ডাক্তারি পড়াতে বিঘ্ন হতে শুরু করলো। এক বছরেই অনিয়মিত ক্লাস করার পর তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে আবার চিকিৎসা জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। দুটি ঘটনা রাধা গোবিন্দের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে সাহায্য করে। প্রথমত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু। তারপরে বিনা কারণে কারাদণ্ড ভোগ। কারাগার থেকে বের হয়ে এসে তিনি জনসেবার আত্মনিয়োগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৮০ -৮১ সালে তিনি আবার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিন বছরের ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন আরও চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা অর্জন করতে। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ডাক্তার আশুতোষ মিত্র। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। বিলেত থেকে তিনি শ্যামবাজারের বাড়িতে বসে চিকিৎসা করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন সার্জন এবং ফিজিশিয়ান। বাড়িতেই অপারেশন করতেন। চিকিৎসা জগতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিল। কেউ বিষ পান করলে তাঁর ডাক পড়তো।

১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারি দেখা দিল। আতঙ্কে মানুষ তখন কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের মাথায় হাত। ডাক্তার করের পরামর্শে ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন নির্দেশ জারি করলেন ঘরের পাশে ছোট নিভৃতবাস করে সেখানে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাধগোবিন্দ। হাসপাতালে রোগীদের স্থান দিতে পারছে না। যার ফলে নিভৃত বাস তৈরি করে রাধগোবিন্দ চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। নিজের পসার বন্ধ করে দিয়ে প্লেগের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে দিলেন চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর। এদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। তার কোম্পানির কোনও ওষুধ বাজারে কেউ কিনতে রাজি হচ্ছে না। তার ফলে বেঙ্গল কেমিকালের দেশিয় ওষুধ বিক্রি হচ্ছে না। সবাই দেশি ওষুধের চেয়ে বিদেশি ওষুধের ওপরে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে বাজারে আর বেঙ্গল কেমিক্যালের স্বদেশি ওষুধ পড়ে থাকছে। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি' সেই সময়ে উঠে যাওয়ার উপক্রম। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বাংলার চিকিৎসকেরা। ফলে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' রক্ষা পেল। যারা সেই সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাধাগোবিন্দ কর, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী, ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু সহ আরও অনেকে। তাঁদের প্রেসক্রিপশনে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধ বিক্রি বৃদ্ধি হতে শুরু করে। একটি স্বদেশি কোম্পানিকে এইভাবে টিকিয়ে রাখা ব্যবস্থা করেছিলেন ইঁনারা।

১৮৬৬ সালে একটি যুগান্তকারী সভা হয়েছিল বৈঠকখানা বাজারের একটি ঘরে। রাধাগোবিন্দ সেই সভা ডেকেছিলেন। সভায় সভাপতি ছিলেন ডাক্তার এম এম বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ে নয় জন খ্যাতনামা চিকিৎসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে জাতীয় স্বার্থে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। ১৮৮৬ সালে শুরু হল আয়ুর্বেদ স্কুল এবং ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। প্রথম বৈঠক হয়েছিল বৈঠকখানায়। তারপরে দ্বিতীয় বৈঠক হয় বউবাজারে। একটি স্কুল পরিচালনা সমিতি তৈরি করা হল। নাম হল ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। প্রথমে বৈঠকখানায়,পরে বউবাজারে স্থানান্তরিত হয়। একটি স্কুল পরিচালনা সমিতি গড়ে তোলা হয়। পরের বছর অ্যালোপাথি চিকিৎসা বিভাগ আলাদা করে খোলা হল। পরিচালন সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন রাধাগোবিন্দ কর। বাংল ভাষায় ডাক্তারি পড়ানো হতো। ১৮৮৯-৯০ সাল থেকেক্লিনিক্যাল ক্লাস নেওয়া হতো মেয়ো হাসপাতালে এবং চাঁদনি হাসপাতালে। আউটডোরে প্রচুর রোগী আসতে শুরু করলো। রোগীদের ভরসা দিতে শুরু করলেন চিকিৎসকেরা। শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সালে। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করে দিলেন। সেই বছর ছাত্র সংখ্যা এসে দাঁড়াল প্রায় ২৫০ জন। অনেক গরীব ছাত্ররা বিনা বেতনে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ার সুযোগ পেতে থাকে। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আপার সার্কুলার রোডে একটি ১৪ বেডের একটি ছোট হাসপাতাল চালু করা হল। সেই হাসপাতাল পরে ১৯৮৯ সালে ১২ বিঘা জমি ক্রয় করে বেলগাছিয়াতে উঠে যায়। প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে সংগ্রহ করা তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হল এবং আরও কয়েকজন চিকিৎসক তহবিল গড়তে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্যার যতীন্দ্রমোহন সেন এবং ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায়। বাংলার ছোটলাট স্যার উডবার্ন এই হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হাসপাতালের নামকরণ করা হল - আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল। ১৯০৪ সালে এই হাসপাতালের সঙ্গে 'কলেজ অফ ফিজিশিয়ান আণ্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল' যুক্ত হয়ে যায়। এই বেসরকারি হাসপাতাল 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

১৯০৯ সালে দোতলা বাড়ি তৈরি করে হাসপাতালের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১০০ জন রোগী ভর্তি হতে পারতো তখন। ১৯১১ সালে মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন বিল চালু হওয়ার ফলে বেলগাছিয়া কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেওয়া হল তাতে সরকারি আর্থিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। সরকার সেই সময়ে বহু শর্ত দিয়েছিল। সেই সব শর্তকে পূরণ করতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। বহু চিকিৎসক এ বাপারে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। ১৯১৬ সালে ৫ জুলাই লর্ড কারমাইকেল বেলগাছিয়া হাসপাতলের উদ্বোধন করেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রেত চর্চা নিয়ে উৎসাহ

ভূতেদের ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাননি বিশ্বকবিও; কতটা নিমগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ পরলোক চর্চায়। ১৯২৯ সালের অক্টোবরের শেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রেতচর্চায় অলোকসামান্য ক্ষমতার অধিকারিণী এক তরুণীর। প্রেতচর্চায় প্রবল আগ্রহ ছিল কবির। সেই চর্চাই ছায়া ফেলেছে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা'-র মতো গল্পে।

বাংলায় প্ল্যানচেট করার ধারাটা এর পরে এগিয়ে চলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উৎসাহে। কিন্তু সেখানেও অকালমৃত্যু এসে সব তছনছ করে দেয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন, ১৩০১ সংখ্যায়, প্ল্যানচেট করার জন্য এক আশ্চর্যজনক ভৌতিক যন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল; 'নির্মাতা শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০৮, আপার চিৎপুর রোড, গরাণহাটা, কলিকাতা, মূল্য আড়াই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল বারো আনা'। জানি না, উত্তর কলকাতার কোনও বনেদি পরিবারে অনুসন্ধান করলে শতবর্ষ আগের সেই ঐতিহাসিক যন্ত্রের দু-একটা ভগ্নাংশও মিলবে কি না। কিন্তু বিজ্ঞাপন থেকে মনে হয়, যন্ত্রটির চাহিদা ছিল। অন্তত চিৎপুরের ঠাকুরবাড়িতে যে দু-এক পিস ঢুকে পড়েছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রটির বাংলা নামকরণ করেছিলেন; 'প্রেতবাণীবহ চক্রযান' যন্ত্রটি কেমন দেখতে ছিল, কী ভাবে সেটা নিয়ে প্ল্যানচেট করতে হয়; সবই বুঝতে পারলেও যন্ত্রটিকে একবার চোখে দেখার ইচ্ছেটা আমার পূরণ হয়নি এখনও। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এইভাবেই যন্ত্রের সাহায্যে প্ল্যানচেট করে কবির সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের প্রথম আলাপ হয়েছিল। মধুসূদনের মৃত্যুর সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বছর, সুতরাং সেই আলাপ চারিতা তাঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণ সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত প্রেতচক্র বসতো এবং কিশোর কবিরও সেই চক্রে বসার স্বাধীনতা ছিল। কুড়ি-একুশ বছর বয়সেও তিনি প্ল্যানচেট করতেন, তার লিখিত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সেই চক্রের আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কারণ, অন্যতম উদ্যোক্তা হেমেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু।

অনেক বছর পরে, তখন তাঁর বয়স আটষট্টি বছর, রবীন্দ্রনাথ আবার পূর্ণ মনঃসংযোগ করে পরিণত প্রজ্ঞার আলোকে পরলোকচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরের শেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রেতচর্চায় অলোকসামান্য ক্ষমতার অধিকারিণী এক তরুণীর। সে বছর পুজো দেরিতে পড়েছিল, শরতের শেষ, আশ্রম জনশূন্য, রবীন্দ্রনাথ একাই ছিলেন উত্তরায়ণ ভবনে। তাঁর অতিথি হয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথের পুরোনো বন্ধু ও তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা দেবী। কয়েক দিনের মধ্যেই কবির কানে খবর গেল, উমা একাধারে কবি এবং ভাল মিডিয়াম। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে পেয়েছিলেন একটি তথ্য; এক ধরণের অতি-সংবেদনশীল মানুষ থাকেন, যাঁরা মৃত আত্মাদের আকর্ষণ করতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে মরজগতের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।আধুনিক প্রেততত্ত্বের ভাষায় এঁদের বলা হয় 'মিডিয়াম'। উমাদেবীর ভাল মিডিয়াম হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে জানতে পেরে কবি খুবই আগ্রহী হয়ে নিয়মিত চক্রের আয়োজন করেন। তিনি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সরাসরি মিডিয়ামের সাহায্য নিয়ে শুরু করলেন প্ল্যানচেট। প্রেতচক্রের যাবতীয় নিয়ম ভঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ উমার মুখোমুখি বসে তাঁকে প্রশ্ন করতেন। মিডিয়ামের হাতে কাগজ পেন্সিল থাকতো, তিনি উত্তর শুনে দ্রুত কথাগুলি লিখে কবিকে দেখাতেন। তাঁকে লিখতে সাহায্য করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী আর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঘরে আরও অনেকে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু প্রশ্ন শুধু কবিই করতেন। এই ভাবে আটটি ফুলস্কেপ কাগজের মোটামোটা খাতা ক'দিনে ভরে উঠেছিল। অক্টোবরের প্রারম্ভিক অধিবেশন গুলির কোন বিবরণ নেই, কিন্তু নভেম্বরে পর পর বেশ কয় দিন এবং ডিসেম্বরেও যে ক'দিন উমাদেবী শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে পুরোদস্তুর প্রেত চক্র বসেছিল, যার বিবরণী শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে পরম যত্নে সংগ্রহীত রয়েছে। কবির ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রায় সমস্ত প্রয়াত আত্মীয় ও বান্ধবকুল। এসেছিলেন মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পত্নী মৃণালিনী, বড় মেয়ে মাধুরীলতা, ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ, প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্র নাথ আর হিতেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাছের মানুষ সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, সন্তোষ মজুমদার, সতীশ রায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। বারে বারে ডাকা সত্ত্বেও কখনোই আসেননি পিতা দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী, বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মেজ মেয়ে রেণুকা। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা খোলাখুলি কবির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এমনকী, ব্যক্তিগত ইচ্ছার কথাও বলেছেন। যেমন, কবি সুকুমার রায় এসেছিলেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চ জগতে সাড়া জাগানো চরিত্রের সাক্ষর বহন করেন শোভা সেন

বিশেষ প্রতিবেদক

রঙ্গমঞ্চের হেলেনে ভাইগেল। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের হেলেনে ভাইগেল পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, ব্যক্তি জীবনের দুর্যোগ (স্বামীর উপর্যপুরি গ্রেপ্তার ও কারাবাস), থিয়েটার দলে ভাঙন ও বিতর্ক যাঁকে দমাতে পারেনি, রাজনীতির পটপরিবর্তন ও অস্থির সময় একজন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসাবে যাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি, সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ১৯৪২ সালে তার বিবাহ হয় বাবা-মার পছন্দ করা বছর দশেকের বড়ো দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে। সেই সময় মহাযুদ্ধের লেলিহান আগুনের গ্রাসে মানুষের জীবন ছারখার। কালোবাজার, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, মড়কের করাল ছায়া। অন্যদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক, কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্কের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী

শোভা সেনের জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে ঢাকায় মামার বাড়িতে। বাবা ডা. নৃপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন উত্তর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। শিক্ষা শুরু বীণাপাণী পর্দা হাইস্কুলে এবং তারপর বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক। স্কুলজীবন থেকেই অভিনয়ে হাতেখড়ি;পরে বেথুন কলেজে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটক দিয়ে নিয়মিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে শ্রীমতী সেন যখন বেথুন কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী, তখন লেখক সংঘের উদ্যোগে এবং কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে জনযুদ্ধের প্রচার। এই অগ্নিঝরা টালমাটাল সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তরফে ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক প্রযোজনা দিয়ে শ্রীমতী শোভা সেনের প্রকৃত অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল।

বিবাহিত জীবনের শুরুতে তিনি প্রথম স্বামীর বামপন্থী মনোভাবের জন্য কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও গণনাট্যসংঘের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। নবান্ন নাটক করতে গিয়ে শ্রীমতী সেন প্রথম নাট্য শিক্ষকরূপে পান বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্রকে। ভারতীয় থিয়েটারের এই দুই পুরোধার শিক্ষায় তার অভিনেত্রী জীবন শুরু থেকেই ছিল যথেষ্ট পরিণত। বিশ্বযুদ্ধ থামার পর ১৯৪৬ সালে যখন সারা ভারতের সংগ্রামী শ্রমিকদের রেল ও ডাক ধর্মঘটের সাফল্য, বোম্বাইতে তখন ইতিহাস খ্যাত নৌবিদ্রোহের আপোশহীন লড়াইয়ের ধাক্কায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের ভিত কেঁপে উঠেছে। তখন নোয়াখালি, বিহারের সঙ্গে কলকাতার রাজপথও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রক্তস্নাত, মাথার ওপর দেশ বিভাগের অশনিসংকেত, কারফিউ ও মিলিটারি বুটের কর্কশ পদধ্বনির মধ্যে শ্রীমতী শোভা সেন পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। তারপর ৪৭ সালে স্বাধীনতা এল এবং ৪৮ সালের শুরুতে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে গান্ধীহত্যা এবং কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে আইপিটি এ-র তরফে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে উৎপল দত্তের পরিচালনায় শ্রীমতী সেন অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৫১ সালে শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও প্রকৃত অর্থে গুরুলাভ হয়নি। ইতিমধ্যে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শোভা সেনের চলচ্চিত্রজীবন শুরু হল। একের পর এক পরিবর্তন, 'বামুনের মেয়ে' এবং ১৯৫১ সালে 'বাবলা' ছায়াছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করে তিনি এই নতুন শিল্পমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৫২ সালে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সাড়া জাগানো 'নাগরিক' ছবিতে শোভা সেনের অভিনয় এক স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু পথের পাঁচালী'র আগে নির্মিত এই ছবি সঠিক সময়ে মুক্তি পায়নি। বাংলা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রভাদেবীর স্নেহধন্যা শোভা সেন বাংলা বাণিজ্যিক ছায়াছবিতে এই সময় বিপুল সাফল্য পেয়েছিলেন।

১৯৫৪ সাল থেকেই শ্রীমতী সেনের পেশাগত জীবনে এক নতুন পর্ব শুরু হল, যা পরবর্তী সময়ে তার ব্যক্তিজীবনেও অনেক ওলোট পালট ঘটিয়ে দেয়। এই সময়ে উৎপল দত্তের ডাকে বাংলায় শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি লিটল্ থিয়েটারে যোগ দিলেন। এক আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক ও শিক্ষকের কাছে শ্রীমতী শোভা সেন প্রশিক্ষণ পেতে শুরু করলেন। একে একে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন ও তপতী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা', মাইকেলের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', বাংলা তর্জমায় গোর্কির নীচের মহল' ইত্যাদি নাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী সেন বাংলা থিয়েটারের একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেত্রীতে পরিণত হন। পাশাপাশি, ওই ১৯৫৪ সালেই 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'মরণের পরে', ১৯৫৬ সালে 'ত্রিযামা' ও 'শিল্পী' ছবিতে অংশগ্রহণ। ১৯৫৭ সালে 'পথে হলো দেরী' ও 'অভয়ের বিয়ে' ইত্যাদি উত্তম-সুচিত্রা জুটির স্বর্ণযুগের জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবিতেও তার ভূমিকা নগণ্য নয়। শোভা সেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'স্মরণে বিস্মরণ।

পাঠকদের কলমে শিল্পী রামকিঙ্কর

বিশেষ প্রতিবেদক

কাজের ক্ষতি করে আমি বন্ধনে বাঁধা পড়তে নারাজ। প্রেমিকাকে বলেছিলেন তিনি। নারীটি ফিরে গেলেন নিজভূমে। পরবর্তী কালে তাঁর কথাতেও প্রকাশ পেত ভুলতে না-পারা প্রেমিকের প্রতি অভিমান। প্রেমিকও ভুলতে পারেননি তাঁকে। ডান দিকে, রামকিঙ্করের আঁকা বিনোদিনীর প্রতিকৃতি। ঝলমলে বসন্তদিন। ফাল্গুনের পড়ন্ত বেলায় লাল খোয়াইয়ের পথে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন দু'জন। রামকিঙ্কর বেজ ও তাঁর ছাত্রী বিনোদিনী। হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তের আলো ছায়ায় কখন যেন একটি বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেলেন দু'জনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারুদগন্ধ তখনও বাতাসে। জাপানি সৈন্যরা বর্মা পেরিয়ে মণিপুরের সীমান্তে এসে পড়েছে। জাপানি আগ্রাসনের ভয়ে মণিপুরের রাজপরিবার একুশ বছরের বিনোদিনীকে নিয়ে রাজ্যপাট ছেড়ে চলে এলেন নবদ্বীপে। ধর্মপ্রাণ এই বৈষ্ণব রাজপরিবারটি ছিল নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠের গোস্বামীদের কাছে দীক্ষিত। কিছু কাল গুরুগৃহে নিরাপদ বাসের জন্যই তাঁদের সপরিবার নবদ্বীপে আসা।

মণিপুরের মহারাজা চূড়াচাঁদ সিং ও মহারানি ধনমঞ্জরীর পাঁচ মেয়ে। বিনোদিনী বা ইমসাই তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠা। তাঁর জন্ম ১৯২২ সালে, ইম্ফলের সানা কুনুং রাজপ্রাসাদে। তাঁর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয়েছিল এক জন ইংরেজ দিদিমণির কাছে। একটু বড় হতেই অসমের তখনকার রাজধানী শিলংয়ের পাইন মাউন্ট স্কুলে পড়তে গেলেন তিনি। উচ্চশিক্ষাও ওখানেই, সেন্ট মেরি'জ কলেজে।

গুরুগৃহে এসে বাড়িতেই লেখাপড়া শুরু হল তাঁর। তাঁকে পড়াতেন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের তরুণ অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রানুরাগী পীযূষবাবুই বিনোদিনীর মনে রবীন্দ্রপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। শিল্পী চণ্ডী লাহিড়ী সেই সময় পড়তেন নবদ্বীপের বিদ্যাসাগর কলেজে। মণিপুর রাজপরিবারের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে তিনিও বিনোদিনীর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, 'ধর্মের বাইরে যে বৃহৎ বঙ্গ সংস্কৃতি তার সঙ্গে বিনোদিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। তিনি সেক্যুলার মনের অধিকারী এবং সে দিক থেকে তিনি পরিবারের মধ্যে ব্যতিক্রম।' ১৯৪৫ সালে বিনোদিনী মূলত তাঁদের দু'জনের পরামর্শেই শান্তিনিকেতনে আসেন। ভর্তি হন বিশ্বভারতীর কলাভবনে। ভাস্কর্য ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। এক বছর শান্তিনিকেতনে থাকার পরে ফিরেও যান। ১৯৪৭-এর অগস্টে আবার আসেন বিশ্বভারতীতে। এ বারে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগ নিবিড় হল। ১৯৪৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত কলাভবনে শিক্ষার্থী হয়ে থাকলেন তিনি। বিশ্বভারতীর ভাস্কর্য বিভাগে মাস্টারমশাই হিসেবে পেয়েছিলেন রামকিঙ্করকে। পঁচিশ বছরের যুবক রামকিঙ্কর বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৩৪ সালে। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর বিভাগে কলা ভবনের ছাত্রী হয়ে আসেন একুশের বিনোদিনী।

কাজের মধ্যে দিয়েই বিনোদিনী রামকিঙ্করের প্রিয় ছাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শিল্পকর্মে নিছক মুনশিয়ানার চেয়েও বেশি কিছু ছিল, যা মুগ্ধ করত তাঁর শিক্ষকদের। এই ছাত্রীটির প্রতি রামকিঙ্করের ছিল তীব্র মানসিক আকর্ষণ। শিল্পীর প্রেরণাদাত্রী ছিলেন বিনোদিনী। রামকিঙ্কর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'বিনোদিনী আমার ছাত্রী। মণিপুরী মেয়ে।... ইনস্পিরিশন পেতাম।'

দেশব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযানের অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্বচ্ছতা অভিযানে অগ্রগতি লাভ

মালিগাঁও, ৯ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন-২০২৫ উপলক্ষ্যে শুরু করা ভারতীয় রেলওয়ের দেশব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযানের সাথে

সামঞ্জস্য রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সমস্ত ডিভিশন, ওয়ার্কশপ এবং প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা অভিযান এবং সচেতনতামূলক কার্যসূচির একটি সিরিজ শুরু করেছে। ১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানটি ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে, যার উদ্দেশ্য একটি পরিস্কার ও সবুজ রেলওয়ে পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। অভিযানের সূচনা উপলক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আধিকারিক, কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা স্বচ্ছতা শপথ গ্রহণ করেন। তিনসুকিয়া ডিভিশনে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে 'প্রভাত ফেরি' এবং তারপরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এই পদক্ষেপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, এবং স্বচ্ছতার উপর জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি নুক্কড় নাটক এবং স্টেশন পরিস্কার অভিযানের আয়োজন করা হয়। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে একটি বিশেষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা অভিযানও শুরু করা হয়। অভিযানের অংশ হিসেবে, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার নিরুসাহিত করার জন্য যাত্রীদের মধ্যে ''প্লাস্টিক দূষণকে না বলুন'' শীর্ষক লিফলেট বিতরণ করা হয়। স্বচ্ছতা অভিযানের অধীনে রেলওয়ে ট্র্যাক, বিশেষ করে প্ল্যাটফর্ম এলাকার বাইরে, একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। যথাযথ আবর্জনা নিস্কাশনের বিষয়ে সচেতনতার উপর কেন্দ্রিত ''ডাস্টবিন ব্যবহার করুন'' অভিযানের মাধ্যমে জোর দেওয়া হয়, যার ফলে সার্বজিনক ঘোষণা, এন্টি- লিটারিং সাইনবোর্ড এবং কাউনসেলিং সেসন-এর মাধ্যমে পরিপূরক করে তোলা হয়। এছাড়াও, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা স্টেশন প্রাঙ্গণ ছাড়াও রেলওয়ে কলোনিগুলিতেও বিস্তারিত হয়েছে, যেখানে রেলওয়ে পরিবারের মধ্যে নাগরিক দাযিত্ব বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন শ্রমদান কার্যসূচি আয়োজন করা হয়। এই প্রচার অভিযানে মুখ্য স্টেশনগুলিতে স্বচ্ছতা-থিমযুক্ত সেলফি বুথ স্থাপন, তথ্যবহুল লিফলেট বিতরণ এবং প্ল্যাটফর্ম, ফুটওভারব্রিজ ও প্রতীক্ষালয়গুলিতে এন্টি-লিটারিং সম্বন্ধিত নোটিশ প্রদর্শন করাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং বায়ো-টয়লেটের সঠিক ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়ে স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে নিয়মিতভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রচার অভিযানের অগ্রগতির সাথে সাথে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সকলের জন্য একটি পরিস্কার এবং স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ভারতীয় রেলওয়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, বিভিন্ন ডিভিশন এবং স্টেশনে চলমান কার্যক্রম তুলে ধরা এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্কে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য রেল ব্যবহারকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উসাহিত করার জন্য উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিযা হ্যান্ডেলের মাধ্যমে স্বচ্ছতা অভিযানের ব্যাপক ও কার্যকর প্রচার করা হয়।

তিস্তার গর্ভে তলিয়ে গেল জাতীয় সড়ক! ধস মিরিকেও

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ ভূমিধসে বিধ্বস্ত দার্জিলিংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। এবার নতুন করে ধস দেখা গেল ২৯ মাইল এলাকায়। তিস্তার গর্ভে তলিয়ে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ। ক্রমাগত ভারী বৃষ্টিতে ধস নামল মিরিকেও। ক্রমাগত ধসে আগামী দিনে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ক্রমাগত ভারী ও অতি ভারী বৃষ্টিতে মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। নতুন করে রাস্তা তৈরিতেও সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে। শ্রাবণ মাসের শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলছে। সিকিমেও অতি ভারী বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা বিপর্যস্ত। জনজীবন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ধসে বিপর্যস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সিকিমের একাধিক জায়গায় ধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক। দার্জিলিং জেলার একাধিক জায়গাতেও ধস নেমেছে জাতীয় সড়কে। চলতি সপ্তাহেই শিলিগুড়ি- সিকিম জাতীয় সড়ক বন্ধ ছিল। নতুন করে সেটি চালু পরে ফের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। ফলে কোনও জায়গায় জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ বন্ধ। কোথাও আবার একদিক দিয়ে যাতায়াত করছে গাড়ি। এরই মধ্যে এদিন শনিবার ২৯ মাইলে জাতীয় সড়কের একটা বড় অংশ এবার তিস্তায় তলিয়ে গেল। ধস নামল মিরিকেও। নতুন করে এইসব এলাকায় ধস নামায় দুশ্চিন্তায় প্রশাসন।

দিনে দুপুরে শুট আউট মৃত তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে, আহত ১

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৯ আগস্ট ঃ সন্ত্রাসের আরেক নাম যেন কোচবিহার জেলা। দিনে দুপুরে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডোডেহাট অঞ্চলে দুস্কৃতিদের গুলিতে প্রাণ গেল ডাউয়াগুড়ি অঞ্চলের তৃণমূলের প্রধান কুন্তলা রায়ের ছেলে অমর রায়-এর। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহেও শনিবার ডোডেহাট ছিল। অমর রায় এবং তার দু তিনজন বন্ধুদের নিয়ে হাটে গিয়েছিলেন মাংস কিনতে। এরপর তিনি যখন বাজার করে ফিরছিলেন সেই সময় বেশ কিছু দুস্কৃতির সাথে তাঁর বচসা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তার মাথায় ও পেটে দুটি গুলি লাগে ঘটনাস্থলে তিনি লুটিয়ে পড়েন। তার গাড়ির চালক গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন, তার পায়ে গুলি লাগে বলে সূত্র মারফত খবর। এক প্রকার বলাই যায় কোচবিহারে ভেঙে পড়েছে আইনের শাসন। প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে। মৃতের নাম সঞ্জীব রায় (অমর) তার বয়স ৩৪ বছর। শনিবার বিকেলের আগে সূর্যের আলো থাকতেই কোচবিহার ২নং ব্লকের খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডোডেয়ারহাটে এখানে ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কের ছাপ এলাকাবাসীদের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সঞ্জীব রায়ের সাথে কয়েকজন যুবকের অমত হয় এরপর ওই যুবকরা সঞ্জীব রায়ের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। এর মধ্যে সঞ্জীবের মাথায় গুলির লাগে, তিনি পড়ে যান মাটিতে। এখানেই মৃত্যু হয় তার। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ রাউন্ড গুলি চলেছে বলে জানা গেছে। দিনে দুপুরে এভাবে গুলি চলার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে পুলিশ প্রশাসনের দিকেও, কোথা থেকে এলো এত বন্দুক- গুলি বোমা। খবর পেয়েই সংশ্লিষ্ট এলাকায় এসে পৌঁছায় পুন্ডিবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল সহ সন্দেহজনক বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে যান কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তিনি বলেন - দুস্কৃতীরা বাইকে করে এসে গুলি চালায় একজন মারা গেছে আরেকজন আহত রয়েছে ঘটনার তদন্ত চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডোডে হাটের এক ব্যবসায়ী বলেন - এই হাটে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তারা তাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না। কারণ এর আগে কোনদিন এধরনের ঘটনার সম্মুখীন হননি তারা। বরাত জোরে বেঁচে গেছেন তারা। দুস্কৃতিদের ছোঁড়া গুলিতে এই হাট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হাটে আসা ক্রেতাদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারতো। এই মুহূর্তে নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন তারা। শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলেকে যিনি দুপুরে শুট আউটের ঘটনায় তাই চরম রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে। খবর পেয়ে ধীরে ধীরে মেডিকেল কলেজে গিয়ে উপস্থিত হন তৃণমূলের নেতৃত্বরা। মোতায়েন ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক বলেন - এই সমস্ত ঘটনার পিছনে একটা মোটিভ থাকে।এই ঘটনা করে কার লাভ হলো

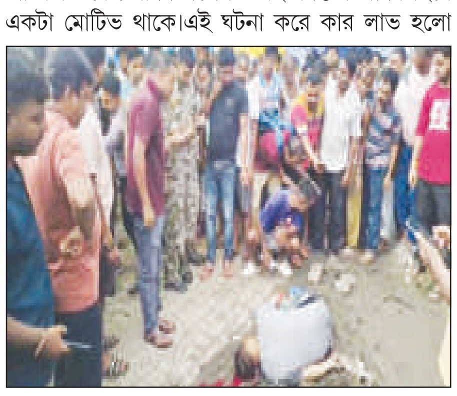

সেটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তিনি বলেন ডাউয়াগুড়ি এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে অমর থাকার কারণে বিজেপি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারছিল না। সন্ত্রাস করে ওই এলাকা বিজেপি দখল নিবে এই পরিবেশ তৈরি করতে পারছিল না। তিনি আরো বলেন অমরের অবর্তমানে সুবিধা পাবে বিজেপি। তিনি সরাসরি ভাবে বলেন বিজেপি দুস্কৃতীদের ব্যবহার করে অমর কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। যদি ওই প্রসঙ্গে ভিন্ন সুর বিজেপির। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - জেলা জুড়ে কে সন্ত্রাস করছে বিগত ৩-৪ দিন তার ছবি মানুষ দেখেছে। তৃণমূল কোচবিহার জেলায় গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত। একদিকে জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক গোষ্ঠী অপরদিকে প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বর্তমান কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠী এই দুই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই ঘটনা। তিনি আরো বলেন, জেলার জুড়ে এত বোম- বন্দুক- বোমা কোথা থেকে আসছে পুলিশ কি মুখে কুলুখ হেঁটে বসে রয়েছে। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন তিনি পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন - সত্য সামনে আসলেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে যদি ক্ষমতা থাকে তবে সঠিক সত্য সামনে আনুক জেলা প্রশাসন। তবে যেভাবে তবে যেভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের ভযংকর রূপ দেখছে কোচবিহার তা বাড়িঘর ভাঙচুর গাড়ি ভাঙচুর কিংবা মৃত্যু তাতে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন! আদৌ কি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে কোচবিহারের মানুষ নাকি বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে ততই সন্ত্রাসের মুক্তাঞ্চল তৈরি হবে মুক্তাঞ্চল তৈরি হবে কোচবিহার। যদিও এই উত্তর অধরা।

প্রাক্তন বিচারপতির ছেলেকে হুমকি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৯ আগস্ট ঃ শান্তিনিকেতনে প্রাক্তন বিচারপতির ছেলেকে হুমকি! বিচারপতির ছেলের নিরাপত্তারক্ষীর হাতেই পৌঁছাল প্রাণনাশের চিঠি। একেবারে সিনেমার চিত্র নাট্য! প্রাক্তন হাইকোর্টের বিচারপতির ছেলে ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অনন্য রায় সরস্বতীর নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড় প্রশ্ন উঠল। মাত্র দুই মাস আগে নিজের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে এসে হুমকির মুখে পড়েছিলেন তিনি, থানায় লিখিত অভিযোগও করেছিলেন। শুক্রবার দুপুরে, বিচারপতির পরিবারের জন্য নিযুক্ত সরকারি নিরাপত্তারক্ষীর হাতেই এক অজ্ঞাতপরিচয় বাইক আরোহী দিয়ে গেল হুমকি চিঠি পৌঁছায়। তাতে স্পষ্ট হুমকি- কথা শুনছিস না, জান চলে গেলে বুঝবি। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটলেও, শনিবার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের নজরে আসে। চিঠি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অনন্য রায় সরস্বতী। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে, ওই বাইক আরোহী নিরাপত্তারক্ষীর হাতে কিছু তুলে দিচ্ছে। পুলিশের হাতে রয়েছে চিঠির ছবিও। পুলিশ ইতিমধ্যেই চিঠি ও ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। এরই মধ্যে বাড়ানো হয়েছে এলাকায় নিরাপত্তা। শান্তিনিকেতনে এমন দুঃসাহসিক হুমকি ঘটনায় রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনন্য রায় সরস্বতী জানান, চিন্তার কারণ তো আছেই। প্রশাসনকে জানিয়েছি। দেখা যাক কি হয়। জেলা প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বৃন্দাবনের পাশাপাশি নবদ্বীপেও অনুষ্ঠিত হয় এক পক্ষকাল ব্যাপী মহাপ্রভুর ঝুলন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ আগস্ট ঃ ঝুলন উসব বলতে আমরা সাধারণত রাধাকৃষ্ণের ঝুলন জানি, যা ক্যালেন্ডারের পাতায় অথবা পঞ্জিকার হিসেবে কোথাও এই ঝুলন উৎসব পাঁচ দিনের বা কোথাও সাত দিন ব্যাপী হয়।। তবে নদীয়ার নবদ্বীপ ধামেই একমাত্র ব্যাতিক্রমি ভাবে রাধেকৃষ্ণের পাশাপাশি মহাপ্রভুর ঝুলন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় যা চলে এক পক্ষকাল ব্যাপী। যা প্রচলিত প্রথা মেনে উৎসব শুরু হয়ে যায় শ্রাবণের শুক্লা প্রতিপদ থেকেই। আর দুর্গা পুজোর আগে বর্ষার সময়ে এই উৎসব নবদ্বীপের স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে বর্ষার মন্দা মরসুমের থেকে কিছুটা হলেও রসদও জোগায়। নবদ্বীপের

অন্যান্য উৎসবের মতো না হলেও পাঁচ দিনের ঝুলনযাত্রা এক ভিন্ন স্বাদের বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ এক অন্য মেজাজের উৎসবের রূপ নেয়। এই ঝুলন উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন মঠ মন্দির সেজে উঠে আলোক মালায়। তবে চিরাচরিত প্রথা মেনে নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দির, সমাজবাড়ি আশ্রমে এই ঝুলন উৎসব শুরু হয়ে হয় অনেক আগেই। নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের ঝুলনের উৎসব চলে প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা এক পক্ষকাল। ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের সভাপতি সুদীন গোস্বামী জানান, ধামেশ্বর মন্দিরে ঝুলন রাধাকৃষ্ণের নয়, মহাপ্রভুর হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ঝুলন কীর্তন, সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রসাদও। এছা।াও তিনি জানান ঝুলনের শেষ পাঁচ দিন মহাপ্রভুকে সাজানো হয় পাঁচটি বিশেষ বেশে। একাদশীর দিন নটবর বেশ, দ্বাদশীর দিন নাটুয়া বেশ, ত্রয়োদশীর রাখাল বেশ, চতুর্দশীর দিন নাগরী বেশ এবং পূর্ণিমার দিন রাজবেশ। এর সাথে প্রতিদিন ভোগেও থাকে নানা পদ। এরই সাথে নবদ্বীপের সমাজবাড়ি আশ্রমের ঝুলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তেরো দিনের। বৃন্দাবনের গোস্বামী মতে এখানে ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্দিরের সেবাইত বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী জানান, প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত হয় সায়ংকালীন ঝুলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত আয়োজিত হয় সারারাত ঝুলন কীর্তন হয়। সাথে সখী বেশে অভিনয়। কীর্তনে যা বলা আছে তাই অভিনয় করা হয়। শ্রী বিগ্রহকে সাজিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন সুগন্ধি রকমারি ফুল দিয়ে। এছাড়াও নবদ্বীপের শ্রীবাসঅঙ্গম মন্দির, বলদেব জিউ মন্দির, গোবিন্দ মন্দির, একলা নিতাই সহ বিভিন্ন মঠ মন্দিরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই ঝুলন উৎসব। ফলত এই কদিন মন্দির নগরী নবদ্বীপে ধামে সন্ধ্যা নামতেই শহরের বিভিন্ন মঠ মন্দির থেকে ভেষে আসে ঝুলন কীর্তন, মন্দিরের মন্দিরে কামিনী, জুঁই, সহ রকমারি ফুলে সাজানো দোলনায় সাজানো হয় রাধাকৃষ্ণ অথবা মহাপ্রভুর মূর্তি। মন্দিরে মন্দিরে সমাগম ঘটে অসংখ্য ভক্তের।

রাখিবন্ধনের দিনে অনুতাপ প্রকাশ করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ৯ আগস্ট ঃ শনিবার কোন্নগরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' প্রণাম জানিয়েছি, একবার নয় দিদি তিন বার আশীর্বাদ করেছে।' তাঁর

আক্ষেপ, ' অনেক উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছি। এটা না বললেই হয়ত ভালো হতো।' সম্প্রতি লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখে একাধিক বার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযকে নিয়ে অভিমানের সুর শোনা গিয়েছিল। এ বার তা নিয়ে রাখিবন্ধনের দিনে অনুতাপ প্রকাশ করলেন কল্যাণ। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর সঙ্গে অভিষেকের দেড় ঘণ্টা ধরে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, পার্লামেন্ট নিয়ে এখন চিন্তা করার কোনও বিষয় নেই। আমাকে অনেক মামলা করতে হচ্ছে। আগামী ছয় মাস অনেক মামলা হবে। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস হাতে হাত মিলিয়ে অনেক মামলা করেছে। দিদির ওপর যে আঘাত আনা চেষ্টা করছে সে আঘাতটা তো রুখতে হবে। সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাদানুবাদের ঘটনা সামনে এসেছে। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন কল্যাণ। পাল্টা কল্যাণকেও নিশানা করেছেন মহুয়া। মুখ্য সচেতক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেও মহুয়াকে নিশানা করে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার অবশ্য তাঁর গলায় শোনা গেল তাচ্ছিল্যের সুর। কল্যাণ বলেন, আমার এক জুনিযর অ্যাডভোকেট ভাই আছে, সে আমাকে খুব সু ন্দর একটা টেক্সট মেসেজ করেছে। সেটা থেকে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে একটুখানি বুঝতে পেরেছি মহুয়া মৈত্র এখন আমার কাছে কোনও সাবজেক্ট ম্যাটার নয়। আমার কাছে এখন অনেক কাজ রযেছে ...অহেতুক আমার সময, মাথা একটা আননেসেসারি নারীর জন্য নষ্ট করছি। তার জন্য অনেকের কাছে খারাপও হয়ে যাচ্ছি।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৯ আগস্ট ঃ বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার আটঘরিয়া ফুটবল ময়দান যেন এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে। ৭ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত চলা এই চারদিনের অনুষ্ঠানমালার শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতি। এই বিশেষ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, রাজ্যের আদিবাসী জনগণের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জীবনধারা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বুননের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতিনিয়ত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কৃতী ফুটবলার সুদীপ মুর্মুকে, যিনি জাতীয় দলের আন্ডার-

১৪ সিলেকশনের জন্য মনোনীত হয়েছেন, সম্মান জানিয়ে তুলে দেওয়া হয় ফুটবল সামগ্রী। বিভিন্ন ক্লাবকে কেরাম বোর্ড, কৃষিজীবী মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হয় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি। মঞ্চে ধামসা- মাদল সহ আদিবাসী সংস্কৃতির নানা উপকরণ তুলে ধরে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয় তাঁদের ঐতিহ্যকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা। আগামী চারদিন ধরে চলবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আদিবাসী হস্তশিল্প ও খাদ্য মেলা, সরকারি পরিষেবা শিবির এবং বিভিন্ন কর্মশালা। রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করে তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নযনের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ- এমনটাই জানান উদ্যোক্তারা। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমানে তৈরি হয়েছে এক গর্বিত ও প্রাণবন্ত পরিবেশ, যেখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছে।

সোমবার থেকে বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা ও পরিষেবার সময়

কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ আগামী সোমবার থেকে বাড়তে চলেছে মেট্রোর সংখ্যা। শুধু সংখ্যা নয়, বাড়ছে মেট্রো পরিষেবার সময়ও। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একথা জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কোন কোন রুটে বাড়তে চলেছে পরিষেবা? গ্রিন লাইন ১ অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেকে দু'টি অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে। এবার থেকে আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ১০৮ টি মেট্রো চলবে। আগে চলত মোট ১০৬ টি মেট্রো। ১১ তারিখ থেকে পরিষেবা সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে শুরু হবে সকাল ৬টা ৩৫ মিনিট থেকে। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেকের দিকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬টা ৩৫ মিনিটে। যা আগে ছাড়ত ৬ টা ৫৫ মিনিটে। একইভাবে সল্টলেক থেকে শিয়ালদহের দিকের প্রথম মেট্রো ৭টার পরিবর্তে ছাড়বে ৬টা ৪০ মিনিটে। রাতের শেষ মেট্রোর কোনও বদল করা হয়নি। আগের নিয়ম মেনেই রবিবারে এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে। মেট্রোর সংখ্যা বাড়ছে গ্রিন লাইন ২ অর্থা হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড রুটে। এখন আপ-ডাউন মিলিয়ে ১৩০টি মেট্রো চলে। সোমবার থেকে চলবে ১৩৪টি মেট্রো। পরিষেবা সকাল ৭টার পরিবর্তে শুরু হবে ৬টা ৩০ মিনিট থেকে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড ও এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দানের দিকের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে। রাতের মেট্রোর ক্ষেত্রে কোনও সময়সূচির পরিবর্তন করা হয়নি। ৯টা ৪৫ মিনিটেই উভয় দিক থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে। বর্তমানে রবিবার যেমন পরিষেবা উপলব্ধ রয়েছে তেমনই চলবে।

নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ প্রচুর পরিমাণে কাশির সিরাপ সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকদের নাম বাপি রায়, বিহারের কিষাণগঞ্জের বাসিন্দা এবং সাওয়ান শাহ, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ গোপন তথ্য পায় যে পিসি মিত্তল বাস স্ট্যান্ডে নিষিদ্ধ কাশি সিরাপ বিনিময় হতে চলেছে। তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ তৎক্ষণাত অভিযান শুরু করে। অভিযানের সময় বাস স্ট্যান্ডের ভেতর থেকে দুই সন্দেহভাজন যুবককে আটক করা হয়। উভয়ের তল্লাশি চালানো হলে প্রচুর পরিমাণে কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এরপর এনডিপিএস আইনে উভয় যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ভক্তিনগর থানা পরবর্তী ব্যবস্থা শুরু করেছে।

পরকীয়ার নিয়ে অশান্তি, স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ আগস্ট ঃ স্বামীর পরকীয়ার নিয়ে অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম হালিমা খাতুন (২৪)। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার গোপীনাথপুর এলাকার। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত স্বামী রুবেল শেখ পলাতক। জানা গেছে, কয়েক বছর আগে রুবেলের সঙ্গে হালিমার বিয়ে হয়। তাঁদের বছর দুয়েকের কন্যাসন্তান রয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রুবেল বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। স্বামীর পরকীয়ার কথা জানতে পারার পরই প্রতিবাদ করেন হালিমা। তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি প্রায়ই হত। এরপর শনিবার সকালে বাড়ির গোয়ালঘর থেকে হালিমার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রুবেল মৃতের পরিবারকে জানান, তাঁর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। হালিমার পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে খুন করেছেন রুবেল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই বাড়ির সামনে ভিড় করেন প্রতিবেশীরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, হালিমার উপর নিয়মিত অত্যাচার চালাতেন তাঁর স্বামী। এর আগে একবার হালিমাকে ন্যাড়াও করে দেন। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছায় পুলিশ। ততক্ষণে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালান রুবেল। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা।

রাখি বন্ধন উৎসব পালন বিএসএফ প্রাঙ্গনে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ আগস্ট ঃ রাখি বন্ধন উৎসব পালন হলো পুরাতন মালদার নারায়নপুর এলাকায় অবস্থিত ৮৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ প্রাঙ্গনে। শনিবার সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার পুরাতন মালদাতেও রাখি বন্ধন উৎসবের ছবি নজরে এলো এদিন। পুরাতন মালদার নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্পে রাখি বন্ধন উৎসবের। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ওই সংস্থার মহিলারা বিএসএফ দের দীর্ঘায়ু কামনার উদ্দেশ্যে হাতে রাখি পরিয়ে ও কপালে তিলক পড়িয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করেন । পাশাপাশি থাকে মিষ্টিমুখেরও আয়োজন। এদিন এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ আধিকারিক নরেশ লোহিয়া ও অন্যান্য বিএসএফ জওয়ানরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা সঞ্চিতা দাস সহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আজ রাখী পূর্ণিমার পূণ্য দিনে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সংস্কৃতি দিবস ও রাখী বন্ধন উৎসবে মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী, ক্রিকেটার পদ্মশ্রী ঝুলন গোস্বামী, অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ফুটবলার শান্তি মল্লিক, আন্তর্জাতিক ফুটবলার কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার সহ ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও আই.এফ.এ. -এর কর্মকর্তারা। ছবি সুবল সাহা

শিয়ালের আক্রমণ, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ আগস্ট ঃ শিয়ালের আক্রমণে ফার্মের সাড়ে তিন শতাধিক পোল্ট্রি মুরগি শেষ। মাথায় হাত চাষির। ক্ষয়ক্ষতি প্রায় লক্ষাধিক টাকার উপরে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোররাতে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের গাঙ্গোর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে চাষি আবুল কালামের ফার্মের তারের জালের বেড়া কেটে এক দল শিয়াল ভিতরে ঢুকে পোল্ট্রি মুরগির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুরগির গলা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে রক্ত খেয়ে পালিয়ে যায়। চাষি সকালে এসে দেখেন মুরগি ফার্মে মরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চাষি কালাম বলেন, দুটি ফার্মে দুই হাজার মুরগি ছিল। এক কোম্পানির মুরগি নিয়ে কয়েক বছর ধরে পালন করি। তার বিনিময়ে কিছু টাকা পাই। সকালে এসে দেখি সাড়ে তিন শতাধিক মুরগি মরা অবস্থায় পড়ে আছে। তারের জালের বেড়া কেটে শিয়াল এই হামলা চালিয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গঙ্গার জলস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও এখনই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, জানালেন বিমান কৃষ্ণ সাহা

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৯ আগস্ট ঃ গঙ্গার জলস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও এখনই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, জানালেন নবদ্বীপের পৌর পতি বিমান কৃষ্ণ সাহা। কথায় আছে নদীর পারে বাস চিন্তা বারো মাস,,আর প্রতি বছরই গঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় বসবাস কারী সকলকেই বর্ষার সময় এই চিন্তাই যেন গ্রাস করে। এবছরও তার ব্যাতিক্রমি হয়নি, তবে এবছর বর্ষা বেশ কিছুটা আগে আসায় গঙ্গার জল অনেক আগে থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে নবদ্বীপ শহরে। শহরের সবকটি গঙ্গার ঘাট এলাকায় সকাল সন্ধ্যা সাধারণ মানুষের জমছে ভীড়, কতোটা জল বৃদ্ধি পেলো, আদও কি বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে নবদ্বীপে? চলছে সেই গুঞ্জনও। তবে এদিন নবদ্বীপের পৌরপ্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান গঙ্গার জল বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু নবদ্বীপবাসী বিশেষ করে গঙ্গার তীরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের এখনই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, তিনি বলেন বর্ষার সময় গঙ্গা লর জলস্তর বৃদ্ধি পায়,,তবে হঠ্যা করে কিছু ঘটে গেলে কেও কিছু বলতে পারে না, তবে যদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় নবদ্বীপ পৌরসভা সাধারণ মানুষকে অনত্র সরিয়ে আনা সহ সকল পরিষেবা দেবার জন্য প্রস্তুত আছে। শহরের ১১নং ওয়ার্ডের ফরাসি তলা গঙ্গার তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দাস জানান জল বৃদ্ধি পেয়েছে আতঙ্ক তো লাগছেই গঙ্গার তীরে যখন বসবাস করি, তবে এখনো বেশ কিছুটা জলস্তর বৃদ্ধি পেলে তবেই রাস্তায় জল উঠবে। একই কথা বলেন এলাকার বাসিন্দা গীতা দাস, অঞ্জনা সাহা, তারা জানায় আতঙ্কিত আছি ঘরে ছোট বাচ্চাও আছে যে ভাবে জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এর পরও জলস্তর বৃদ্ধি পেলে আমাদের হয়তো ঘর ছাড়তে হবে। শহরের শ্রীবাসঅঙ্গন গঙ্গার ঘাটে অবশ্য গঙ্গার জল ঘাটের সিঁড়ি ছাপিয়ে রাস্তায় রাস্তায় উঠে এসেছে, কিন্তু স্থানীয়রা জানায় এখনো বেশ কিছু টা জল বৃদ্ধি না পেলে ভয়ের কিছু নেই।

সংশোধনাগারে ফাঁসির আসামির রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ জেলের মধ্যেই উদ্ধার হল এক ফাঁসির আসামীর গলায় ফাঁস লাগানো মৃতদেহ। রহস্যময় ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। মৃতের নাম সুরেশ রায়। সংশোধনাগারের তরফ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে, শিলিগুড়ির উদয় কলোনির বাসিন্দা সুরেশ রায় খুনের দায়ে অভিযুক্ত ছিল। জলপাইগুড়ি আদালতে তার মামলার শুনানি চলে। গত ২৯ মার্চ ওই খুনের মামলায় তাকে ফাঁসির সাজা শোনায় আদালত। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই একটি পৃথক সেলে বন্দি ছিল সুরেশ। গতকাল রাতে তাকে ওই সেলের মধ্যে গলায় জামার ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি জেনেই সংশোধনাগারের রক্ষীরা ওই যুবককে দ্রুত উদ্ধার করে জেলেরই হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে 'আত্মহত্যা' বলে মনে করছে সংশোধানাগার কর্তৃপক্ষ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলের অন্দরে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি গোলাম মোস্তাফা সেখ, পিতা- মৃত নজির আলি সেখ, ঠিকানা- (বর্তমান): মীরা মাঠপাড়া ঘোষপাড়া, পোষ্ট- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৬, পঃ বঃ; স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম ও পোষ্ট- আকন্দডাঙ্গা, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৭, পঃ বঃ; এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, আমার নাম ভুলবশত ২০০২ সালের নির্বাচক তালিকার ৭১ নাকাশীপাড়া বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ১১৭ নং পার্টের ক্রমিক নং ৮০ তে গোলামমোস্তফা সেখ হিসাবে লেখা হয়েছে, যার EPIC No. WB/11/071/342086 এবং পিতার নাম নাজির সেখ হিসাবে লেখা হয়েছে; কিন্তু আমার প্রকৃত নাম গোলাম মোস্তাফা সেখ এবং পিতার নাম নজির আলি সেখ যাহা উক্ত নির্বাচক তালিকা ক্রমিক নং- ৭৮ তে ভুলবশত নাজির সেখ হিসাবে লেখা হয়েছে যার EPIC No. WB/11/071/342496; সুতরাং (১) গোলাম মোস্তাফা সেখ, পিতা- নজির আলি সেখ এবং গোলামমোস্তফা সেখ, পিতা- নাজির সেখ একই ব্যক্তি, (২) আমার পিতা নজির আলি সেখ, তস্য পিতা- জামির সেখ এবং নাজির সেখ, পিতা- জামির সেখ একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী মহকুমা আরামবাগ ডিস্ট্রিকট-ডেলিগেট আদালত

অ্যাক্ট-৩৯, সাকসেশান কেস নং ১৫ /২০২২

দরখাস্তকারী-

১) শ্রীমতি আরতি সেন, স্বামী- মৃত / নিরুদ্দিষ্ট অরুন কুমার সেন, বয়স ৭৪ বৎসর।

২) স্বামী সেন-কন্যা মৃত / নিরুদ্দিষ্ট অরুন কুমার সেন, বয়স ৫২ বৎসর উভয়ের সাং ও পোঃ- কামারপুকুর, থানা-গোঘাট জেলা-হুগলী।

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, নিরুদ্দেশ প্রাপ্ত। স্বর্গীয় অরুন কুমার সেন পিতা- মৃত কালিসাধন সেন কামারপুকুর স্থিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে Cumulative Term Deposit Receipt Reinvestment Plan RPGNS Branch, Kamarpukur, West Bengal, Rs. 51,160.21/- (Fifty one thousand one hundred sixty and paise twenty one only) জমা রাখিয়াছেন। তাহার জন্য এই দরখাস্তকারীদ্বয় একমাত্র ওয়ারিশ বিধায় উক্ত অর্থ সুদ সহ পাইবার জন্য আদালতে মোকদ্দমা করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি জানাইবেন। নচেৎ মামলটি এক তরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
চন্দন কিস্কু
সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট
আরামবাগ, হুগলী

খাবার-দাবার

জন্মাষ্টমীতে গোপালের মিষ্টিমুখ হোক মথুরার প্যাঁড়া আর তালের মালপোয়ায়, ঝটপট জেনে নিন দুটি রেসিপি

জন্মাষ্টমী মানেই তালের বড়া কিংবা এলাচ-সহযোগে মিষ্টান্নের গন্ধ। বাড়িময় ম-ম করা মিষ্টির সুবাস। কিন্তু এবার যদি একটু কম মিষ্টিতে মিষ্টি বানাতে চান, তাহলে ঝটপট জেনে নিন দুটি রেসিপি। আর এবার না হয় তালের বড়ার পরিবর্তে তালের মালপোয়াই নিবেদন করুন।

তালের মালপোয়া

উপকরণ-পরিমাণমতো ময়দা, চিনি, সুজি, এলাচ গুঁড়ো, দুধ, তাল।

প্রণালী-প্রথমেই পরিমাণমতে তালের কাথ তৈরি করে নিন। মনে রাখবেন, যেদিনকে বানাবেন, সেদিনকেই তালের কাথ তৈরি করুন। এ ব্যাপারে আগে থেকে তালের কাথ বানিয়ে রাখবেন না। কারণ, ফ্রিজে থাকলে তালের তাজাভাব নষ্ট হয়ে যাবে। একটি পাত্রে ময়দা, চিনি, সুজি এবং এলাচগুঁড়ো নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি পাত্রে দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। দুধ ফুটে ঘন হয়ে গেলে, ওভেন থেকে দুধ নামিয়ে তাতে ময়দা, চিনি, সুজির মিশ্রণ দিয়ে দিন। এবার বড়চামচ দিয়ে সেই মিশ্রণ ভাল করে নাড়িয়ে নিন। এবার সেই মিশ্রণে তালের কাথ দিয়ে আবারও ভাল করে ফেটিয়ে নিন। লক্ষ্য রাখুন যেন তালের কাথ ভাল করে মিশে যায়। অন্য আরেকটি কড়াইতে গরম জলের মধ্যে চিনি দিয়ে রস তৈরি করুন। বড়মাপের কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করুন। ময়দা, সুজি, চিনি, দুধ আর তালের ঘন করে রাখা মিশ্রণ একটি হাতায় করে মালপোয়ার পরিমাণ মতো তেলের মধ্যে দিতে থাকুন।লপোয়া লাল করে ভাজা হয়ে গেলে সেগুলি তুলে অন্য কড়াইতে রাখা চিনির রসের মধ্যে দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ চিনির রসের মধ্যে ডুবে থাকার পর পরিবেশন করুন।

মথুরার প্যাঁড়া

-মথুরার প্যাঁড়া তৈরি করতে চিনির কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এই মিষ্টি ডায়াবেটিস রোগীদের রসনাতৃপ্তিতেই তৈরি করা হয়। প্যাঁড়া তৈরির জন্য প্রয়োজন ক্ষীরের। কীভাবে বানাবেন? দেখে নিন।ক্ষীর হাতে নিয়ে ভালো করে ঘষতে থাকুন। তেল ছাড়লে বুঝবেন ক্ষীরের গুণগত মান সত্যিই ভালো। সঙ্গে প্রয়োজন দুধ, ছোট এলাচের গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো সুগার ফ্রি, কাজুবাদাম, পেস্তা, কেশর এবং গোলাপ জল। একটি কড়াই নিন। স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে তা ননস্টিক হলেই ভালো। এবার তাতে ক্ষীর দিয়ে দিন। হালকা আঁচে তা নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ক্ষীরের

ভিতর একটু করে দুধ ঢালতে থাকুন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষীর নরম হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তা নাড়াচাড়া করতে থাকুন। এবার একটি বাটিতে কেশর নিন। গরম দুধে কেশর নাড়াচাড়া করে নিন। কড়াইতে গরম ক্ষীরের মধ্যে কেশর দিন। সঙ্গে দিন প্রয়োজনমতো সুগার ফ্রি। ভালো করে নাড়তে থাকুন। এবার ওই মিশ্রণে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিন। অল্প কাজু বাদাম, পেস্তা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এবার গ্যাস বন্ধ করে গরম ক্ষীরের মিশ্রণটিকে অন্য পাত্র ঢেলে নিন। ক্ষীর ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর একে একে প্যাঁড়ার আকারে তৈরি করে নিন। উপরে একটা করে কাজু এবং পেস্তা দিয়ে সাজাতে পারেন।

জন্মাষ্টমীর দিন অনেকের বাড়িতেই ভোগ হবেই! ভুনা খিচুড়িটাই সাধারণত রান্না করা হয়। তবে এবছর নাহয় ভোগেও থাকুক নতুনত্ব। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরেই গোপালের ভোগে রাঁধুন স্বর্ণখিচুড়ি। তার সঙ্গে দিব্যি জমে যাবে নিরামিষ আলুরদম আর স্বর্ণালী পনির।

স্বর্ণখিচুড়ি

উপকরণ-গোবিন্দভোগ চাল (১ কাপ), সোনামুগ ডাল (১ কাপ), পনির (১ কাপ), ভাজা চিনাবাদাম (১ কাপ, খোসা ছাড়ানো), মটরশুঁটি (১২ কাপ), মাখন (৩৪ চামচ), সয়াবিন সেদ্ধ করে ভাজা (১২ কাপ), জিরে বাটা (১ চা-চামচ), আদা বাটা (১ চা-চামচ), ধনে বাটা (১ চা-চামচ), নুন (স্বাদ অনুযায়ী), গরম মশলা (এক চিমটে), পাঁচফো।ন (অল্প), শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো (অল্প), শুকনো লঙ্কা গোটা (২টি), তেজপাতা (২টি), কাঁচালঙ্কা (২৩টি), হলুদ গুঁড়ো (১ চামচ)।

প্রণালী- প্রথমে ডাল হালকা ভেজে নিন। চাল ধুয়ে কড়াইতে একটু মাখন দিয়ে অল্প ভাজুন। এবারে হাঁড়িতে চাল-ডাল একসঙ্গে দিয়ে পরিমাণমতো জল দিন। ফুটে উঠলে নুন, আদা-জিরে-ধনে বাটা, কাঁচালঙ্কা, লঙ্কার গুঁড়ো, মটরশুঁটি দিয়ে ভালোভাবে হাতা দিয়ে নাড়িয়ে নিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা পনিরের টুকরো, চিনাবাদাম, সয়াবিন ভাজা দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটাতে হবে। এবারে একটা কড়াইতে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ও পাঁচফো।ন গরম করে হাঁ।তিতে ছেড়ে দিন ও গরম মশলা, মাখন ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

নিরামিষ আলুর দম

উপকরণ-ছোট আলু - ১৫০ গ্রাম, টম্যাটো - ১০০গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি - ২টো (মাঝারি পেঁয়াজ), ধনেগুঁড়া - ৫ গ্রাম, আদাবাটা - ১০গ্রাম, কাঁচালঙ্কা বাটা - ৫গ্রাম (স্বাদঅনুযায়ী), ভাজা জিরেগুঁনেড়া - ৫ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো- ৫গ্রাম, কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো - ৫গ্রাম, ঘি - ৫০গ্রাম, সন্ধব নুন-চিনি (স্বাদমতো), ধনেপাতা কুচি সামান্য।

প্রণালী- প্রথমে আলু সেদ্ধ করে নিন। একটি কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে সেদ্ধ করা আলু অল্প নুন-হলুদ দিয়ে হালকা ভেজে তুলে নিন। এবার একই কড়াইতে অল্প ঘি দিয়ে তাতে প্রথমে আদা ও কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। অল্প ভাজা হলে তাতে পেঁয়াজকুচি মেশান। সোনালী রং করে ভাজুন। এবার সেদ্ধ করা ভাজা আলু দিন। তাতে একে-একে ধনে, হলুদ ও কাশ্মীরি লঙ্কা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। কষে এলে অল্প জল দিন। এবার তাতে টম্যাটো কুচি, ভাজা জিরে ও স্বাদমতো নুন-চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিন। ঢাকা দিয়ে অল্প আঁচে ৪ মিনিট রান্না করুন। হালকা গা মাখা হয়ে এলে ধনেপাতা কুচি ও অল্প ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। চাইলে এই সিজনে ফ্রোজেন মটরশুঁটি দিতে পারেন।

স্বর্ণালী পনির

উপকরণ-পনির, ভাজা মসলা (ভাজা বাদাম-ধনে-জিরা-পোস্ত বীজ-সাদা তিলেরগুঁড়ো), টমেটো পিউরি, আদাবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা, নারকেলের দুধ, টক দই, গরম মশলা, বাদাম, নুন-চিনি (স্বাদমতো), কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল, চেরি টমেটো।

প্রণালী-প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করে পনিরগুলোকে হালকা বাদামি করে ভাজুন। শুকনো লঙ্কা ফোঁড়ন দিন, এবার এতে আদা ও কাঁচালঙ্কা দিন। টমেটো পিউরি এবং দই যোগ করুন এবং ভালভাবে কষান। প্রয়োজনমতো নারকেলের দুধ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এবার গরমমশলা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার পনির যোগ করে নেড়ে নিন।

ইলিশ না চিংড়ি? পছন্দের পদ, রইল একগুচ্ছ রেসিপি, কি করে বানাবেন

রাখি মানেই দাদা-ভাই, বোন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, দেদার খানাপিনা। আজকাল রাখি শুধু আর ভাইদের হাতে নয়, বোন কিংবা দিদির হাতেও বাঁধা হয়। রাখি মানেই ভাইফোঁটার মতো পঞ্চব্যঞ্জনে

সাজানো দাদা-ভাই, বোনেদের পাত। অনেকেই রেস্তরাঁয় না গিয়ে নিজে হাতে রকমারি পদ রান্না করে উদরপূর্তি করতে ভালোবাসেন। সারপ্রাইজ দিতে হলে এবার আপনিও নিজে রাঁধতে পারেন। বিশেষ করে মাছের পদ নিয়ে ধন্দে ভোগেন অনেকে। বর্ষাকালে পেটে ডিমওয়ালা ইলিশের লোভ সামলানো দায় ঠিকই, তবে অনেকেই আবার চিংড়ির পথে হাঁটেন। কিন্তু কী রাঁধবেন? কুছ পরোয়া নেহি! জেনে নিন একগুচ্ছ রেসিপি।

গন্ধরাজ ইলিশ

উপকরণ-ইলিশ মাছ, কাঁচা হলুদ বাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস, গন্ধরাজ লেবুর খোসা, কাঁচালঙ্কা বাটা , পিঁয়াজ বাটা , আদা বাটা , টকদই , নুন, চিনি, জল, সাদা তেল।

প্রণালী-মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন, অল্প কাঁচা হলুদ বাটা, লেবুর রস, লেবুর খোসা, আদা বাটা দিয়ে মেখে ফ্রিজে মিনিট ২০ রেখে দিন। আঁচে ননস্টিক প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মাছটা হালকা ভেজে তুলে নিন। এবার ওই প্যানেই পিঁয়াজ বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে এবং পিঁয়াজে রং ধরলে আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন, চিনি দিয়ে কষতে থাকুন। এবার মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ওর মধ্যে পরিমাণমতো জল দিয়ে এবং ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। টকদই খুব ভালো করে ফেটিয়ে মাছের উপর ছড়িয়ে দিন এবং সেই সঙ্গে লেবুর রস ও লেবুর খোসাও দিন। এবার আঁচ থেকে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন গন্ধরাজ ইলিশ।

কাশ্মীরি ইলিশ

উপকরণ-৪ টে ইলিশ মাছের টুকরো, ১ চামচ পোস্ত বাটা, ১ বড় চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা, নুন-চিনি (আন্দাজমতো), জিরে গুঁড়ো, হলুদ, সর্ষের তেল।

প্রণালী-একটি বড় কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তারপর তেলের মধ্যে নুন, হলুদ মাখানো ইলিশের টুকরো ভাল করে সাঁতলে নিন। সাঁতলে নেওয়া মাছ তুলে নিয়ে. সেই কড়াইয়েই কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা, জিরে গুঁড়ো দিয়েভাল নেড়ে নিন। কিছুক্ষণ কষতে দিন। কষানো হয়ে গেলে সামান্য জল দিয়ে আন্দাজমতো নুন ও চিনি মিশিয়ে মাছটা ভাল করে ফুটতে দিন। মিনিট সাতেক পর নামিয়ে নিন। চাইলে কাঁচালঙ্কাও দিতে পারেন। তৈরি আপনার কাশ্মীরি ইলিশ। গরম গরম ভাতে দারুণ লাগবে এই ইলিশের রেসিপি।

চিংড়ির মুইঠ্যা

উপকরণ-চিংড়ি মাছ- ৫০০ গ্রাম, আলু সেদ্ধ- ১৫০ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি- ২ চামচ, রসুন বাটা- ১ চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো- আধ চামচ, হলুদ গুঁড়ো- আধ চামচ, লেবুর রস- ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা- ১ চামচ, নুন- স্বাদমতো, গ্রেভির জন্য, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, রসুন- ৬-৭ কোয়া, আদা টুকরো- আধ ইঞ্চি, কাজু- ৮-১০টি, টম্যাটো- ১টি, গোটা গরমমশলা- পরিমাণমতো, তেজপাতা- ১টি, লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চামচ, হলুদ গুঁড়ো- আধ চামচ, ধনে গুঁড়ো- ১ চামচ, নারকেলের দুধ- ১ কাপ, নুন ও চিনি- স্বাদমতো, সর্ষের তেল- ৫ চামচ।

প্রণালী-প্রথমে, চিংড়ি মাছ খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। পরিষ্কার অবশ্যই নজরে রাখুন যেন জল না থাকে। চিংড়িগুলোকে ভাল করে বেটে নিন। এরপর একটি বড় পাত্রে চিংড়ির সঙ্গে আলু সেদ্ধ, ধনেপাতা কুচি, রসুন বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লেবুর রস, কাঁচালঙ্কা বাটা ও নুন ভাল করে

মিশিয়ে নিন। দেখবেন যেন প্রত্যেকটি উপাদান ভাল করে মিশিয়ে যায়। এবার একটি কড়াইয়ে সামান্য তেল নিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন, আদা টুকরো, কাজু ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এরপর অন্য পাত্রে রেখে মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাল করে বেটে নিন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ও গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে বাটা মশলা দিয়ে দিন। ভাল করে একটু নাড়াচাড়া করে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে নারকেলের দুধ দিয়ে ভাল করে নাড়াতে থাকুন। এ বার বেটে রাখা চিংড়ি মাছের মিশ্রণ বড়ার মতো গড়ে নিয়ে ঝোলে ছেড়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে ফুটতে দিন। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। ব্যস তৈরি চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা। ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগবে এই চিংড়ি মুইঠ্যা।

কচুপাতা চিংড়ি ভাপা

উপকরণ-কচুপাতা- ১০টি, সর্ষের তেল- ২০০ গ্রাম, সর্ষে বাটা- ৩ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম- ২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা- ৪ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা- এক কাপ, কাঁচালঙ্কা- ৫টি, নুন ও চিনি- স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়ো- ২ চা চামচ, পাতিলেবু- ১টি।

প্রণালী-কচুপাতা ধুয়ে কুচি করে কেটে নুন-লেবু মেশানো গরম জলে হালকা ভাপিয়ে নিতে হবে, যাতে গলা চুলকানোর ভয় না থাকে। এবার কচুপাতাগুলি ছেঁকে জল ফেলে দিন। কড়াইতে আবারও তেল গরম করে নিন। এবার চিংড়ি মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। এরপর কাঁচালঙ্কা বাটা, কাজুবাদাম বাটা, পোস্ত বাটা এবং সর্ষে বাটা দিয়ে চিংড়ি সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। স্বাদমতো নুন, চিনি দিয়ে নারকেল কোরা মিশিয়ে দিন। নামানোর মিনিট দুয়েক আগে ভাপিয়ে রাখা কচুপাতা কুচি দিয়ে দিতে হবে। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে এক চামচ সর্ষের তেল ছড়িয়ে রান্নাটি ঢেকে রাখুন।

উত্তর-পূর্ব রেল ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে

গোরখপুর, ০৯ আগস্ট,ঃ যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেল প্রশাসন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন পর্যন্ত, কুসুমহি থেকে দেওরিয়া সদর এবং ডোমিনগড়-বস্তি-গোবিন্দনগর রেল সেকশনে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ে ট্রেনগুলি পরিচালিত হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায়, ছাপরা থেকে বড়বাঁকির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং সিস্টেম ইনস্টল করার কাজ চলছে। এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, গোরখপুর-গোন্ডা রেল সেকশনে অবস্থিত গোবিন্দনগর-টিনিচ-গৌড়-বাভানান (২৪.৬৪ কিমি) এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং চালু করার জন্য নন-ইন্টারলক কাজের কারণে, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ব্লক দেওয়া হওয়ার ফলে, ট্রেন বাতিল, রুট পরিবর্তন, সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত উপত্তি, পুনঃনির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিতভাবে করা হবে এবং কিছু ট্রেনকে বাভানানগৌড়গোবিনন্দনগরটিনিচ স্টেশনে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে না। বাতিলকরণ-- ১৮ ও ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ভাটনি ও অযোধ্যা ধাম থেকে চলাচলকারী ৬৫১১৫। ৬৫১১৬ ভাটনি-অযোধ্যা ধাম-ভাটনি মেমু ট্রেন বাতিল থাকবে।- ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর ও লখনউ থেকে চলাচলকারী ১৫০৩১ । ১৫০৩২ গোরক্ষপুর-লখনউ জংশন-গোরখপুর এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে চলাচলকারী ১৫১১৪ ছাপরা-গোমতীনগর এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে এবং ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোমতীনগর থেকে চলাচলকারী ১৫১১৩ গোমতীনগর-ছাপড়া এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে লক্ষনউ জংশন এবং পাটলীপুত্র থেকে চলাচলকারী ১৫০৩৪।১৫০৩৩ লখনউ জংশন-পাটলীপুত্র-লখনউ জংশন এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।- ১৮ ও ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর ও বাহরাইচ থেকে চলাচলকারী ০৫১৩১।০৫১৩২ গোরক্ষপুর-বাহরাইচ-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন বাতিল থাকবে।১৮ ও ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে নাকাহা জংশন এবং নৌতানওয়া থেকে চলাচলকারী ৫৫০৭১। ৫৫০৭২ নাকাহা জংশন-নৌতানওয়া-নৌতানওয়া যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল থাকবে। - ১৮ ও ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চলাচলকারী ৫৫০৩১ গোরক্ষপুর-গোন্ডা যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল থাকবে এবং ২০ ও ২১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোন্ডা থেকে চলাচলকারী ৫৫০৩২ গোন্ডা-গোরখপুর যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল থাকবে।- ১৮ ও ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চলাচলকারী ৫৫০৯৩ গোরক্ষপুর-গোন্ডা যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল থাকবে এবং ১৯ ও ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোন্ডা থেকে চলাচলকারী ৫৫০৯৩ গোরক্ষপুর-গোন্ডা যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল থাকবে।

দীপাবলি এবং ছট পুজেতে ছুটি নিতে ইচ্ছুকদের জন্য সুখবর

০৯ আগস্ট ঃ ভিড় এড়াতে, ঝামেলামুক্ত বুকিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং ভিড়ের মরসুমে বৃহত্তর পরিসরের জন্য সর্বোচ্চ ট্র্যাফিক পুনর্বণ্টন এবং বিশেষ ট্রেন সহ ট্রেনের উভয় দিকের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য, ছাড়যুক্ত ভাড়ায় উৎসবের ভিড়ের জন্য রাউন্ড ট্রিপ প্যাকেজ নামে একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্কিমটি সেইসব যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য যারা নীচে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের ফিরতি যাত্রা বেছে নেবেন(i) এই স্কিমের অধীনে, একই যাত্রীদের জন্য পরবর্তী এবং ফিরতি উভয় যাত্রার জন্য বুকিং করলে ছাড় প্রযোজ্য হবে। ফিরতি যাত্রার যাত্রীর বিবরণ পরবর্তী যাত্রার মতোই থাকবে।(ii) বুকিং শুরুর তারিখ হবে ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ ARP তারিখ ১৩ অক্টোবর ২০২৫ এর জন্য। পরবর্তী টিকিট প্রথমে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে ট্রেন শুরুর তারিখের জন্য বুক করা হবে এবং পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে ট্রেন শুরুর তারিখের জন্য সংযোগকারী যাত্রা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ফিরতি যাত্রার টিকিট বুক করা হবে। ফিরতি যাত্রার বুকিংযের জন্য অগ্রিম রিজার্ভেশন সময়কাল প্রযোজ্য হবে না।

বারাসাতের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উপ-অধিকর্তার অফিস প্রাঙ্গণে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন

৯ আগস্ট ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারী আলামনি এসোসিয়েশন এর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার নেতৃত্বে বারাসাতের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উপ- অধিকর্তার অফিস প্রাঙ্গণে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে বারাসাত বন বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত ডাক্তার সদস্য সদস্যা বন্ধু দের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে এবং বারাসাত উপ- অধিকর্তার অফিসের কর্মচারী বন্ধুদের সক্রিয় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রায় ২০০ টি বৃক্ষ যেমন অর্জুন, মেহগনি ও ফলের গাছ যেমন আতা, আমলকি ও পেয়ারা গাছের চারা বিতরণ ও অফিস ক্যাম্পাসে বৃক্ষ ও ফলের চারা রোপন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ম্যাডাম মারিয়াম কাজী, সংগঠনের সেন্ট্রাল কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র মাজি, সেংট্রাল কমিটির সহ-সভাপতি ডাক্তার সুশান্ত পাল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডাক্তার হেমন্ত কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট রিপ্রেজেন্টে টিভ ডাক্তার সুরজি কুন্ডু। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেনারি আল আপনি অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাক্তার সুকান্ত রায় ও সভাপতি ডাক্তার সঞ্জয় ঘটক এই অনুষ্ঠান সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ জন ডাক্তারবাবু ও কর্মচারী বন্ধুদের উপস্থিতিতে আজকের এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গিন সাফল্যমন্ডিত হয়।

ইনড্রাইভ কলকাতায় শুরু করলো কমফোর্ট ক্লাস রাইড

কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল শহুরে পরিবহন প্ল্যাটফর্ম ইনড্রাইভ , যা ভারতে একমাত্র রাইড-নেগোশিয়েশন (দর-কষাকষির) অ্যাপ, এবার কলকাতায় চালু করলো নতুন কমফোর্ট ক্লাস রাইড। এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে, কলকাতার রাইড-হেলিং পরিষেবায় আরও স্বচ্ছতা, পছন্দের স্বাধীনতা এবং ন্যায্যতা আনার লক্ষ্যে এগিয়ে গেল ইনড্রাইভ। প্রচলিত রাইড-হেলিং প্রথার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ অন্যান্য রাইড অ্যাপ যেখানে ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি অ্যালগরিদম, সেখানে ইনড্রাইভ দেয় যাত্রী ও চালক-উভয়ের হাতে নিয়ন্ত্রণ। যাত্রী প্রথমে নিজের মতো করে ভাড়া প্রস্তাব করে, চালক সেটা মেনে নিতে, না বলতে বা পাল্টা ভাড়ার প্রস্তাব দিতে পারেন।

ভারতকে নিজস্ব স্বার্থ অবশ্যই দেখতে হবে ঃ শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ ভারতের উপরে আমেরিকার শুল্ক আরোপের বিষয়টি উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। শুক্রবার তিনি বলেন, যা ঘটছে তা উদ্বেগজনক। যে দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আমরা কৌশলগত অংশীদার হিসেবে কাজ করছিলাম, য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহরসা এবং মুম্বাইয়ের মধ্যে পরিষেবাটির উদ্বোধন করেছিলেন। এছাড়াও, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই পাটনা এবং নয়াদিল্লির মধ্যে (প্রতিদিন), মোতিহারি থেকে আনন্দ বিহার, দারভাঙ্গা থেকে লখনউ এবং মালদা টাউন থেকে ভাগলপুর, গয়া এবং সাসারাম হয়ে লখনউয়ের মধ্যে চলাচল করছে, যা বিহারের জনগণকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করছে।অমৃত ভারত ট্রেনগুলি ইন্টি গ্রেটেড কোচ ফ্যাক্টরিতে মেক ইন ইন্ডিয়া. উদ্যোগের অধীনে তৈরি করা হয়। এগুলি বিশেষভাবে মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর চাহিদার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে স্লিপার এবং জেনারেল ক্লাস কোচ রয়েছে। নতুন সংস্করণ - অমৃত ভারত ২.০ - বেশ কয়েকটি নতুন এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত, যা এটিকে আগের তুলনায় .আরও আরামদায়ক এবং উচ্চ প্রযুক্তির করে তুলেছে।অমৃত ভারত ট্রেনগুলি ভ্রমণের একটি নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী. মূল্যের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সম্প্রতি বলেছেন যে ১০০টি নতুন অমৃত ভারত রেক নির্মাণাধীন, যা ভারতের বিভিন্ন রেল রুটে স্থাপন করা হবে। তাহলে ভারতকে অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হবে। তিনি এও বলেন, আশাকরি আগামী দু'-তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা আলোচনা করে একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারব। ভারতকে তার নিজস্ব স্বার্থ অবশ্যই দেখতে হবে।

উত্তরকাশীতে ভয়াবহ হড়পা বান,ধারালীতে উদ্ধার ১৫০ জন

উত্তরকাশী, ৯ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে ভয়াবহ হড়পা বান আর ক্ষীরগঙ্গার স্রোতে বিপর্যস্ত ধারালী গ্রাম। তারপর থেকে এই এলাকার বাসিন্দাদের উদ্ধার চালিয়ে যাচ্ছে এনডিআরএফ, সেনা ও অন্যান্য বাহিনীর জওয়ানরা। শুক্রবার নতুন করে ১৫০ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এনডিআরএফ-এর ডিআইজি গম্ভীর সিং চৌহান। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার প্রায় .৪০০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে .নিয়ে যাওয়া গিয়েছে। এ দিনও প্রায় ১৫০ জনকে সরানো হয়েছে। যদি আবহাওয়া. অনুকূলে থাকে, তাহলে অভিযান এ দিনেই শেষ করা যাবে।

জয়নগরে সরকারি কর্মীর ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ আগস্ট ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সমস্ত দফতরে কাজের স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করছেন ঠিক তখনই বিভিন্ন ব্লকে ভূমি রাজস্ব দফতরের কাজ নিয়ে সাধারন মানুষের একাধিক অভিযোগ।দিনের পর দিন এই দফতরে ঘুরে ঘুরে জমি সমস্যা মেটাতে পারছে না।ফাইলের ওপর ফাইল জমে থাকছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। অথচ কিছু মানুষ ঘুষের বিনিময়ে কাজ করিয়ে নিয়ে চলেছে একের পর এক জমির সমস্যা।আর এবার ভূমি রাজস্ব দফতরের এক কর্মীর জমি সংক্রান্ত কাজে ৫০০ টাকা ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়েছে।তবে এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয় নি সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে।ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় জয়নগর এক নং ভূমি রাজস্ব দফতরের বহড়ু অফিসে ডিউটিরত নীলরতন মন্ডল নামে এক কর্মী জমি সংক্রান্ত কাজে ৫০০ টাকা ঘুস নিয়ে পকেটস্বস্ত করার।আর কেসই ভিডিও প্রকাশ্যে চলে আসায় নিন্দার ঝড় উঠেছে সোস্যাল মাধ্যমে।তবে এব্যাপারে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ তুলেছেন ঐ কর্মী।আর এ ব্যাপারে জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি মোল্লা বলেন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভূমি রাজস্ব দফতরে ভালো কাজ হচ্ছে। তার পরেও যদি কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আসে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।সিপিআইএম নেতা অপূর্ব প্রামানিক ও বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অলোক হালদার এই ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন, এই সরকারের এ ছাড়া আর কি ভালো কাজ করবে।আর এব্যাপারে জয়নগর এক নম্বর ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিক অনুপম চক্রবর্তী বিষয়টির সততা যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহনের আশ্বাস দিলেন।

খানাকুলের বন্যায় একতলা ডুবেছে স্কুল, ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে আসছে পড়ুয়ারা

খানাকুল, ৯ আগস্ট ঃ সরকারিভাবে স্কুল বন্ধের কোনও নির্দেশিকা না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া সবাই জল পেরিয়ে ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়ে আসছেন। খানাকুলের কামদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেল এই দৃশ্য। স্কুলের একতলা, মিড ডে মিলের রান্নাঘর থেকে শুরু করে নলকূপ, সব এখন জলের তলায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি বিদ্যালয়। পাশের গ্রাম জয়গোলান্দপুরেও একই জলযন্ত্রণার ছবি। গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সেখানকার স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ। বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে বন্যাদুর্গত পরিবারগুলি। তবে স্কুল ছুটির কোনও সরকারি অর্ডার না থাকায় শিক্ষকরা নিয়মিত এসে বিদ্যালয় খুলছেন। অতিবৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে খানাকুলে জলযন্ত্রণা অব্যাহত। এখানকার বহু স্কুলেই দেখা যাচ্ছে এক ছবি। গ্রামীণ রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সব জায়গায় নৌকাও নেই। ফলে জল পেরিয়েই যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ। কোথাও আবার একতলা বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় বাধ্য হয়ে ঘরের জিনিসপত্র ছাদে তুলে ত্রিপল খাটিয়ে রেখেছেন বাসিন্দারা। এতকিছুর মধ্যেও অবশ্য সরকারি পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আশাকর্মীরা। এক কোমর জল পেরিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন। জল আরও বাড়লে নৌকায় করে পরিষেবা দিতে হবে বলে দাবি তাঁদের।খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন। ডিভিসি লাগাতার জল ছাড়ায় নদনদী, শাখা খালগুলি জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে কারণে এলাকা থেকে জমা জলও বেরোচ্ছে না।

বাম নেতাকে রাখি বন্ধনে আবদ্ধ করলেন তৃনমূল বিধায়ক সোনারপুরে

দরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ৯ আগস্ট ঃ রাখি বন্ধন মিলিয়ে দিল বাম ও ডানকে।রাজ্যের বাম নেতার হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন তৃণমূলের বিধায়ক। শনিবার সোনারপুরের তেমাথায় দেখা গেল সৌজন্যের সেই ছবি। বঙ্গ রাজনীতি বরাবর সৌজন্যের শক্ত ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে।শনিবার সোনারপুরের তেমাথায় পশ্চিমবঙ্গ যুবকল্যাণ দপ্তর ও সোনারপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রাখিবন্ধনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের বিধায়ক অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র। সকাল থেকেই তিনি ছোট-বড় সকলকে হাসিমুখে রাখি পরাচ্ছিলেন। সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী।তিনি আবার লাভলির বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। এই বাম নেতাকে দেখে রাখি পরাতে এগিয়ে যান তৃণমূলের বিধায়ক। আর হাসিমুখে তা গ্রহণ করেন সুজনও। উসবের আননেদ অন্তরায় হয়নি রাজনৈতিক পরিচয়।রাখি পরানোর পরে লাভলি বলেন, ' আমার বিধানসভা এলাকায় থাকেন, আমার থেকে বড়। আমার অভিভাবক। তাঁর আগামীদিন ভালো হোক, তিনি সুস্থ থাকুন। আমি সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই।'পাল্টা সুজন বলেন, ' মঙ্গল কামনায় বোন রাখি পরান।

Name Change

OLD NAME GOPAL CHANDRA DAS R/O DOGACHI SRIBAN P. O - DOGACHI DIST NADIA I HAVE CHANGED MY NAME GOPAL CHANDRA DAS TO GOPAL DAS. I SHALL BE KNOWN GOPAL DAS IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT JUDICIAL MAGISTRATE ALIPOR COURT ON 30/7/2025 GOPAL DAS AND GOPAL CHANDRA DAS IS SAMEPER SON MY ACTUL NAME IS GOPAL DAS

Name Change

SIRAJ MALLICK (OLDNAME) RIO POLTA PURBA PARA-PO-BEL PUKUR P. S DHU BULIA DIST NADIA PIN 141125 I SHALL BE KNOWN AS SIRAJ MALLICK. BEFORE EXECUTIVE MAGIS TRATE KRISHNAGAR COURT ON 12-6-25 Z SIRAJUL MALLICK AND SIRAJ MALLICK BOTH ARE SAME PERSON. SAKI BUL MALLICK IS MY SON.

নাম পরিবর্তন

আমি Bivas Roy S/O Debendranath Roy পি.সি. সেন রোড, ওয়ার্ড নং ৫, পোঃ থানা এবং পৌরসভা আরামবাগ, জেলা- হুগলী পঃ বঃ পিন নং- ৭১২৬০১। কিছু কাগজে ভুলবশত Bibhash Ray পিতা D. Ray নাম উল্লেখ আছে। এক্সিউটিভ ও ম্যাজিস্ট্রেট হস্তক্ষেপে আরামবাগ কোর্টের হুগলী জেলা Bivas Ray পিতা Debendranath Ray নামে পরিচিত হইলাম। এফিডেভিট (SL-NO-11018) তারিখ ০৮.০৮.২০২৫ Bivas Roy এবং Bibhash Ray, পিতা Debendranath Roy এবং D. Ray উভয়েই এক ও আভিন্ন ব্যক্তি হইল।

লাইনচ্যুত একসঙ্গে দুটি মালগাড়ি, চান্ডিল শাখায় রেল চলাচল বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৯ আগস্ট ঃ লাইনচ্যুত একসঙ্গে দুটি মালগাড়ি। ঘটনার জেরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া চান্ডিল শাখায় রেল চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। এখনও পর্যন্ত খবর প্রায় ২০টিরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে চান্ডিল স্টেশনে ঘটে দুর্ঘটনাটি।

রেল সূত্রে খবর, পুরুলিয়ার দিকে যাওয়া একটি মালগাড়ির ১০ টি ওয়াগান লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ওই স্টেশনেই আরেকটি মালগাড়ির ওয়াগানের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সেটিও লাইনচ্যুত হয় বলে খবর। ঘটনার খবর পেয়ে উচ্চপদস্থ রেল আধিকারিকেরা পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে। শুরু হয়েছে ওয়াগানগুলিকে তোলার কাজ। ঘটনায় রাঁচি, হাওড়া বন্দে ভারত-সহ বহু ট্রেন বাতিল করা হয়। বহু ট্রেনকে ঘুরপথেও চালানো হচ্ছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে ট্রেন বাতিলের জেরে পুরুলিয়া, আদ্রা-সহ বিভিন্ন স্টেশনে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। কখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

হাসপাতালে সদ্যোজাতকে ফেলে পালানোর চেষ্টা প্রসূতির, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৯ আগস্ট ঃ সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে হাসপাতালের চত্বরে ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা প্রসূতির। দেখতে পেয়ে হাসপাতালের পার্কিংয়ের কর্মীরা ওই প্রসূতিকে ধরে ফেলে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে। এখন তারা দুইজনেই সুস্থ আছে বলে জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। আসানসোল জেলা হাসপাতালের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোটরবাইক স্ট্যান্ড কর্মী রাজা দাসের বক্তব্য, শুক্রবার গভীর রাত্রে এক মহিলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের ঠিক সামনে দেওয়ালের পাশে হঠাৎ করে বসে পড়েন। তখন তাদের মনে হয় হয়তো ওই মহিলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কিছু করছেন। পরে তারা লক্ষ্য করেন ওই প্রসূতি কিছু ফেলে পালাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে ধরে উক্ত স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে দেখে এক নবজাতক সন্তান পড়ে আছে ওই জায়গায়। স্ট্যান্ডের কর্মীরা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, তিনি আসানসোলের রেল পাড়ের বাসিন্দা। তবে কি কারণে তিনি নবজাতককে ফেলে যাচ্ছেন তার সদুত্তর দিতে পারেননি। নবজাতক ও মহিলাকে নিজেদের উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস জানান, আমি জানতে পেরেছি গতকাল রাতে এক মহিলা বাইরে থেকে এসেছিলেন। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন না। তার হাসপাতাল চত্বরেই প্রসব হয়ে যায়। স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিস ওই মহিলাকে ভর্তি করেছে। আপাতত ওই মহিলা এবং শিশু সুস্থ আছে।

'স্বচ্ছতা অভিযান - ২০২৫' এর আওতায় বৃক্ষরোপণ, শ্রমদান এবং আবর্জনা বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ

মালদা, ৯ আগস্ট ঃ চলমান 'স্বচ্ছতা অভিযান - ২০২৫' অভিযানের অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের মালদা বিভাগ আজ (০৯.০৮.২০২৫) একাধিক পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত টেকসইতা উদ্যোগের আয়োজন করেছে। মালদার বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক শ্রী মনীশ কুমার গুপ্ত প্রথম চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণ অভিযান শুরু করেন, এরপর বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বড়হাট স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রায় ৪,০০০ চারা রোপণ করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন,

যাতে সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি পায় এবং যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। মালদার ডিআরএম অফিস ভবনে এনএইচএম বিভাগ কর্তৃক একটি শ্রমদান কার্যক্রমও আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে হাউসকিপিং কর্মীরা প্রাঙ্গণ এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নিবিড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য স্যানিটেশন কর্মীদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এই উদ্যোগটি রেলওয়ে অফিস এবং আশেপাশের এলাকায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রতি স্যানিটেশন কর্মীদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এছাড়াও, আবর্জনা ফেলা রোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি সক্রিয় পদক্ষেপ হিসেবে, সাহেবগঞ্জ স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা ফেলা বিরোধী ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই বোর্ডগুলি যাত্রীদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম এবং রেলের সম্পত্তিতে আবর্জনার ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মালদা বিভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার গতি বজায় রাখতে এবং যাত্রী, কর্মী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার মালিকানার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শুরু অল ইন্ডিয়া সাংস্কৃতিক উৎসবঃ ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে রঙিন হবে মঞ্চ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ আগস্ট ঃ সারা দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এক অভিনব অল ইন্ডিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ডিয়াক পারফর্মিং আর্ট এন্ড কালচার ফাউন্ডেশন। এই উপলক্ষে বর্ধমানের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রেস কর্ণারে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর মৃন্ময় কান্তি গুহ, ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক সুমন মুখার্জী ও বিশিষ্ট ওডিসি নৃত্যশিল্পী পৌলমী মুখার্জী প্রমুখ। মৃন্ময় কান্তি গুহ জানান, দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান শহরে সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন সুমন মুখার্জী ও পৌলমী মুখার্জী। তাঁদের উদ্যোগেই এবার বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে।

সুমন মুখার্জী বলেন, এই অল ইন্ডিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চারটি রিজিয়নের মাধ্যমে পরিচালিত হবে-পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ। পূর্বাঞ্চলে বর্ধমান, কলকাতা, শিলিগুড়ি ও আসামে অনুষ্ঠিত হবে প্রাথমিক পর্ব। এরপর ধাপে ধাপে অনুষ্ঠান হবে রিজিওনাল, জোনাল এবং ন্যাশনাল লেভেলে। প্রথম অনুষ্ঠান হবে বর্ধমানে, যেখানে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, পুরুলিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ- এই ছ'টি জেলার প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে থাকবে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকলার প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে তরুণ শিল্পীদের পারফরম্যান্স এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিল্পীদের পরিবেশনা। পৌলমী মুখার্জী বলেন, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক- যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, মার্শাল আর্ট, যোগব্যায়াম ইত্যাদি-তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি এই উদ্যোগে শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিমনা মানুষেরা যুক্ত হবেন।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় আহত বাসের প্রায় সমস্ত যাত্রী! আশঙ্কাজনক একাধিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ আগস্ট ঃ শনিবার সকালে ডোমকলের দিক থেকে বহরমপুরের দিকে আসার সময় একটি বেসরকারি বাস উল্টে যাওয়ার ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০-২৫-জন বাস যাত্রী। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ডোমকল থানা এবং দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাসটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল দশটা নাগাদ ডোমকলের দিক থেকে একটি বেসরকারি বাস প্রচন্ড গতিতে বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিল। বাসটি যখন ডোমকল থানার নাজিরপুর-কলাবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ছিল সেই সময়ে বাস চালক গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাসটি বাঁদিকে বেঁকে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা চাষের জমিতে উল্টে যায়। এই ঘটনায়, সেই সময় বাসের মধ্যে থাকা বেশ কয়েকজন জন যাত্রী কম বেশি আহত হন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ডোমকল থানার আইসি পার্থসারথি মজুমদার বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছান। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বাসের মধ্যে আটকে থাকা

যাত্রীদের উদ্ধার করার কাজ শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর আহত যাত্রীদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। তাদেরকে ডোমকল হাসপাতাল এবং মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে একটি চাষের জমিতে গিয়ে পড়ে। জমিতে প্রচুর জল এবং কাদা থাকায় বাসের সামনের দিকের একটি অংশ তাতে গেঁথে যায়। এলাকার মানুষজন প্রথমে মনে করেছিলেন বেশ কিছু যাত্রী বাসের চাপে মাটিতে গেঁথে গিয়েছেন। সেই কারণে দমকল বাহিনীর উদ্ধারকারী দলও দ্রুত ওই এলাকায় পৌঁছে যায়। তবে চাষের জমির মাটিতে গেঁথে যাওয়া কোনও দেহ উদ্ধার হয়নি। শ্যামল মন্ডল নামে ওই বাসের এক যাত্রী জানান , 'আমাদের বাসের সামনেই একটি ট্রাক ছিল। কলাবাড়ি এলাকায় ট্রাকটির সামনে হঠাৎ করে কেউ বা কিছু এসে পরলে ওই গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়িটিকে থামিয়ে দেন কিন্তু বাস চালক নিরাপদ দূরত্ব মেনে গাড়ি না চালানোর কারণে তিনি সময়মতো ব্রেক করতে পারেননি।' তিনি বলেন, লরির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য বাস চালক গাড়িটি প্রচন্ড গতিতে থাকা অবস্থাতেই বাঁদিকে বেঁকিয়ে দেন এবং যাত্রী সহ বাসটি হুড়মুড়িয়ে রাস্তার পাশে চাষের জমিতে নেমে গিয়ে উল্টে যায়। অন্যদিকে ডোমকল থানা সূত্রে জানা গেছে, এই দুর্ঘটনার পর থেকে বাস চালক পলাতক। তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটি আটক করেছে।

ঐতিহ্য মেনে শ্রীনিকেতনে ৯৭তম হলকর্ষণ উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৯ আগস্ট ঃ ঐতিহ্য মেনে শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতনে পালিত হলো হলকর্ষণ উৎসব। গুরুদেবের জীবদ্দশায় প্রথম ১৯২৮ সালের ২১ জুলাই বৃক্ষরোপণ এবং ১৪ জুলাই হল হলকর্ষণ উৎসব পালিত হয়। স্বয়ং গুরুদেব এর সূচনা করেন। ১৯৪২ সালের পর ২২ শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ এবং তার পরের দিন হল কর্ষণ উৎসব পালিত হয়। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নতুন প্রাণের উদ্বোধন। জীবনের পক্ষে শপথ নেওয়া। প্রথমে এর নাম ছিল ' সেই দিন কবিগুরু নিজ হাতে প্রথম হাল চালনা করে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন। আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী হলকর্ষণ উৎসব। হলকর্ষণ উৎসবের পেছনে ছিল কবিগুরুর গভীর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বিশ্বাস করতেন, গ্রামের অর্থনীতি ও সমাজের উন্নতি কৃষকের উন্নতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কেবল প্রথাগত কৃষি পদ্ধতিতে উন্নয়ন সম্ভব নয়-তাই কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যুক্ত করার আহ্বান জানান। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষি ও উদ্যানবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কৃষিশিক্ষা, পশুপালন, হস্তশিল্প, এবং গ্রামীণ উন্নয়নকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীণ কুমার ঘোষ। ফিরে চল মাটি টানে আবহে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কবিগুরুর লেখা থেকে

পাঠ, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে, যা প্রাঙ্গণ জুড়ে বয়ে আনে এক নস্টালজিক আবহ। সমাপনী পর্বে প্রতীকী হালচালনা করেন অধ্যাপক অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য প্রবীণ কুমার ঘোষ ও স্থানীয় এক কৃষক, যা কবিগুরুর সূচিত ঐতিহ্যের প্রতীকী পুনরাবৃত্তি। অধ্যাপক অমরনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, কৃষির উন্নতি ও কৃষকের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়-রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই এই কথা ভেবে রেখেছিলেন। সেই ভাবনা আজও অনুপ্রেরণাদায়ক। উপাচার্য প্রবীণ কুমার ঘোষ জানান, শ্রীনিকেতন নিয়ে কবিগুরুর যে স্বপ্ন ছিল, তা সার্থক রূপ দিতে বিশ্বভারতী বদ্ধপরিকর। তিনি ভবিষ্যতে কৃষি শিক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নকে আরও গতিশীল করার পরিকল্পনাও সকলের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের অন্তর্ভুক্ত যে কয়টি গ্রাম আছে সে কটি গ্রামকে চারা গাছ প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চে একজন কৃষককে সম্মান প্রদান করা এই অনুষ্ঠানের রীতি। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকজনের হাতে গাছের চারা বিতরণ করা হয় এবং সফল কৃষকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ঐতিহাসিক মাইলফলকঃ সিমেন্ট বহনকারী প্রথম মালবাহী ট্রেন কাশ্মীর উপত্যকার অনন্তনাগ গুডস শেডে পৌঁছেছে

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে, পাঞ্জাবের রূপনগর থেকে প্রথমবারের মতো একটি মালবাহী ট্রেন সফলভাবে কাশ্মীর উপত্যকার অনন্তনাগ গুডস শেডে পৌঁছেছে, যা কাশ্মীর অঞ্চলকে জাতীয় মালবাহী নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সিমেন্ট বহনকারী মালবাহী ট্রেনের আগমন,

অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলিকে ত্বরান্বিত করবে এবং কাশ্মীরের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। উদ্বোধনী মালবাহী ট্রেনটিতে ২১ টি বিসিএন ওয়াগন সিমেন্ট বোঝাই করা হয়েছিল। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার জুড়ে এই যাত্রা আজ ১৮ ঘন্টারও কম সময়ে নতুন চালু হওয়া অনন্তনাগ গুডস শেডে শেষ হয়েছে। এই ইভেন্টটি এই সুবিধার জন্য বিশেষভাবে প্রথম সিমেন্ট লোডিং চিহ্নিত করে, যা কাশ্মীর অঞ্চলে লজিস্টিক এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি নতুন যুগকে সমর্থন করার জন্য এর প্রস্তুতিকে তুলে ধরে। এই ট্রেনে পরিবহন করা সিমেন্ট কাশ্মীর উপত্যকায় রাস্তা, সেতু, জনসাধারণের অবকাঠামো এবং আবাসিক আবাসন নির্মাণ সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হবে। এই যুগান্তকারী যাত্রার জন্য সরবরাহগুলি নির্ভুলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রাত ৯.১৪ মিনিটে উত্তর রেলওয়েতে একটি ইন্ডেন্ট স্থাপন করা হয়েছিল, পরের দিন অর্থাৎ ৮ আগস্ট সকাল ৯.৪০ মিনিটে রেক স্থাপন করা হয়েছিল। ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ১৮.১০ মিনিটে লোডিং সম্পন্ন হয়েছিল, ট্রেনটি পাঞ্জাবের রূপনগরে অবস্থিত গুজরাট অম্বুজা সিমেন্ট লিমিটেড (GACL) সুবিধা থেকে ১৮.৫৫ মিনিটে ছেড়েছিল। একটি বৈদ্যুতিক WAG-৯ লোকোমোটিভ (লোকো নং ৩২১৭৭, TKD, ট্রিপ ০৮ /০৯) দ্বারা মাল পরিবহন করা হয়েছিল, যা জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আধুনিক সক্ষমতা তুলে ধরে। এই প্রথম মালবাহী ট্রেনের আগমন কেবল একটি লজিস্টিক অর্জন নয় বরং অগ্রগতি এবং একীকরণের একটি শক্তিশালী প্রতীক, যা আরও সংযুক্ত এবং সমৃদ্ধ কাশ্মীর উপত্যকার পথ প্রশস্ত করে।

কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে নতুন সিক্স লেন এলিভেটেড কাজের জন্য রবিবার থেকেই নিয়ন্ত্রিত হবে পণ্যবাহী যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ আগস্ট ঃ হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে নতুন সিক্স লেন এলিভেটেড কাজের জন্য রবিবার থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে পণ্যবাহী যান চলাচল। ১০ আগস্ট, রবিবার থেকে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পণ্যবাহী যান চলাচল। রাত ১০ টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে এবং দিল্লি রোড হয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর দিয়ে এতোদিন কলকাতায় প্রবেশ করত পণ্যবাহী গাড়ি। রবিবার থেকে ওই পথে কলকাতায় আসতে পারবে না পণ্যবাহী গাড়িগুলি। সেগুলিকে ডানলপ থেকে নিবেদিতা সেতু এবং টালা সেতু হয়ে কলকাতায় আসতে হবে। এমনকি, দুপুরের দিকে মাঝারি এবং হালকা পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে আগে কোণা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও আপাতত তাও বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলকাতাগামী কোনও পণ্যবাহী যানবাহন নিবড়া থেকে কোণা এক্সপ্রেসওয়েতে ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। হাওড়াগামী কোনও পণ্যবাহী যানবাহনকে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ হয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে রাত ১২টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কলকাতা থেকে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ১৬ জাতীয় সড়ক ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে গেলে সকল হাওড়াগামী পণ্যবাহী যানবাহনকে রাত ৯ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু টোল প্লাজা-কোনা এক্সপ্রেসওয়ে- নিবড়া- ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অথবা দ্বিতীয় হুগলি সেতু টোল প্লাজা-হাওড়া আন্দুল রোড-আলমপুর- ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। কলকাতা থেকে আগত এবং আন্দুল রোড হয়ে মৌরিগ্রাম আরওবি দিকে যাওয়া পণ্যবাহী যানবাহনের উচ্চতা ৪.৫ মিটারের কম হতে হবে। কলকাতার দিক থেকে নিবেদিতা সেতু হয়ে জাতীয় সড়ক-১৯ ব্যবহার করতে আসা সমস্ত পণ্যবাহী যানবাহনকে রাত ৯ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত ডানকুনি ক্রসিংয়ের দিকে টালা সেতু-নিবেদিতা সেতু- মাইতিপাড়া ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। ডানকুনির দিক থেকে কলকাতাগামী সমস্ত পণ্যবাহী যানবাহনকে রাত ৯ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত ডানকুনি ক্রসিং-মাইতিপাড়া-নিবেদিতা সেতু-টালা সেতু ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। কোলাঘাট দিক থেকে কলকাতাগামী সমস্ত পণ্যবাহী যানবাহন, যারা জাতীয় সড়ক-১৬ ব্যবহার করে, তাদের কলকাতায় প্রবেশের জন্য রাত ৯ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত রানীহাটি-ধূলাগড় -নিবড়া- কোনা এক্সপ্রেসওয়ে- বিদ্যাসাগর সেতু অথবা রাত ৯ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত অথবা রানীহাটি-ধুলাগড়- নিবড়া-পাকুরিয়া-সিসিআর সেতু-নিবেদিতা সেতু-টালা সেতু ব্যবহার করতে দেওয়া হবে রাত ৯ টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত। আলমপুর থেকে আন্দুল রোড হয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু টোলের দিকে কলকাতাগামী কোনও পণ্যবাহী যানবাহন ২৪ ঘন্টা ধরে প্রবেশ করতে পারবে না। কোনা মোড় থেকে বেনারস রোড হয়ে ২য় হুগলি ব্রিজ টোল অভিমুখে কলকাতাগামী কোনও পণ্যবাহী যানবাহন ২৪ ঘন্টা প্রবেশ করতে পারবে না। শানপুর মোড় থেকে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ টালের দিকে কলকাতাগামী কোনও পণ্যবাহী যানবাহন ২৪ ঘন্টা প্রবেশ করতে পারবে না। সকাল ৬ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত কোনও পণ্যবাহী যানবাহনকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে কলকাতা অভিমুখে জি.টি. রোড অথবা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে নিবড়া ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে না। কাজীপাড়া থেকে ২য় হুগলি সেতু দিয়ে কলকাতার দিকে অথবা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে নিবড়া ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে বেলা ১২টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত কোনও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। সকাল ৬ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত শালিমার থেকে কলকাতা অথবা নিবড়া ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে কোনও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। এছাড়াও যেকোনও সময় ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজন অনুসারে যানবহন অন্য যেকোনো রাস্তা দিয়েও ঘুরিয়ে দিতে পারে।

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম ২০২৫-২০২৬
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়র বিজ্ঞান

এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে **২২ এবং ২৩ নভেম্বর, ২০২৫, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স (আইএপিটি)** দ্বারা পরিচালিত **জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষায় (এনএসই'র)** (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) অংশগ্রহণ করতে হবে। **২০২৬ সালের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে** অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ হল এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন।

নথিভুক্তির জন্যঃ
এনএসই'রঃ https://www.iapt.org.in
(২১ আগস্ট - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
আরও বিস্তারিত জানার জন্যঃ
https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https:www.iapt.org.in
cbc48143/12/0005/2526

UJJIVAN

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ এর সাথে পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতার / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নোটিশ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/ বন্ধক-এর	লোন অ্যাকাউন্ট নং / লোন মূল্য/ শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	NPA এর তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	১. আরসাদ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) এস/ও জয়নাল মণ্ডল, ২. চালিমা খাতুন বিবি এস /ও সামসুল মণ্ডল, ৩. জয়নাল মণ্ডল এস /ও মাকসেদ আলি মণ্ডল, তারা সবাই থাকেন বলরামপুর, বলাইরঘাট, তুফানগঞ্জ-১, সোলধাকুড়ি প্রাথমিক স্কুলের নিকট, বলরামপুর, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১৬৩২ **১) আরসাদ মন্ডল, এছাড়াও এখানেঃ** দাদা ভাই এন্টারপ্রাইজ, বলরামপুর পেট্রোল পাম্প, বলরামপুর বাজার, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৬১৩৪।	৩৫১৬২১০১ ৭০০০০২০৭ / টাকা ১৫,৪০,০০০ /- / ৩৫১৬- কোচবিহার	কোচবিহার জেলায.০.১০ একর জমি এবং ভবনের সমস্ত অংশ, যা কোচবিহার, থানা - তুফানগঞ্জ, মৌজা - বলরামপুর, ঠক নং ৯৪৩, জে.এল. নং ০৮৮, আর.এস. প্লট নং ৩০৬৮৩ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২০৪৪৮ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. প্লট নং ৩৫৯৩৩ এর মধ্যে পড়ে, জমির শ্রেণীবিভাগ - বাস্তু - বড় বলরামপুর - ২ এর অধীনে, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা - কোচবিহার এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুসারে সীমানাঃ উত্তর- ইঞ্চিন মণ্ডল, দক্ষিণ- গাজিউদ্দিন মণ্ডল, পূর্ব- জয়নাল মণ্ডল এবং গলি পথ তারপর জি.পি. রোড, পশ্চিম- রজ্জক মণ্ডল। মিঃ জয়নাল মন্ডলের মালিকানাধীন, ২০২২ সালের জন্য নিবন্ধিত উপহার দলিল নং ৬৫৭১, ডি.এস.আর., কোচবিহার, জেলা অফিসের ২০।০৬।২০২২ তারিখের মাধ্যমে, বই নং ১, দলিল নং ৬৫৭১, খণ্ড নং ০৮০১-২০২২, পৃষ্ঠা ১০৫০২৭ থেকে ১০৫০৪১, ২০২২ সাল পর্যন্ত (আপনাদের মধ্যে নং ১)। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণ- বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারকলিপি - ৩১.১০.২০২২ তারিখের।	০৬.০৫.২০২৫ এবং ১২.০৬.২০২৫	টাকা ৩,২৩,৮৮৮.২৫ ১২.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
২	১. শ্রী বিশ্বজিত রায় এস/ও প্রাণ কেশব রায়, ২. শ্রীমতি বাসনা রায়, ডব্লু /ও প্রাণ কেশব রায়, ৩. শ্রীমতি চুমকি রায় ডব্লু /ও শ্রী বিশ্বজিত রায়, সকলেই নেতাজি কলোনির আবাসস্থল, ঘোগোমালি ওয়ার্ড নং ৩৭, শিলিগুড়ি (এম. কর্পোরেশন), ঘোগোমালি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৬	৩৫১১২১০১ ৭০০০০০০৩ / টাকা ৪,০০,০০০ /- / ৩৫১১- শিলিগুড়ি	মৌজা ডাবগ্রাম, পরগনা-বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং ২, শিট নং ১১, প্লট নং ২৩০ এর অংশ হিসেবে সম্পর্কিত ১২ ছাতকের সমস্ত জমি, শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন, পুলিশ স্টেশন-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ির ৩৭ নং ওয়ার্ডের খতিয়ান নং ৬৩৬-এ রেকর্ড করা, শ্রীমতি বাসনা রায়ের (আপনাদের মধ্যে নং ২) মালিকানাধীন বিক্রয় দলিল, তারিখ- ২২।০৮।২০০৬ এবং ৫ ভাদ্র, ১৪১৩ বি.এস. এর সাথে সম্পর্কিত, এ.ডি.এস.আর. রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়িতে নিবন্ধিত, বিয়িং ডিড নং ৪১৯৫/২০০৬। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য মালিকানা দলিল জমা দেওয়ার স্মারক - ২৬.০৬.২০১৮ তারিখে।	২৪.০৪.২০২৫ এবং ১৯.০৫.২০২৫	টাকা ৪,৩৯,৬৬২.২৫ ২৪.০৪.২০২৫ পর্যন্ত
৩	১. শ্রী গোপাল দত্ত এস /ও প্রয়াত নৃপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ২. শ্রীমতি মানা দত্ত, ডব্লু /ও গোপাল দত্ত, দুজনেই অম্বিকা নগর (আংশিক), ডাবগ্রাম, ভক্তি নগর, জাপা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১৩৫-এ থাকেন।	৩৫১১৮০৩ ০০০০০০১৬ / টাকা ৬,০০,০০০ /- / ৩৫১১- শিলিগুড়ি	ডাবগ্রাম, আর.এস. প্লট নং ৪৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭৯/১, ৭৫৩/৩, ৭৫৪ /৫ পরগনা-বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং ০২, শিট নং ১৮, তৌজি নং ০৩, কামরাঙ্গাগুড়ি, রেলওয়ে ওভার ব্রিজের পাশে, পি.ও.- স্যাটেলাইট টাউনশিপ, পি.এস.- ভক্তিনগর, ১ নং ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গের এলাকার মধ্যে অবস্থিত একটি ৩ তলা বাণিজ্যিক ভবনের (কে.জি.এন. সুপার মার্কেটে) ১২৩ বর্গফুট আয়তনের দোকান নং ৫ হিসেবে চিহ্নিত একটি সিমেন্ট মেঝের বাণিজ্যিক দোকানের সমস্ত অংশ এবং সেখানকার সমস্ত উন্নয়ন। ০৮.০২.২০১৬ তারিখে সম্পাদিত এবং ১৪.০৩.২০১৬ তারিখে ADSR ভক্তিনগরের কাছে নিবন্ধিত নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ১৪৯০ এর ভিত্তিতে শ্রীযুক্ত গোপাল দত্ত (আপনাদের মধ্যে ১ নম্বর) এর মালিকানাধীন এবং বই -১, খণ্ড নং ০৭১১-২০১৬, ২৪৭৬২ থেকে ২৪৭৮৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য মালিকানাধীন দলিল জমা দেওয়ার স্মারকলিপি ০৬.০৭.২০১৭ তারিখে।	০৬.০৫.২০২৫ এবং ১২.০৬.২০২৫	টাকা ৩,২৩,৮৮৬.২৫ ১২.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
৪	১. কৃষ্ণ শেখর ধর এস /ও মনীন্দ্র ধর, সি /ও. প্রয়াত মনীন্দ্র ধর ২. জয়ন্তী ধর ডব্লু /ও. কৃষ্ণ শেখর ধর, বাঁধ রোড, ওয়ার্ড নং. ১১ মাথাভাঙা -১, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৪৮	৩৫১৬২১০১ ৭০০০০২১০ / টাকা ৮,০০,০০০ /- / ৩৫১৬- কোচবিহার	মৌজা নগর মাথাভাঙ্গায় অবস্থিত একতলা ভবন সহ জমির সমস্ত অংশ, যা জে.এল.নং ১৮৩, খতিয়ান নং ১৯৭৫, এল.আর.প্লট নং ১৮৭০, ওয়ার্ড নং ১১, পি.ও. এবং পিএস মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার জেলায় মাথাভাঙ্গার অধীনে অবস্থিত। পৌরসভা পিন-৭৩৬১৪৬, সমস্ত উন্নতি সহ। দলিল অনুসারে সীমানাঃ উত্তর- অবনী সরকার দক্ষিণ- দুলাল ভৌমিক ও অন্যান্য পূর্ব- সুনীল চন্দ্র দাস পশ্চিম- সুভাষ দে অন্যান্য ১৮.০২.২০০৩ তারিখের বিক্রয় দলিল অনুসারে (আপনাদের মধ্যে ১ নম্বর) মালিকানাধীন এবং ২০০৩ সালের জন্য কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার ADSR-এ নিবন্ধিত নং ৭৭২। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক, তারিখ -০৯।১১।২০২২	১১.০৫.২০২৫ এবং ১২.০৬.২০২৫	টাকা ৮,৭৫,২৪৭.৪২ ১২.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
৫	১. মেসার্স মা মান্না ফিড সেন্টার ২. গৌরাঙ্গ বেরা এস /ও. দেবেন বেরা ৩. তুলসী বেরা ডব্লু /ও. গৌরাঙ্গ বেরা, সকলেই এখানে বাস করছেন- আলমপুর, বহিত্রকুণ্ড, মারিশদা, পূর্ব মেদিনীপুর, বিলাসপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১	৩৩৮৪২১০০ ৯০০০০০২১ / এবং ৩৫০১২৩০১১ ০০০০০১৭/- টাকা ১৪,০০,০০০ /-+ টাকা ১৫.০০.০০০ /- ৩৫০২- তমলুক	কুসুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, হোল্ডিং নং ৪৭৮৮ /১, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুরের অধীনে, মৌজা - আলমপুর, থানা - মারিশদা, পরগনা - মজনমুথা, জে.এল. নং ২৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং, ২৪০ / ৩, ৪৭৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৩, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩৩৭-এ অবস্থিত ৮.২৫ দশমিক পরিমাপের আবাসিক জমি ও ভবনের সমস্ত অংশ এবং তার উপর সমস্ত উন্নয়ন। উত্তরে সীমানা - দাগ নং ৩৩৩ দক্ষিণে - দাগ নং ৪০১, পূর্বে - দাগ নং ৩৩৫, পশ্চিমে - দাগ নং ৩৩৮, ৩৪০ গৌরাঙ্গ বেরা (আপনাদের মধ্যে নং ২) এর মালিকানাধীন। বাঙালি কোবালা ২২.০২.২০১৮ তারিখে ADSR, Contaid I এর অফিসে নিবন্ধিত, বই নং ১, খণ্ড নং ১১০৮-২০১৮, পৃষ্ঠা ৮১২০ থেকে ৮১৩০ পর্যন্ত, ২০১৮ সালের জন্য নং ১১০৮০০৫৫৫। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণঃ অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৮৪২১০০৯০০০০০২১ তারিখের সাথে সম্পর্কিত বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারকলিপি এবং অ্যাকাউঃট সম্পর্কিত বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারকলিপি। নং.৩৫০১২৩০১১০০০০০১৭ তারিখ - ৩১.০১.২০২৩।	০৩.১২.২০২৪ এবং ২৬.০৫.২০২৫	টাকা ১৫,৬২,৩৬৭.০৯+ টাকা ১৬,০২,০৮২.৫০ মোট টাকা **৩১,৬৪,৪৪৯.৫৯** ২৬.০৫.২০২৫ পর্যন্ত
৬	১. মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ হিউম্যান হেয়ার সি /ও , প্রো. শেখ জহুর আকরাম ২. শেখ জহুর আকরাম এস /ও. শেখ জামালউদ্দিন ৩. মাসেরুম বিবি ডি /ও. মহম্মদ শেখ, আল আর রেসিডিং টু বেনুদাই, শহীদ সমাধির কাছে, ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬০১	৩৩৮৯২১০০ ৯০০০০০০১ ৩৫০১২৩০০৪ ০০০০০০৫ ।- টাকা ৪৯,০০,০০০ ।-+ টাকা ২৬.০০.০০০ /- ৩৫০১-কনটাই	পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেনুদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৮৭ নম্বর হোল্ডিং নম্বরের অধীনে মৌজা - বেনুদিয়া, থানা - ভগবানপুর, পরগনা - জলমুথা, জে.এল. নং ১০৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৬, ২০০, ৫৫৪, ৮৩৮, ৬০৫ /৩, ৬০৫ /৪, ৫৬৩/১, ৫৬৩/ ২ এবং ৫৬৩/ ৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭৮/ ১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২ এবং ৮১৪-এ অবস্থিত, প্রায় ২৩.২ দশমিক (মাত্র ১৮ দশমিকের উপর সার্ফেসি কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে)। শেখ জহুর আকরামের মালিকানাধীন (আপনাদের মধ্যে নং ২) ১৩।০৯।২০১০ তারিখের বাংলা কোবালা, ভগবানপুরের এডিএসআর অফিসে নিবন্ধিত, বই নং ।, সিডি ভলিউম নং ১৫, পৃষ্ঠা ১১৩ থেকে ১২৯ পর্যন্ত, ২০১০ সালের জন্য নং ০৪৭৮৩। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণঃ অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৮৯২১০০৯০০০০০১ তারিখের সাথে সম্পর্কিত বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার স্মারকলিপি এবং অ্যাকাউন্ট নং ৩৫০১২৩০০৪০০০০০৫ তারিখের সাথে সম্পর্কিত বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার স্মারকলিপি।	২৪.০৪.২০২৫ এবং ২৬.০৫.২০২৫	টাকা ৩৯,৭৩,৭৪৬.৯৩+ টাকা ২৮,৭৬,৭৯৪.৬৭ মোট টাকা **৬৮,৫০,৫৪১.৬০** ২৬.০৫.২০২৫ পর্যন্ত
৭	১. শুভঙ্কর চৌধুরী এস /ও. চণ্ডীচরণ চৌধুরী ২. চণ্ডীচরণ চৌধুরী এস /ও. প্রয়াত ললিত মোহন চৌধুরী, ৩. বনানী চৌধুরী ডব্লু /ও. চণ্ডীচরণ চৌধুরী, সকলেই দৌলতপুর-১, মহেশতলা), বিবেকানন্দ পল্লী, ল্যান্ডমার্ক ডক্টর কোলে হাউস কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ (পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৯-এ বসবাস করছেন।	৩৩০৩২১০১ ৭০০০০০২৯ / টাকা ১৮,৬০,০০০ ।- ৩৩০৩ টালিগঞ্জ	দৌলতপুর মৌজায় অবস্থিত ৭টি সাতক (দাগ নং ৪২-এ ২টি সাতক এবং দাগ নং ৪০ / ৬৩০-এ ৫টি সাতক) জমির সমস্ত অংশ যা জে.এল. নং ১৯, পরগনা বালিযা, তৌজি নং ১৫২১, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৪২ ও ৪০/ ৬৩০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০১ ও ৫৩৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩১০, ওয়ার্ড নং ৩০, হোল্ডিং নং সি১০-৬/ ৪৩৭ থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মহেশতলা পৌরসভার আওতাধীন এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি সহ। দলিল অনুসারে সীমানাঃ উত্তর-খালি জমি দক্ষিণ- রমেশ বৈরাগীর সম্পত্তি পূর্ব- রমেশ বৈরাগীর বাড়ি পশ্চিম- কার্তিক বৈরাগীর সাধারণ পথ এবং বাড়ি। ১১.০৫.১৯৯০ তারিখের বিক্রয় দলিল অনুসারে (আপনাদের মধ্যে ২ নং) মালিকানাধীন এবং ডিএসআর আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত, ১৯৯০ সালের জন্য নং ৭০৫০। নিরাপত্তা চুক্তির বিবরণ- বন্ধক তৈরির জন্য মালিকানা দলিল জমা দেওয়ার স্মারকলিপি, তারিখ - ২৫.০২.২০২৩।	০৬.০৫.২০২৫ এবং ০৬.০৬.২০২৫	টাকা ১৯,৩৫,২৩২.৫৮ ০৬.০৬.২০২৫ পর্যন্ত

তাই ঋণগ্রহীত / সহ-ঋণ গ্রহীতা/ জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতা / সহঋণদাতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিষ্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /- অথরাইজড অফিসার
উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

কেবল পন্থ বা ওকস নন, চোট নিয়ে খেলেছিলেন আরও এক ভারতীয় ব্যাটার

৯ আগস্ট ঃ ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টে ভাঙা পা নিয়েও ব্যাট করতে নেমে পড়েছিলেন ঋষভ পন্থ। কিংবা ওভালে ভাঙা কাঁধ নিয়ে ব্যাট হাতে নেমে পড়তে ভয় পাননি ক্রিস ওকস। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, পঞ্চম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার আরও এক ব্যাটার আঙুলে চিড় ধরা অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করেছিলেন।সিরিজ শেষ হওয়ার চার দিন পর এই তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় আঙুলে চোট পেয়েছিলেন করুণ নায়ার। চোট পেলেও হাল ছাড়েননি। তা নিয়েই লড়াই চালান। ইংল্যান্ড থেকে সিরিজ ড্র রেখে ফিরতে গেলে পঞ্চম টেস্টে জেতা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ভারতের। এমন পরিস্থিতিতে ২২ গজ ছেড়ে উঠে যেতে চাননি তিনি। চোট নিয়ে ওভালে লড়াই চালালেও দলীপ ট্রফিতে খেলতে পারবেন না করুণ। মধ্যাঞ্চলের হয়ে খেলার কথা ছিল তাঁর। ২৮ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে দলীপ ট্রফি। ফাইনাল ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু চিকিৎসকরা যতদিন পর্যন্ত তাঁকে খেলার ছাড় পত্র দিচ্ছেন, ততদিন মাঠে নামতে পারবেন না তিনি। ৭ বছর পর টেস্টে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল করুণ নায়ারের। চার টেস্টে সুযোগ পেলেও দলকে হতাশ করেছেন। সেরা রান ৫৭। আট ইনিংস মিলিয়ে করেছেন ২০৫ রান। এ বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের রাজ্য কর্নাটকের হয়ে খেলবেন তিনি।

দলকে পরবর্তী রাউন্ডে নিশ্চিত করে কী বললেন আলাদিন?

৯ এই সিজনের শুরু থেকে ও দারুন ছন্দে রয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই মালয়েশিয়ান আর্ম ফোর্সকে পরাজিত করেছিল হুয়ান পেদ্রো বেনালির ছেলেরা। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল গতবারের ডুরান্ড কাপ জয়ীদের। তারপর সেই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় থাকল শুক্রবারের ম্যাচে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন শিলংয়ে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নেমেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল দল। যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল আইলিগের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব শিলং লাজং এফসি। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে একটি গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেয় নর্থইস্ট ইউনাইটেড। বলাবাহুল্য, দলের হয়ে জোড়া গোল করেছিলেন গত আইএসএলের গোল্ডেন বুট জয়ী তারকা আলাদিন আজারাই। আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করার পর এদিন ও প্রথম থেকেই আগুন তেজে জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল মরোক্কান ফরোয়ার্ডকে। ম্যাচের মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় তাঁর করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাবটি। তারপর সময় এগোনোর সাথে সাথেই তুল্যমূল্য লড়াই শুরু হয়েছিল

উভয় দলের। তবে প্রথমার্ধের শেষে একটি গোলের ব্যবধানেই এগিয়ে ছিল পেদ্রো বেনালির ছেলেরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে সেই ব্যবধান আরও বাড়াতে তৎপর ছিল নর্থইস্ট। কিন্তু তার আগেই ম্যাচের ঠিক শেষ কোয়ার্টারের মাঝামাঝি সময় গোল করে শিলংকে সমতায় ফিরিয়ে এনেছিলেন ফিগো সিন্ডাই। যারফলে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছিল শিলং লাজং এফসি। কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি সেই ফলাফল। সিন্ডাইয়ের গোলের ঠিক মিনিট পাঁচেক পরেই গোল করে দলকে পুনরায় এগিয়ে দেন আলাদিন। তারপর আর ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল না প্রতিপক্ষ দলের কাছে। শেষ পর্যন্ত আলাদিনের গোলেই কোয়ার্টার ফাইনাল কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল গতবারের খেতাব জয়ীরা। ম্যাচ শেষে গনমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই গোলমেশিন বলেন, আমি যথেষ্ট খুশি। যে আমি আবার আমার দলকে সাহায্য করতে পেরেছি। আমরা সবাই জানতাম আগের ম্যাচের তুলনায় এই ম্যাচে জয় পাওয়া অনেকটাই কঠিন হবে। আমাদের আর এক পা এগোতে হবে। তাহলেই আমরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে কোয়ালিফাই করে যাব।

২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বে রোহিতই! আইসিসি'র নতুন পোস্টার

৯ আগস্ট ঃ ইংল্যান্ড সফরের আগে লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। এর মাস ছয় আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকেও অবসর নিয়েছিলেন 'হিট ম্যান'। প্রশ্ন হল, তিনি কি ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বে থাকবেন? এর উত্তর এখনও অজানা থাকলেও আইসিসি'র পোস্টার নতুন জল্পনাকে উসকে দিয়েছে। অবশ্য সেই পোস্ট মুছেও দিয়েছে আইসিসি। পরের বছর ইংল্যান্ডে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম ওয়ানডে হবে ১৪ জুলাই, এজবাস্টনে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে যথাক্রমে ১৬ এবং ১৯ জুলাই। এর আগে ১ জুলাই থেকে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও রয়েছে। সেই টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে সিরিজের একটি পোস্টার প্রকাশ করেছে আইসিসি। সেখানে হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে রয়েছে রোহিত শর্মার ছবি। সব কিছু ঠিকমতো চললে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে'তে খেলবেন রোহিত। কিন্তু ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত

ফরম্যাট থেকে অবসর নেওয়ায় টি-টোয়েন্টি তে স্বাভাবিকভাবেই খেলবেন না তিনি। যদিও আইসিসি সেসব ভাবনার ধার ধরেনি। জোড়া সিরিজ মিলিয়ে তারা যে ইমেজ কার্ড তৈরি করেছে, সেখানে কমন মুখ হিট ম্যান। সেই কারণে অনেকেই ধরে নিয়েছেন, অন্তত আগামী বছরেও টিম ইন্ডিয়ার ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে তাঁকেই দেখা যাবে।

তবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত রোহিত ওয়ানডে দলকে নেতৃত্ব দেবেন কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। যদিও ইংল্যান্ড সিরিজের আগে ভারতের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর বলেছিলেন, পারফর্ম করতে পারলে বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র। নেটিজেনরা মনে করছেন, আইসিসি'র পোস্টার এবং গম্ভীরের খোলামেলা মনোভাবই হয়তো রোহিতের ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলার চাবিকাঠি। তবে, সবার আগে তাঁকে ফিট থাকতে হবে। তাঁরা মনে করছেন, ইংল্যান্ডে ওডিআই সিরিজকে রোহিত হয়তো বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে পাখির চোখ করতে চলেছেন। সেখানে ভালো খেললে হিট ম্যানকে অধিনায়ক রেখেই বিশ্বকাপের পরিকল্পনা সাজাবেন গম্ভীর।

আইএফএরে বিরুদ্ধে মুখ খুলে কড়া শাস্তির মুখে সুরুচির কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য

৯ আগস্ট ঃ কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের সূচি নিয়ে রাজ্য ফুটবল সংস্থা আইএফএর বিরুদ্ধে মুখ খোলার বড় খেসারত দিতে হল সুরুচি সংঘের প্রধান কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে। আইএফএর বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে চক্রান্ত করার অভিযোগ তোলায় তাঁকে দুই ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিল আইএফএ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। তবে এখানেই শেষ নয়। যদি রঞ্জন ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা না চান, তবে তাঁকে পুরো মরসুমের জন্য নির্বাসিত করা হতে পারে বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে নিয়ামক সংস্থা।

সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রঞ্জন ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে আইএফএ চক্রান্ত করেছে। আমাদের দল যেখানে ৬টি ম্যাচ খেলেছে, অন্য দলগুলো সাতটি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। এতে আমাদের খেলার গতি নষ্ট হচ্ছে। আইএফএ আমাদের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানে আসা আটকাতে চক্রান্ত করছে। আমি আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি কেন এই বৈষম্য?এই বক্তব্যের পরই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় আইএফএ। সংস্থার

মতে, কোচের মন্তব্য ছিল অবমাননাকর এবং আইএফএর ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী। এরপরই সুরুচি সংঘের সচিবকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, ৮ আগস্ট, বিকেল ৪,৩০টায় কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে আইএফএ অফিসে উপস্থিত থেকে লিখিত জবাব জমা দিতে হবে। সেই চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায উল্লেখ ছিল সন্তোষজনক উত্তর না মিললে, অথবা কেউ হাজির না হলে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শুক্রবার আইএফএ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকে হাজির হন রঞ্জন ভট্টাচার্য। বৈঠকে তিনি তাঁর মন্তব্যের জন্য দু ঃখপ্রকাশ করেন। তবে আইএফএ তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁকে সংবাদমাধ্যমের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। সেই সঙ্গে দুটি ম্যাচে তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। এই শাস্তি গ্রহণ না করলে তাঁকে গোটা মরসুমের জন্য সাসপেন্ড করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। আইএফএ এক কর্মকর্তা জানান, রঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো অভিজ্ঞ কোচের কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আশা করা যায় না। একজন ক্লাব কোচ হিসেবে তিনি নিয়ম মেনে কথা বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাঁর মন্তব্য শুধু আইএফএর নয়, গোটা বাংলার ফুটবলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে।

ভাল টেস্টের আগে অন্য চিন্তাও ভাবিয়েছে গিল-গম্ভীরদের

৯ আগস্টঃ ওভাল টেস্টে ৬ রানের জয়। ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা জয়গাঁথাগুলির মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছে এই বন্দিত ইতিহাস। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক টেস্টের পঞ্চম দিনের আগের রাতে রীতিমতো উভয় সংকটে প।ে গিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। হাতে পুঁজি কম, তাতে ৪টি ইউকেট তুলে নেওয়ার চাপ যেমন ছিল, তেমনই নাকি ছিল ওভাররেটের চিন্তাও।আসলে ওভালে স্পিনাররা সেভাবে সাহায্য না পাওয়ায় বেশিরভাগ বোলিং করাতে হয়েছে পেস বোলারদের দিয়ে। বিশেষ করে চতুর্থ দিনের শেষ সেশনে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং মহম্মদ সিরাজ বেশিরভাগ ওভার বল করেন। যার ফলে ওভার রেটে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে টিম ইন্ডিয়া। চতুর্থ দিন ওভার রেটে অন্তত ৬ ওভার পিছিয়ে পড়েছিল ভারতীয় দল।সূত্রের দাবি, ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো চতুর্থ দিনের শেষেই ভারতীয় দলকে জানিয়ে দেন, ওভার রেটে টিম ইন্ডিয়া অনেকটাই পিছিয়ে। যদি পঞ্চম দিন সেই ওভার রেট ঠিক না করা যায় তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চার পয়েন্ট কাটা যাবে। যার ফলে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে যায় টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, ম্যাচ রেফারির সতর্কবার্তা পাওয়ার পর কোচ গম্ভীর, ব্যাটিং কোচ শীতাংশু কোটাক এবং অধিনায়ক গিল একটি মিনি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে শীতাংশু কোটাক প্রস্তাব দেন, দরকারে স্পিনারদের দিয়ে বল করাতে হবে। কিন্তু কোচ গম্ভীর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিতান্তই প্রয়োজন না প।লে স্পিনারদের বল করানোর দরকার নেই। শুরু থেকে পেসারদের দিয়েই আক্রমণে নামা হোক। আসলে গম্ভীর জানতেন, কোনওভাবেই পঞ্চম দিনের খেলা শেষ পর্যন্ত গড়াবে না। প্রথম সেশনেই শেষ হবে। তাই চার উইকেট তুলে নিতে পারলে ওভার রেটের সমস্যাটাও থাকবে না। কোচ গম্ভীরের সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

ফেডারেশনকে বিশেষ চিঠি আইএসএলের দলগুলির

৯ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএলট আয়োজন নিয়ে রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা। মূলত মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট তথা এমআরএ নবীকরণ নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয়োজনকারী সংস্থা তথা এফএসডিএল এর সঙ্গে জটিলতা দেখা দেওয়ার ফলে গত কয়েক মাস ধরে বারংবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে আইএসএলের আয়োজন। সেই সমস্যা কাটিয়ে সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজধানীর বুকে দল গুলিকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে এবার অনেকটা এগিয়েই শুরু হবে সুপার কাপ। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাসের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আয়োজন করা হতে পারে এই কাপ টুর্নামেন্ট। এমনকি প্রথম ডিভিশন লিগ ও আয়োজনের কথা উঠে এসেছিল তাঁর মুখ থেকে। যারফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু চলতি বছরের ডিসেম্বরেই এফএসডিএল এর সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। নয়া চুক্তি স্বাক্ষর করার বিষয় এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়ায় কিছুটা হলেও উদ্বেগ রয়ে গিয়েছে সকলের।

তবে সুপার কাপে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্লাব গুলির তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে প্রথম

ডিভিশন লিগ আয়োজন নিশ্চিত করলেই সেই কাপ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ফুটবল দল গুলি। সেক্ষেত্রে এআইএফএফ এর মৌখিক আশ্বাসের পরেই এই টুর্নামেনেন্ট দল নামতে রাজি হয় ক্লাব গুলি। উল্লেখ্য, আইএসএলের অনিশ্চয়তার আঁচ পেয়েই গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওডিশা এফসি থেকে শুরু করে বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়িন এফসির মতো দল গুলি। যা নিঃ সন্দেহে প্রভাব ফেলেছে দেশের ফুটবল সার্কিটে। এসবের মাঝেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য।

বিশেষ সূত্র মারফত খবর, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মোট ১৩টি আইএসএল ক্লাবের মধ্যে ১১টি দল সম্মিলিতভাবে একটি চিঠি প্রেরণ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। যেখানে বলা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টি। এমনকি আরও বলা হয়েছে যে এআইএফএফ যদি পদক্ষেপ না নেয়, তহলে ক্লাবগুলির তরফে স্বাধীনভাবে বিচারিক আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকবে না। যদিও এই দল গুলির মধ্যে সামিল হয়নি কলকাতা ময়দানের অন্যতম দুই প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

নিলামে অধিনায়ক গিলের লর্ডস টেস্টের জার্সির দাম সাড়ে ৫ লাখ! বুমরাহর কত?

৯ আগস্ট ঃ রোহিত শর্মার জুতোয় পা গলিয়ে বিলেতের মাটিতে দুরন্ত পারফর্ম অধিনায়ক শুভমান গিলের। ব্যাট হাতে তো বটেই, নেতৃত্বেও মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। অনবদ্য লড়াইয়ে সিরিজ ড্র করে দেশে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। আর এরপরই গিলের সই করা সেই জার্সি ওঠে নিলামে। যার দাম উঠল প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা!

অ্যান্ডারসন-তেণ্ডুলকর ট্রফিতে লর্ডসে যে জার্সিটি গিল পরেছিলেন, সেটিই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেড ফর রুথের জন্য নিলামে তোলা হয়েছিল। গিলের জার্সির পাশাপাশি নিলামে ওঠে দুই দলের সই করা শার্ট, টুপি, ছবি, ব্যাট ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ দাম ওঠে গিলের জার্সিটিরই। ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকায় তা বিক্রি হয়। এরপরই চড়া দাম পায় জশপ্রীত বুমরাহ এবং রবীন্দ্র জাদেজার জার্সি। দু'টি জার্সিরই মূল্য ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। এদিকে লর্ডসে সেঞ্চুরি হাঁকানো কেএল রাহুলের জার্সিটি বিক্রি হয় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। নিলামে ইংল্যান্ড দলের জো রুটের জার্সিটির সর্বোচ্চ দাম ওঠে। ইংলিশ

ব্যাটারের জার্সি কিনতে হয় ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায়। টুপির ক্ষেত্রেও রুটের সই করা টুপির দামই সর্বোচ্চ। তিন লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। সেই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ঋষভ পন্থের টুপি। দাম ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। অধিনায়ক বেন স্টোকসের জার্সির মূল্য ৪ লক্ষ টাকা।

তবে এই নিলাম এই প্রথম নয়। প্রতি বছরই লর্ডস টেস্টের একটি দিন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রসের ফাউন্ডেশন রেড ফর রুথের জন্য উসর্গ করা হয়। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তাঁর স্ত্রী। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্রিকেটার থেকে সম্প্রচারকারী সংস্থার কর্মী, সকলেই টেস্টের একদিন লাল পোশাক পরেন। আর সেই ফাউন্ডেশনের পাশে দাঁড়াতেই এবার নিলামে তোলা হয়েছিল গিলদের জার্সি।

আইএসএলের জট কাটাতে 'সুপ্রিম' হস্তক্ষেপ দাবি করে ফেডারেশনকে চিঠি ১১ ক্লাবের

৯ আগস্ট ঃ আইএসএলের ভবিষ্য নিয়ে কী হবে তা জানতে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল আইএসএলের আট দল। যদিও সেখানে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে মুখে ' হবেই' বললেও টুর্নামেন্ট সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেনি। এমনিতেও আইএসএলের অনিশ্চয়তার মধ্যে ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি এবং চেন্নাইয়িন এফসি ফুটবলার ও কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে। বিষয়টা ক্লাবগুলির ' ব্যাপার' বলে মন্তব্য করেছেন ফেডারেশন সভাপতি। অর্থাৎ এই ব্যাপারেও কোনও সমাধানসূত্র দিতে পারেননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে ১১টা ক্লাব ফেডারেশনকে চিঠি দিল। যদিও তাতে সই করেনি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল।

কিন্তু কেন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল সই করেনি? জানা গিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাব কোনও আইনি লড়াইয়ে জড়াতে চায় না। দুই ক্লাবই ফেডারেশন-এফএসডিএল মামলায় পার্টি হতে চায় না। প্রসঙ্গত, আইএসএলের ভবিষ্য নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। তবে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল স্বেচ্ছায় কোনও আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তাদের বক্তব্য, আইএসএলে তারা ফুটবলকে ভালোবেসে যুক্ত হয়েছে। এর রয়েছে রয়েছে ব্যবসায়িক দিক। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, চিঠিতে সই না করার তালিকায় রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি-ও। তাদেরও সই না করার নেপথ্যে একই কারণ।

কল্যাণ চৌবেকে লেখা তাদের সম্মিলিতভাবে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, এআইএফএফের কাছে আমাদের অনুরোধ, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনার ব্যবস্থা করা হোক। আইএসএল-সহ অন্য টুর্নামেন্টের স্বার্থে মামলাকে জরুরি তালিকাভুক্ত করা হোক। এরপর আদালতের কাছে দ্রুত রায়দানের জন্য আর্জি করা যেতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই ধরনের পদক্ষেপ আইনিভাবে জরুরি। এই পদক্ষেপ ভারতীয় ফুটবলের সমস্ত পক্ষের জন্য সহায়ক।

উল্লেখ্য, আগের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, আপাতত বিকল্প পথ একমাত্র সুপার কাপ। যা আইএসএলের আগে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে চালু করার কথা বলেছিল ফেডারেশন। ২০১৮ সালে ফেডারেশন কাপের বদলে চালু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু আইএসএলের আগে সুপার কাপ শুরু হলে টুর্নামেন্টের ফরম্যাটই বা কেমন হতে চলেছে, তা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। এই আবহে ক্লাবগুলি চিঠি দিল ফেডারেশনকে। এখন দেখার, আইএসএল নিয়ে এই অচলাবস্থা কাটে কি না। প্রসঙ্গত, আইএসএলের ভবিষ্য নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগ নিয়ে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ওড়িশা এফসি এবং বেঙ্গালুরু এফসি'র পথে হেঁটে দু'বারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি ফুটবলার ও কর্মচারীদের বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন ফেডারেশন সভাপতি। তিনি বলেন, এটা তো ক্লাবের সিদ্ধান্ত। কোন ক্লাব কীভাবে তাদের ফুটবলার বা কর্মীদের বেতন দেবে, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ নিয়ে আমরা কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। বিশ্বের যে কোনও সেরা লিগে এটাই নিয়ম। এর ফলে ফেডারেশনের ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আপাতত বিকল্প পথ একমাত্র সুপার কাপ। ২০১৮ সালে ফেডারেশন কাপের বদলে চালু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু আইএসএলের আগে সুপার কাপ শুরু হলে টুর্নামেন্টের ফরম্যাটই বা কেমন হতে চলেছে, তা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে।

প্রশ্ন হল, যে ক্লাবগুলি আইএসএলের অনিশ্চয়তার মাঝে কঠিন সিদ্ধান্তের পথে হাঁটল, তাদের কী হবে? তারা কীভাবে সুপার কাপ খেলবে? এর উত্তর নেই। এদিনের বৈঠকে অনেক আশা নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল তারা। কিন্তু তাদের আশা যে পূরণ হল না, তা ফেডারেশন সভাপতির কথা থেকেই স্পষ্ট। উল্লেখ্য, এফসি গোয়া, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, কেরালা ব্লাস্টার্স, ওড়িশা এফসি, হায়দরাবাদ এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, জামশেদপুর এফসি ও পাঞ্জাব এফসি একত্র হয়ে এই চিঠি দিয়েছিল ফেডারেশনকে। তারাই উপস্থিত ছিল এদিনের বৈঠকে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com